দরূদ ও সালাম এর কীমতি হীরা

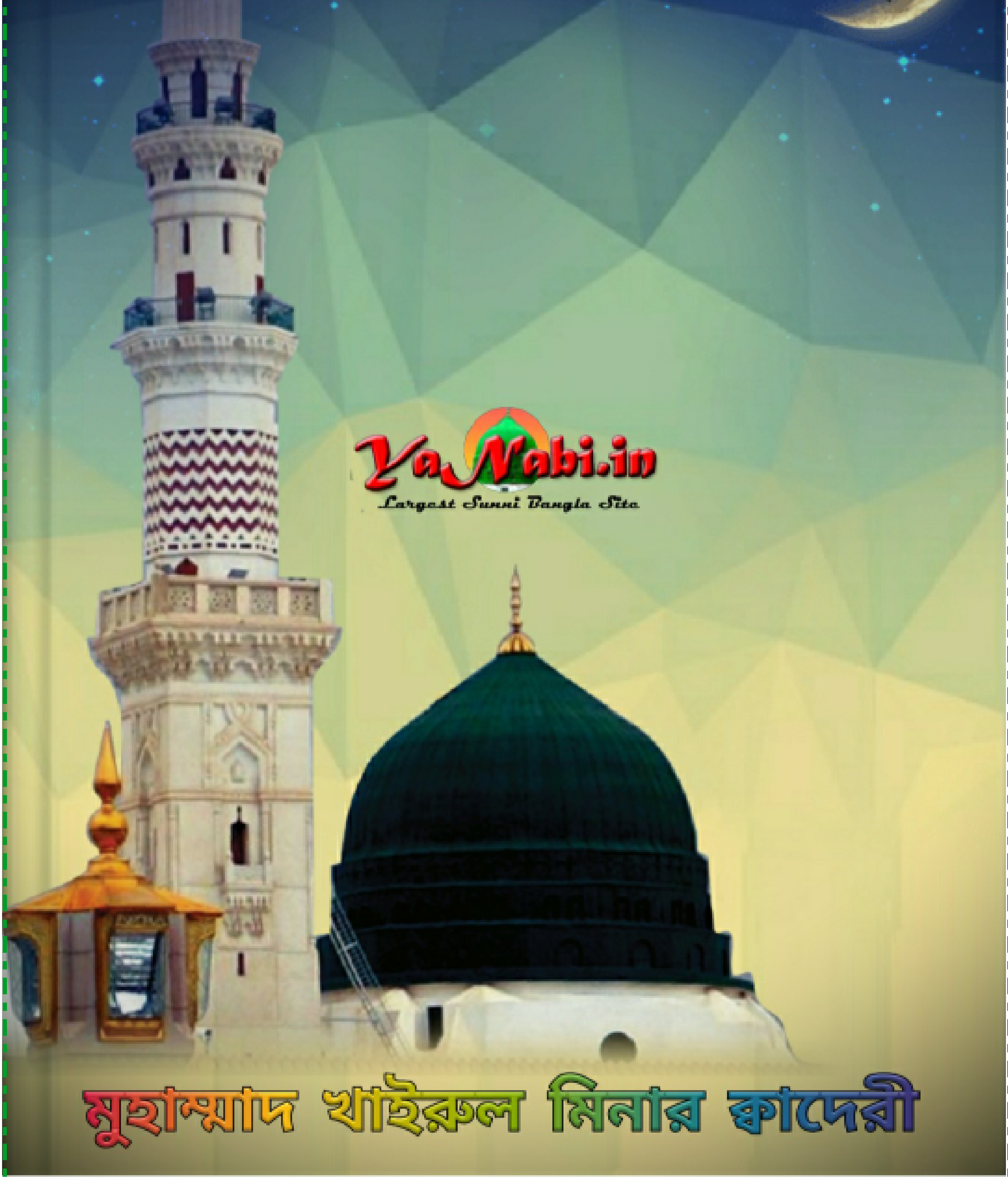

মুহাম্মাদ খাইরুল মিনার ক্বাদেরী

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَحِيْم

সূচিপত্র

উৎসর্গ..৭

লেখকের কথা...৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১০

কুরআন পাকে দরুদ ও সালাম এর আয়াত...১১

সালাত এর অর্থ...১৫

আমরা কেন দরুদ ও সালাম পড়ব ?............১৯

দরুদ শরীফ কীভাবে পড়ব ?.......................২৩

দরুদ কি নাবী ﷺ শ্রবণ করেন? ২৬

কোনদিন বেশি দরুদ পড়তে হয়? ৩০

দরুদ ও সালামের ফযীলত সমুহ..................৩৩

বিভিন্ন সংখ্যায় দরূদ পাঠের ফযীলত ... .৪২

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ...............৫০

সর্বক্ষণ দরুদ শরীফের ওজিফা..................৫৮

নামাজ ও দরুদ ৬১

দোয়া ও মোনাজাতে দরুদ ৬৭

মাজলিশে দরুদ শরীফ পাঠ ৭০

দরুদ ও আহলে বাইত................................ ৭৩

দরুদ শরীফ লিখা.....................................৭৭

অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফের পাঠ............৮০

হুজুর ﷺ এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত দরুদ.........৮৩

মুসাফার সময় দরূদ পাঠের ফযীলত............৮৫

আহলে সুন্নাত এর পরিচয়.................. ....৮৬

দরুদে পাক সাদক্বাহর স্থলাভিষিক্ত ৮৭

দরুদ পাঠ পুলসিরাত পারের কাজে লাগবে...৮৯

কেয়ামতের দিন দরুদের বরকত..................৯০

দরুদ সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর করেদেয়:...............৯৪

দরুদ ও সালাম পাঠ না করার ক্ষতি ৯৬

জান্নাতে প্রবেশকরেও যাদের অনুশোচনা হবে ...১০০

দরুদ পাক সর্বোত্তম আমল.........................১০১

মধু মিস্টি হওয়ার কারণ.............................১০২

দরুদ শরীফ পৌছানো ফ্যারিস্তা ১০৪

ফ্যারিস্তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা....................১০৬

হুজুর ﷺ উপর সালাম পাঠের ফযীলত ১০৭

প্রতিদিন রওজাতুন্নাবী ﷺ এ ৭০ হাজার

ফ্যারিস্তাদের আবতরন...............................১১০

জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ﷺ.........১১৯

জান্নাতের আশ্চর্য ফল ১২২

হুজুর ﷺ এরউপর পড়া দরুদ কাজে এসে গেল.১২৩

মূসা আলাইহিস সালাম এর জানাযা পড়ানো.... ১২৭

দরুদ ও সালাম এবং হায়াতে মুস্তাফা ﷺ ১২৮

দরুদের বরকতে কবরের আ জাব মাফ...........১৩৩

দরুদ ও লাশ সংরক্ষণ...............................১৩৫

কবরে ফুলের সুবাস.................................১৩৭

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

জোরে জোরে দরুদ শরীফ পাঠ.................১৩৮

পশম মোবারক এর ঘটনা..........................১৩৯

মৃত ব্যক্তির চেহরা সুন্দর হয়ে গেল ১৪২

কাসিদায়ে বুরদাহ শরীফের ওয়াকিয়া........১৪৪

দরুদ আতা করার ওয়াকিয়া......................১৫০

নবী পাক ﷺ কে স্বপ্নে দেখার ঘটনা. ১৫২

দু আঙুলের কারণে মাগফিরাত হয়ে গেল....১৫৭

ইমাম শাফেয়ীর দরুদের ঘটনা....................১৬০

নাবী আলাইহিমুস সালাম দের দরুদ পাঠ....১৬২

আউলিয়া দের দরুদ শরীফ পাঠ.................১৬৭

বুযুর্গানে দ্বীন দের ওসিয়ত ১৬৯

বুখারী শরীফে বর্ণিত দরুদ..........................১৭১

শুধু কি দরুদে ইব্রাহিমী পড়তে হবে ?...........১৭৩

আযানের আগে ও পরে দরুদ পাঠ.............১৭৬

যে সময় দরুদ পড়া যাবেনা ১৮০

কখন কখন দরুদ শরীফ পড়তে হবে...........১৮১

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দরুদ ও সালামের ৮৬ টি ফযীলত...............১৮৩

জিকরে মুস্তাফা ﷺ ই প্রকৃতপক্ষে

-জিকিরে খোদা আয্‌জা ওয়া জাল্লাহ...............১৯৮

দরুদ শরীফে যা যা আছে...........................২০১

দরুদের মেহফিল...................................... ২০৩

দরুদের মাহফিলে যাওয়ার হুকুম................২১০

৪২ টি দরুদ এর উচ্চারণ ও ফযীলত ২১৬

হুজুর ﷺ এর বরকতময় নাম মুবারক ২৬২

হুজুর ﷺ জানাযার ধরণ ও দরুদ..............২৭২

দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ বা কিয়াম করা............২৮১

নাত শরীফ পাঠ করা ইবাদত ২৮৮

সালাম এর কিছু ছন্দ.................................২৯৪

তাজদারে হারাম ২৯৮

মুস্তফা জানে রহমাত ৩০০

উৎসর্গ

হাসানি হুসাইনী দুই পবিত্র বংশধারার ফুল, আওলাদে রাসূল, গাউস ইবনুল গাউস বারা শরীফের ৭৯ জন আল্লাহর ওলীদের মাথার তাজ, দুই বাংলার বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকারীর মধ্যে অন্যতম একজন মহাপুরুষ,শাইখুল ইসলাম হযরত সৈয়দ শাহ গোলাম আলী দস্তগীর আল কাদরী আলাইহির রাহমাহর পবিত্র রূহ মোবারকে.......

লেখকের কথা

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আমরা জানি মানুষ তার ভালোবাসার ব্যক্তিত্ব্যের আলোচনা করতে পছন্দ করে।মুসলমানের কাছে নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে ভালোবাসার, শ্রদ্ধার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। দরুদ ও সালাম মুমিনের রুহের খোরাক,দিলের ঠান্ডাক তথা চোখের শীতলতা। তাছাড়া দরুদ ও সালাম পাঠের ফজিলত ও অগণিত। এমনিতেই নামাজ, হুসনে আখলাক ও দরুদ শরীফের ওজিফা পাঠের প্রতি আমাদের পীর ও মুর্শিদ হজরত সৈয়দ শাহ মুহাম্মাদ আলী দাস্তেগীর আল ক্বাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলি (বারা শরীফের গদ্দিনশীন) জোর দিয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত

রাত্রিতে প্রায় তিন বছর থেকে দরুদ শরীফের মেহফিল করে আসছি। দরুদ ও সালাম পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যই দরুদ শরীফের বই এর কাজ করতে শুরু করেছিলাম, শেষ ও হয়েছে অনেক আগেই.. পিডিএফ করতেই দেরী হলো।

যাইহোক এই বইটি আমাদের ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস।শুধুমাত্র আমাদের কামনা বাসনা এতটুকুই যেন দরুদ ও সালাম সংক্রান্ত এই কিতাব আমাদের প্রিয় আকা আলাইহিস সালামের পবিত্রতম দরবারে কবুল হয়ে যায়।

এ থেকে যদি প্রিয় পাঠক ভাই-বোনেরা বিন্দুমাত্র ও উপকৃত হন এবং এই কিতাব যদি সামান্যতম নাবী প্রেমের ও দরুদ সালাম পাঠের বহ্নিশিখা আপনার অন্তরে প্রজ্বলিত করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

ইতি দোওয়াগো,

মুহাম্মাদ খাইরুল মিনার ক্বাদেরী
(মাড়গ্রাম,বীরভূম)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কিতাবটির পিডিএফ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে টাইপিং ও এডিটিং ইত্যাদির কাজে সাহায্যকারী আমার প্রাণপ্রিয় ভাই ডাক্তার রাযা ক্বাদেরী, সামশুল ক্বাদেরী, নাজিবুল হুসাইন ক্বাদেরী,সাইদুল ইসলাম ক্বাদেরী,সেখ হাসান ক্বাদেরী,সেখ জহির ক্বাদেরী ভাইয়েদের বিশেষ ধন্যবাদ জানায়। আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে এদের উত্তম প্রতিদান দিন এই দোয়া করি...!!

Ya Nabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কোরআন মজীদে দরুদ শরীফ সম্বন্ধে আল্লাহর পবিত্র এরশাদ

إِنّ اللّهَ وَمَلٰكتَهٗ يُصَلُونَ عَلَى النّيِ ّ يَاأيها الذين ءامَنُوا
مَلُو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

উচ্চারণ- ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবীয়্যি ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা ।

অনুবাদ ; - নিশ্চয় আল্লাহ আয্জা ওয়া জাল্লাহ ও তাঁর ফারিস্তাগণ দুরুদ প্রেরণ করেন ঐঅদৃশ্যবক্তা (নবী) র প্রতি , হে ঈমানদারগণ ! তাঁর প্রতি দুরুদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো ।
(সুরা -আহযাব , পারা - ২২ , সুরা নং—৩৩)

উপরিউক্ত আয়াতে পাক থেকে যে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়

১) পবিত্র কুরআনের মধ্যে ঈমান, নামায , রোযা , হজ্ব , ইত্যাদি বহু বিষয়ে হুকুম প্রদান করা হয়েছে , কিন্তু কোন বিষয়ে এমনি করে বলা হয়নি যে, এ কাজ আমি করি এবং আমার ফ্যারিশ্তারাও করে , অতএব হে মুসলমানরা তোমরাও কর । শুধুমাত্র দরুদ শরীফের হুকুম দিতে গিয়েই এমনটি বলা হয়েছে । এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । কেননা এমন কোন কাজ নেই , যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ও করবেন আর বান্দা ও করবে । আল্লাহ পাকের যে কাজ , তা আমরা কখনও করতে পারি না । তেমনই আমাদের কাজ গুলো হতে জাতে ইলাহী পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে । যেমন সৃষ্টি করা , রিযক দান, মৃত্যু দেওয়া এবং পুনরুজ্জীবিত করা ইত্যাদি আল্লাহ পাকের শান ,আমরা এগুলো কখনো

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

করতে পারিনা । তেমন আমাদের কাজ হচ্ছে ইবাদত , আনুগত্য ইত্যাদি করা । মহান স্রষ্টা কিন্তু এগুলো হতে পবিত্র। তবে যদি এমন কোন কাজ থাকে , যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ও করেন , ফ্যারিশ্তারাও করে এবং মুসলমানদেরকেও করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে , তা হচ্ছে একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করা । যেমনিভাবে চাঁদের উপর সবার দৃষ্টি থাকে , ঠিক তেমনিভাবে মদীনার চাঁদের উপরও গোটা সৃষ্টির এমনকি মহান স্রষ্টারও দৃষ্টি আরোপিত ।{শানে হাবীবুর রহমান }

২) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে দুরুদ শরীফ পাঠ করা হল সমস্ত ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। কারণ এটি সুন্নাতে ইলাহি। কেন না স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে দুরুদ

শরীফ প্রেরণ করেন । (তাফসীরে রুহুল বায়ান)

৩) এখানে কোন্ সময় দরুদ পড়বে এটা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি। তাই দরুদ সব সময়পড়া যাবে। শুধুমাত্র সেই সমস্ত স্থান ব্যতীত যেখানে দরুদ পড়লে দরুদের বেয়াদবী হয়।

৪) দরুদ এর যেমন হুকুম রয়েছে তেমনই হুকুম রয়েছে সালামেরও। বরং সালামের হুকুম বেশি বেশি রয়েছে।দরুদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সালাম ও পড়া উত্তম।

৫) এখানে কোন দুরুদ পড়তে হবে এটাও বলা হয়নি অতএব বান্দার ইচ্ছা সে যে কোন দুরুদ পড়তে পারে যতক্ষণ না সেটি কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়।

.... * ....

সালাতের অর্থ যা হুজুরের উপর পড়া হয়

(1) আল্লাহর পক্ষ থেকে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রকাশ করাই দরুদ ।(কানজুল ইমান , তাফসীরে কাবীর , ইমাম সাখাবী আল কওলুল বদী)

(2) দরুদ এর অর্থ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা মুস্তাফা কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর আজমাত বাড়াতে থাকেন। আর ফ্যারিস্তারা সবসময় হুযুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম তার জন্য মুবারাক বাদ দেয়। (বুখারি)

(3)ইমাম আবুল আলিয়া তাবেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন--আন্না মানা সালাতু সানাউহু অ তাযি - মুহু (প্রশংসা করা ও সন্মান প্রকাশ করা) ইমাম বোখারী আলাইহির রাহমা বলেছেন আল্লাহর দরুদ পাঠানোর অর্থ হল ফারিস্তাদের সামনে হুযুরের প্রশংসা করা। ফ্যারিস্তাদের দরুদ পড়ার অর্থ হলো হুজুর আলাইহিস সালামের জন্য দুয়া করা।

(4) হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের বাখ্যায় বলেছেন -- ঐ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো , আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর প্রিয়তম বান্দা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম) এর মালায়ে আলায় তাঁর নিকট যে

মর্যাদা রয়েছে তাও জানিয়ে দিয়েছেন । কেননা তিনি (রাব্বুল আলামিন) তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত ফ্যারিস্তাদের সামনে ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর গুন বর্নণা করেন । আর সকল ফ্যারিস্তা নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পড়েন । অতঃপর মহান আল্লাহপাক জগৎবাসী কে তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন । যাতে উচ্চ জগৎবাসী ও নিম্ন জগৎবাসী সকলের পক্ষ থেকে নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ের প্রতি প্রেরিত গুনগান একত্রিত হয়ে যায় । (তাফসীরে কুরআনিল আযী-ম)

এ ছাড়াও এই আয়াতের তাফসীরে আরও বর্নণা করা হয়েছে যে --আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লাহ সকল নাবী আলাইহিমুস সালাম দের রুহ

মুবারাককে রুহজগতে একত্রিত করে একটি সম্মেলনের আহব্বান করেন। যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ের আগমনের ব্যাপারে আলোচনা ও তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরনের আহবান ও সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতী নেন।(তাফসীরে কাবীর ,তাফসীরে কুরতুবী ও খাসায়েসূল কুবরা)

এ থেকে বুঝা গেল প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ,মর্যাদা ও গুনাগুন বর্ণণায় মহান আল্লাহ স্বয়ং শরীক (শামিল) থাকেন। আর কেনই বা থাকবেন না? তিনি নিজেই তো ঘোষনা করেন**--অ রাফানা লাকা জিকরাক --** আর আমি আপনার জন্যই আপনার জিকর ও আলোচনা কে উচ্চ করেছি। (সুরা--- আলাম নাশরাহ, আয়াত- ০৪)

এক কথায়

আল্লাহর দরুদ পাঠানোর অর্থ হলো হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে মাকামে মাহমুদ বা সুপারিশের মাকামে পৌছানো। আর ফ্যরিস্তারাদের দরুদের অর্থ হলো হুজুরের উচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করা এবং উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং মুমিনদের দরুদের অর্থ হলো হুজুর আলাইহিস সালাম এর তাবেদারী করা। তাঁর সাথে মহব্বত রাখা আর তাঁর মহান গুনাবলির প্রশংসা করা।(তাফসীরে রুহুল বয়ান)

.... * ....

আমরা কেন দরুদ ও সালাম পড়ব

একটা মানুষের জীবনে অনেক ব্যক্তির এহসান বা উপকারিতা থাকে।আমাদের জীবনেও আমাদের মাতা পিতা, উস্তাদ এঁদের সকলেরই

এহসান রয়েছে।কিন্তু সব চাইতে বেশি এহসান যদি কারোর রয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।যারাই আমাদের কে ভালোবেসেছেন বা কোনোরকম এহসান করেছেন তাঁরা তা করেছেন আমাদের দুনিয়ায় আসার পরে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর এহসান করেছেন দুনিয়ায় আসার আগে। আমাদের জন্য কেঁদেছেন দুনিয়ায় আসার আগে।এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে তিনিই আমাদের চোখের পানির উপর দয়া করবেন এবং শাফায়াত করবেন।যদি কারোর উপকার করে তবে তার উপকারের বদলা দেওয়া উচিত যদি বদলা দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে তার জন্য দোয়া করে দেওয়া উচিত। উম্মত হিসাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এহসান এর বদলা দেওয়া আমাদের উচিত আর আকা আলাইহিস সালাম এর চেয়ে বড় দাতা, বড় দরদী আর কেউ নেই।কাজেই তাঁর এহসানির বদলা

তাঁর তাবেদারী করা,তাঁর নিসবাতের বস্তু সমূহ কে মুহাব্বাত করা এবং দরুদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে কিছুটা হলেও আদা করা যায়।
কিন্তু আমরা এর বদলা দিতে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দুরুদ পাঠেও সক্ষম নই।তাইতো মওলায়ে কারিম রব্বুল আলামীনের দরবারে দরখাস্ত করছি, হে দয়াময় আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও আজমাত অনুযায়ী আপনিই বদলা দিয়ে দিন। যেমন টি আমরা বলে থাকি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ।

তাছাড়া দুরুদ শরীফ এমন একটি জিনিস যেটির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছেও খুব সহজেই আমাদের চাওয়া পাওয়া চাইতে পারি।আমরা দুনিয়ার বুকে দেখেছি কোন ভিখারি যখন কোন দরজায় যখন ভিক্ষা করার জন্য যায়, তখন ঘরের মালিক এর সম্পদ সন্তান সন্ততি ইত্যাদির জন্য দোয়া করে থাকে।আর

যখন এসব দোয়া বাড়ির মালিক শুনতে পান তখন তিনি দেখেন যে সে তার ছেলেমেয়েদের কল্যাণ কামনা করছে অতএব তিনি খুশি হয়ে কিছু না কিছু ভিখারী কে দিয়ে দেন। আমরা জানি মহান আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র কিন্তু তার ও একজন প্রিয় হাবিব রয়েছেন । তিনি হলেন, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই মহান আল্লাহ পাকের বন্ধু ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পড়লে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের নেয়ামত সমুহ আতা করেন।

খুদা কা হুকুম সামাঝকার দারুদ পাড়হতে হে
গুলামে সাকিয়ে কাওসার দারুদ পাড়হতে হে।।
আসাদ বো ঘির নেহি সাকতে কাভি মুসিবত মে
যো সিদক দিল সে নাবী পার দারুদ পাড়হতে
হে।।

.... * ....

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দরুদ শরীফ কীভাবে পড়ব

(1) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন – নিশ্চয় তোমাদের নাম পরিচয় সহ আমাদের কাছে পেশ করা হয়, এজন্য আমার উপর সুন্দর মাধ্যমে দরুদ পাক পাঠ কর । (মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক)

(2) দরুদ শরীফে হুজুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ও হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর পবিত্র নাম সমূহের সাথে সৈয়েদেনা বলা উত্তম । (দুরুল মুখতার , রদ্দুল মুখতার ও বাহারে শরিয়ত)

(3) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলছেন -- যখন তোমরা আমার প্রতি দরুদ পড় তখন তা ভালো অবস্থায় পড়ো। কারণ তোমরা হয়ত এটা জানোনা যে তোমাদের প্রতিটি পড়া দরুদ আমার উপর পেশ করা হয় ।(ইমাম দাইলামীর মুসনাদুল ফিরদাউস)

(4) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, -- যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়বে তখন সে যেন পবিত্রতা অর্জন করে।অতঃপর তোমরা কালেমায়ে শাহাদাত পড় এবং তারপর আমার উপর দরুদ পড়। তখন তার উপর রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হবে ।

★ দরুদ শরীফের ওজিফা পড়ার পূর্বে সম্ভব

হলে পবিত্রতা অর্জন করে নিন।

★★ পবিত্র স্থানে মাদিনা শরীফ এর দিকে মুখ করে আদবের সঙ্গে দোজানু হয়ে বা তাশাহহুদে বসার মতো করে বসুন ।

★★★প্রথমে কয়েকবার ইস্তেগফার পাঠ করে নিন তারপরে কালেমায়ে শাহাদাত, সুরা তওবার শেষ আয়াত "লাকাদ জায়াকুম রাসুলুম মিন আন ফুসিকুম........." ও সুরা আহযাবের আয়াত "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা....." ইত্যাদি পড়ে নিন তারপর দরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করতে থাকুন।

★★★★ দরুদ ও সালাম পড়ার সময় কল্পনা করবেন যেন আপনি মদিনা শরীফে হাজির হয়ে পড়ছেন।এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার সালাম শুনছেন এবং তার জবাব দিচ্ছেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বিঃদ্রঃ--এভাবে দুরুদ ও সালাম পড়লে দরুদ শরীফ পাঠে একাগ্রতা আরো বৃদ্ধি পাবে, তবে এমনিতে উঠতে বসতে যখন ইচ্ছা আপনি বেশি বেশি করে দরুদ পড়তে থাকুন।

……….. * ………..

দরুদ কি নাবী পাক শ্রবণ করেন?

(1) হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, তোমারা যেখানেই থাকো

আমার উপর দরুদ পাক পাঠ কর । কেননা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে থাকে । (মুজামুল কাবীর,মিশকাতুল মাসাবীহ; সুনানে আবু দাউদ শরীফ)

(2) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন,নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমার কবর মুবারকে এক জন ফ্যারিস্তা নিযুক্ত করেছেন। যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ পড়ে, তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম সহ পেশ করে থাকে । সে বলে অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে। (কানজুল উম্মাল , মুসনাদে বাজ্জার , মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(3) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার প্রেমিকদের দরুদ

শরীফ আমি নিজে শুনি আর তাদের ব্যতীত অন্যদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয় । (দালায়লুল খায়রাত, মাতালিউল মাসাররত,)

(4) হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে কেউ আমার কবরের কাছে এসে আমার প্রতি দরুদ পড়বে, আমি তা সরাসরি শুনতে পাব, আর যে কেউ দুরে বসে আমার উদ্দেশ্য দরুদ পড়বে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয় । (বাইহাক্বী শরীফ,কওলুল বদী)

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমা তাঁর 'আল হাবি লিল ফাতাওয়া' নামক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেন,

قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى

الله عليه وسلم فى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته ويحزن بمعاصى العصاة منهم وانه تبلغه صلاة من يصلى عليه من امته-

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকাইদ শাস্ত্রের পারদর্শী মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামগণের অভিমত হলো, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত শরীফের পরেও স্বশরীরে জীবিত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে উম্মতের ইতায়াত বা নেককাজে তিনি আনন্দে মুখরিত হয়ে পড়েন এবং উম্মত যখন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ অনুভব করেন। নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্য থেকে যদি কেউ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করে, সে দরূদ ও সালাম হাবিবে খোদার নিকট পৌঁছে যায়। অর্থাৎ সারকারে দু’জাহাঁ তাজদারে মদিনা নিজ কান মোবারক দ্বারা দরূদ ও

সালামের আওয়াজ শুনতে পান এ ক্ষমতা আল্লাহ তাঁর হাবিবকে দান করেছেন।’
(আনওয়ারে মাদিনা)

অওর উনহে খবর হে কাঁহি সে পাড়হো দুরুদ উনপার
কি তামাম দেহের কা নাকশা হুজুর জানতে হে।।
দুর ও নাজদিক কে শুননে ওয়ালে ও কান
কানে লালে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।

.... * ....

কোনদিন বেশি দরুদ পড়তে হয়

(1) রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জুম্মার দিন

ও জুম্মার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করো । কেননা যে এমনটি করবে, আমি কেয়ামতের দিন তার সুপারিশ ও সাক্ষী হবো। (ইমাম বাইহাকীর শুয়াবুল ইমান,)

(2) নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক জুম্মার দিন আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠাও (বাইহাক্বী। ,নাসাঈ ,ইবনে মাজাহ,তারগীব , তাবারানী,মুজাম উল আউসাত)

(3) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত - যখন বৃহস্পতিবার আসে আল্লাহ পাক ফ্যারিস্তাদের কে প্রেরণ করেন । তাদের নিকট রুপোর কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করে -যে বৃহস্পতিবারে ও জুম্মার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ পাঠ করে। (কানজুল উম্মাল, আল ফেরদৌস, বিমাসুরিল খাত্তাব

সাদাতুদ দারাইন,)

(4) নাবী পাক আলাইহিস সালাম আরও বলেছেন জুমআর দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠের পরিমাণ বাড়িয়ে দাও কেননা হচ্ছে এটা ইয়াউমে মাসাহুদ । এ দিনে ফ্যারিস্তারা হাজির হন। আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্য যে কেউ দরুদ পাঠ করে, তার দরুদ পড়া শেষ হবার পূর্বে ই তার দরুদ আমার দরবারে পৌঁছে যায় । (জামে সাগীর) জুম্মার দিন ও জুম্মার রাতে যে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তা আমি নিজেই শুনে থাকি ।(নুজহাতুল মাজালিস)

.... * ....

দরুদ ও সালাম এর ফজিলত

(1) হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর10 টি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, জযবুল কুলুব, তিরমিজি শরীফ ,নাসায়ী ,দুররে মনসুর ,বাহারে শরিয়ত)

(2) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন --কেয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যাক্তি সেই হবে, যে দুনিয়াই আমার

উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে।
(তিরমিজি শরীফ ,কানজুল উম্মাল)

(3) হজরত আনাস ও হজরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করেন এবং তার আমলনামায় ১০টি নেকি লিখে দেন, ১০ টি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।(নাসায়ী, মিশকাত শরীফ , তিরমিজি শরীফ, বাহারে শরিয়ত , কানজুল উম্মাল)

(4) আকা-এ- কওনায়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দরুদে পাক পড়তে থাকে, আল্লাহ পাক তার উপর রহমত রাজি নাজিল করতে থাকেন, এখন

বান্দার মর্জি সে কম পড়ুক কিংবা বেশি ।
(ইবনে মাজাহ,)

(5)হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে আরজ করলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ইরশাদ ফরমিয়েছেন 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি কি একথার উপর সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মাত আপনার উপর একবার সালাম প্রেরণ করলে আমি তার উপর দশবার সালাম প্রেরণ করব (শান্তি বর্ষন করব)। (নাসায়ী,)

(6) হজরত আবু তালহা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -- নিশ্চই জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়ে আল্লাহ পাক তার উপর রহমত নাযিল

করেন, আর যে আমার উপর সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা তার উপর নিরাপত্তা নাজিল করেন। (বাহারে শরিয়ত , মুসনাদে আহমদ, বাগাভী,)

(7) যে ব্যাক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ আয্জা ওয়া জাল্লাহ তার জন্য এক ক্বিরাত পরিমাণ সওয়াব লিখে দেন। ক্বিরাত হচ্ছে উহুদ পর্বতের সম পরিমান ।(অর্থাৎ ওহুদ পাহাড় কে একবার ওজন করলে যে ওজন হয় তার সমতূল্য সওয়াব আমল নামায় লিখে দেওয়া হয়।) (কওলুল বদী ও মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক)

(8) ফরজ হজ্ব আদায় কর, নিশ্চয় এটির সওয়াব কুড়ি টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে ও বেশি, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর একবার দরুদ

শরীফ পাঠ করা, এটার সম পরিমাণ সওয়াব ।(যিয়ায়ে দরুদ ও সালাম)

(9) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম দরুদ শরীফ পাঠ কারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন এবং তাঁর চোখ মুবারক শীতল হয়(অর্থাৎ তিনি সন্তুষ্ট হন) ।(মুসনাদুল ফিরদাউস)

(10) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে সে দশটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাই। (জযবুল কুলুব ,ফায়জানে সুন্নাত,)

(11)রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের জন্য পবিত্রতা ও গোসল রয়েছে, আর ঈমানদার দের অন্তর গুলোর মরিচার পবিত্রতা হচ্ছে আমার

উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। (আল কওলুল বদী , ফায়জানে সুন্নাত,)

★ আমরা জানি যে যখন বান্দা কোনো গোনাহ করে তখন তার অন্তরে নুকতা পড়ে। এরপরও যখন সে গোনাহের কাজ করতে থাকে তো আরও নুকতা পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে ওই নুকতা পুরো দিল কে ঢেকে ফেলে। এবং অন্তর মরিচা পূর্ণ হয়ে যায় এই মরিচা দূর করার উপায় যেমন ইস্তেগফার করা, তওবা করা, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা তেমনি অন্যতম একটা উপায় হচ্ছে নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা।

(12) প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্মিলিত কাজ, যা দরুদ ও জিকর ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শুণ্য হয়ে থাকে। (মাতালিউল মাসাররত ,ফায়জানে সুন্নাত)

(13) রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন --যখন তোমরা কোনো কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ পাক পড় ইনশাল্লাহ স্বরনে এসে যাবে। (সা আদাতুদ্দা রাঈন ,ফায়জানে সুন্নাত,)

(14) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর একবার দরুদ শরীফ পড়লে আল্লাহ ও তাঁর ফ্যারিস্তারা সত্তর(৭০) বার রহমত প্রেরণ করেন । (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বাল, বাহারে শরিয়ত)

(15) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ প্রেরণ কারীর উপর 70 হাজার ফ্যারিস্তা দরুদ প্রেরণ করে। (সুররুল কুলুব ,ওয়াজাইফ এ হাশেমীয়া)

(16) হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন - তোমারা আমার কবরকে ঈদ বানাইওনা আমার উপর দরুদ পাক পড়তে থাকো ।কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে ।(আবু দাউদ শরীফ,মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উক্ত ফরমান দ্বারা বোঝা যায় যে ঈদ যেমন বছরে দুই বার আসে এবং আমরা ঈদগাহে যায় শুধুমাত্র আমরা সেইভাবে মাদিনা শরীফ গিয়েই সালাতু সালম পেশ করে থাকি এবং এখানে দরুদ ও সালাম এর হাদিয়া প্রেরণ করতে ভুলে যায়।যেন এমনটা না হয় তাই বলা হয়েছে যাতে আমরা সবসময়ই দরুদ ও সালামের মাধ্যমে হুজুর আলাইহিস সালাম কে স্মরণ করতে থাকি।

(17) হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন ---যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করল এবং তা কবুল হলে আল্লাহ পাক তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেন ।
(দুর্রুল মুখতার, বাহারে শরিয়ত)

হার ঘাড়ি হার ওয়াক্ত ও হারদাম
পাড়হতে রাহনা দুরুদ ও মুকার্রাম
জানে কিস ওয়াক্ত দাম টুট যায়ে
জিন্দেগী কা ভারোসা নেহি হে।।

……….. * ………..

একবার দরুদ শরীফ পাঠ

★ পরিপক্ক জ্ঞানের ধারক আলিমগন ও দ্বীনের সন্মানিত ইমামগন বলেছেন, একটি দরুদ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব সামগ্রী অপেক্ষা ও উত্তম এবং উভয় জগতের জন্য যথেষ্ট। এর সওয়াব অধিকাংশ শারীরিক, আর্থিক ও মৌখিক ইবাদতের চেয়ে উর্ধে। (ওয়াফাইফ এ হাশেমীয়া, * সুররুল কুলুব ফী যিকরিল মেহবুব)

★★রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি আঁমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে দরূদ শরীফ পেশ

করে,আল্লাহ পাক সেই দরূদ শরীফ দ্বারা একজন ফেরেশতা তৈরি করেন, যার একটি পাখা থাকবে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর একটি পাখা থাকবে পশ্চিম প্রান্তে,তার পদযুগল জমিনের স্প্তম স্তরে (যা সর্ব নিম্ন স্তর) দন্ডায়মান হবে। আর তার গর্দান আরশের ছায়াতলে পৌঁছবে, আল্লাহ পাক সেই ফেরেস্তাকে বলবেন, তুমি আঁমার বান্দার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাকো ।

★★★ হজরত আনাস ও হজরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করেন এবং তার আমলনামায় ১০টি নেকি লিখে দেন, ১০ টি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ।(নাসায়ী, মিশকাত শরীফ , তিরমিজি

শরীফ, বাহারে শরিয়ত , কানজুল উম্মাল)

♡ তিন বার দরুদ শরীফ পাঠ ♡

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -- যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসা ও আমার প্রতি আগ্রহের কারণে প্রতিটি দিন, দিন ও রাতে তিন বার করে দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বদান্যতার দায়িত্বর উপর একথা অপরিহার্য করে নেন যে, তিনি তার ওই দিন ও রাতের গুনাহ গুলি মাফ করে দেবেন। (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ফায়জানে সুন্নাত, মুজামুল কাবীর)

♡ দশবার দরুদ শরীফ পাঠ ♡

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর

সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (কানজুল উম্মাল,মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

♡ পঞ্চাশ বার দরুদ শরীফ ♡

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর সারা দিনে 50 বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কেয়ামতের দিন তার সাথে করমর্দন (মুসাফাহ) করবো।
(আল কওলুল বদী, ফায়জানে সুন্নাত,
আল কুরবাতু ইলা রাব্বিল আলামিন, লি ইবনে বশিক ওয়াল)

♡আশিবার দরুদ শরীফ পাঠ ♡

জুম্মার দিবসে যে ব্যক্তি আমার উপর আশি বার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেন (সাদাতুদ দারাইন ও আল ফিরদাউস)

♡একশ বার দরুদ শরীফ ♡

(1) নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আমার উপর একশ বার দরুদ শরীফ প্রেরণ করে, আল্লাহ পাক তার কপালে লিখে দেন এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত। আর কেয়ামতের দিন তাকে শহীদের সাথে রাখবেন। (তাবারানী)

(2) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন-- যে ব্যাক্তি আমার উপর জুম্মার রাত ও দিনে 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ আয্‌জা ওয়া জাল্লাহ তার 100 টি হাজত পূর্ণ করেন। 70 টি আখেরাতের আর

30 টি দুনিয়ার । (শুয়াবুল ইমান,)

(3) নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, যে ব্যক্তি জুম্মার দিন আমার উপর 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যখন সে কেয়ামতের দিন আসবে তখন তার সাথে এমন একটি নুর থাকবে যে , যদি তা সমস্ত সৃষ্টিকে বন্টন করে দেওয়া হয়, তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে । (হিলয়াতুল আওলিয়া)

♡ 200 বার দরুদ শরীফ পাঠ ♡

নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর জুম্মার দিন 200 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার 200 বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ।জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ুতী

♡ পাঁচশ বার দরুদ শরীফ পাঠ ♡

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন--যে ব্যক্তি প্রত্যহ 500 বার আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে সে কখনও অভাবী হবে না। * তোহফাতুল আখিয়ার * ফায়জানে সুন্নাত

♡ হাজার বার দরুদ শরীফ ♡

1) হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -- যে ব্যক্তি আমার উপর একহাজার বার দরুদ পাক পাঠ করে, সে যতক্ষণ না নিজের স্থান জান্নাতের মধ্যে দেখে নেবে না , ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতুবরণ করবে না। (আত্তারগীব ফি ফাযায়িলিল আমাল লি ইবনে শাহিন, সাদাতুদ দারাইন ও গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

২)সৈয়দ আহমাদ দাহলান (আলাইহির রহমাহ) লিখেছেন -- যে ব্যক্তি প্রত্যহ 1000 বার এই দরুদ - "আল্লাহুমা সাল্লি ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিনিল জামি ই লি আসরারিকা ওয়াদদাল্লি আলাইকা , অ আ-লেহি ওয়া সাহাবিহী ওয়া সাল্লিম" -- পড়বে সে নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লামের যিয়ারাত লাভে ধন্য হবে ।[মাজমুআহ, ফায়জানে সুন্নাত]

দিলো সে গাম মিটাতা হে মুহাম্মদ নাম এইসা হে
নাজার উজড়ে বাসাতা হে মুহাম্মদ নাম এইসা হে
উনহি কে নাম সে পায়ি ফাকিরোনে শাহেনশাহি
খুদা সে ভি দিলাতা হে মুহাম্মদ নাম এ্ইসা হে

……….. * ………..

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ

(1) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, আমার উপর তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ করা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (মুসনাদে আবী ইয়ালা)

(2) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন --হে লোকেরা! নিশ্চই কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করতে

থাকে ।(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব)

(3) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন -- আমার প্রতি আধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ করা তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরুপ। (ইবনে আসাকির, কানজুল উম্মাল,)

(4) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন যে,যে ব্যক্তি একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ হবার সময় আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তবে তার উচিত আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করা। (ফিরদাউসুল আখবার , কাশফুল গুম্মাহ)

♡ দরুদ শরীফ পাঠ কারীর জন্য রয়েছে 4 টি বিশেষ পুরস্কার ---(1) ঈমানের সাথে মৃত্যু (2)

মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হয় (3) হিসাব নিকাশ সহজ হয় (4) বেহেশত নসীব হয় । (ওয়াযাইফ-এ-হাশেমীয়া)

(5) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি আরশের ছায়ায় থাকবে--(|) ঐ যে আমার উম্মাতের পেরেশানী দূর করে (||) আমার সুন্নাত কে জীবিত কারী (|||) আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ কারী । (আল বাদরুস সাফিরাতু লিস সিউতি)

(6) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন যে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা পুলসিরাতের উপর তোমাদের জন্য নুর হবে। (কেয়ামতের দিনে) (আল ফিরদাউস, কওলুল বদী , দালাইলুল খায়রাত)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আর এটাও নিশ্চিত যে যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম কালে নুর প্রাপ্ত হবে সে কখনও দোজখ বাসী হবে না।। ইনশাআল্লাহ আয্জা ওয়া জাল্লাহ

(7) হজরত আবুবাক্কার সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমাদের আকা ও মওলা সরকারে মাদিনা হুজুরে পুর নুর মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা গুনাহ সমুহকে এত দ্রুত মিটিয়ে দেয় যে পানি ও আগুন কে এত দ্রুত নিভাতে পারে না ।আর রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাম প্রেরণ করা গর্দান সমুহকে আযাদ করা(ক্রীত দাস মুক্ত করা)'র চেয়ে ও উত্তম । (তারিখে বাগদাদ,)

(8) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি এটা চাই যে কেয়ামতের দিন তাকে

সওয়াবের পাল্লা ভরপুর করে দেওয়া হোক , তার উচিত সে যেন আমার উপর বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে । (সা আদাতুদ্দা রাঈন ,ফায়জানে সুন্নাত,)

(9) সরকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -- ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অবস্তাদি থেকে নাজাত প্রাপ্ত হবে, যে দুনিয়াই আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ কারী হবে ।(ফায়জানে সুন্নাত)

(10) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে হাওযে কাওসারের উপর আমি এমন এমন দল পাবো যাদের কে আমি বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করার কারনে চিনবো । (কাশফুল গুম্মাহ)

(11) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, জান্নাতে সবথেকে বেশী হুর ওই ব্যক্তিরই হবে, যে সব থেকে বেশী দরূদ শরীফ পাঠ কারী হবে ।

(12) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন যে, যদি কারো নিকট কোন সঙ্কট এসে পড়ে তাহলে তার উচিত আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করা ।কেননা তা সমস্যাবলীর সমাধান করে দেয় এবং পেরেশানী সমুহ দূর করে দেয় ।(ফায়জানে সুন্নাত,)

(13) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে সবসময় দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সাহায্য করার নিশ্চয়তা দেবেন ।(মুসনাদে আহমদ , জান্নাত কি কুঞ্জি)

(14) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, কেয়ামতের দিনে আমার নিকটতম হবে ঐ লোকটি, যে দুনিয়াই আমার উপর যত বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পড়েছে। (তিরমিজি শরীফ, কানজুল উম্মাল , আল্লামা শাখাবীর - কওলুল বদী)

(15) হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন -- যে ব্যক্তি আমার উপর 100 বার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার ওপর 1000 বার রহমত নাযিল করবেন।আর যে আমার প্রতি তার প্রেম ও ভালোবাসার কারণে পড়বে আমি কেয়ামতের দিনে তাকে শাফায়াত করব এবং তার জন্য সাক্ষী হব। (কওলুল বদী)

(16) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় আমার উপর বেশী পরিমানে দরুদ পাক পাঠ করে, তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত সমস্ত সৃষ্টি কে বলবেন এ বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। (নুজহাতুল মাজালিস , ফায়জানে সুন্নাত , ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাত ,সহি ইবনে হিব্বান , বাইহাক্কী শুয়াবুল ইমান, বুখারীর তারিখুল কাবীর,)

** ফায়জানে দরুদ ও সালামে বর্ণিত হয়েছে যে দরুদ শরীফের বরকতে বালা মুসিবত দুর হয় , রোগ -ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ হয়, ভয়-ভীতি দুর হয়ে যায়, যুলুম নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল হয় , অন্তরে তাঁর ভালোবাসা পয়দা হয় , ফেরেশতারা তার চর্চা করে, কর্মগুলোর পূর্ণতা অর্জিত হয় , হৃদয়, প্রাণ ও আসবাবপত্র এবং ধন সম্পদের পবিত্রতা হাসিল হয় , পাঠ কারী সচ্ছল হয়ে যায়, বরকত সমূহ অর্জিত হয়

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এবং বংশ পরম্পরার চার ঔরশ পর্যন্ত বরকত থাকে ।(জযবুল কুলুব)

নাতে সারকার কি পাড়হতা হু মে
বাস ইসি বাত সে ঘার মে মেরি রেহমাত হোগী।।

ইক তেরা নাম ওসিলা হে মেরা
রাঞ্জ ও গাম মে ভি ইসি নাম সে রাহাত হোগী

.... * ....

সর্বক্ষণ দরুদ শরীফের ওযীফা

হজরত ইবনে কাব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত --আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে

জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আমার (ফরয,ওয়াযিব ও সুন্নাত ইত্যাদি পড়ার পর) ওয়াজিফা পড়ার সময়ের মধ্যে কতক্ষণ আপনার উপর দরুদ পড়বো..? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার যতটা ইচ্ছা আমি বললাম এক চতুর্থাংশ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার যা ইচ্ছা তবে যদি বাড়িয়ে নাও তোমার জন্য ভালো হবে । আমি বললাম এক তৃতীয়াংশ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার ইচ্ছা তবে যদি বাড়িয়ে নাও তোমার জন্য বেহতার হবে। আমি বললাম অর্ধেক অংশ আপনার উপর দরুদ পড়বো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার ইচ্ছা তবে যদি বাড়িয়ে নাও তোমার জন্য বেহতার হবে। তারপর আমি বললাম যে আমি সবসময়ই আপনার উপর দরুদ পড়বো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি

তুমি এমন টা করতে সম্ভব হও তাহলে তোমার সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হবে এবং তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (তিরমিজি , মিশকাত ,বাহারে শরিয়ত)

হার দার্দ কি দাওয়া হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ
তাবিজে হার বালা হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ
জো মারজ লা দাওয়া হে ইয়ে ঘোলকার পিলা দো
ক্যা নুসখায়ে শিফা হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ
মুশকিল উনকি হাল হুয়ি কিশমাত উনকি খুল গেয়ি
বির্দ জিন্হোনে কার লিয়া হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ

.... * ....

নামাজ ও দরুদ

১)হযরত ফুদ্বালা বিন আবীদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে নবুবী শরীফে উপস্থিত ছিলেন। ঐসময় একজন ব্যক্তি এলেন এবং নামায পড়ে এইভাবে দুয়া করতে লাগলেন ; - ইয়া আল্লাহ আমার উপরে রহম করুন এবং আমাকে মাফ করে দিন । তখন নবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ; অ্যায় নামাযী তুমি প্রার্থনার ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি করে দিয়েছ । তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিভাবে দুয়া করতে হবে। তখন হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ;

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আমার (আলাইহিস সালামের) উপরে দুরুদ শরীফ পাঠ করে দুয়া করা উচিৎ । হযরত ফুদ্বালা বিন আবীদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঐ সময়েই আর একজন ব্যক্তি এলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ফরমানের মত করলেন । তা দেখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ; - দুয়া কবুল হয়ে গেছে । (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ ,)

২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে , আমি একদা নামায পাঠ করলাম ঐসময়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর , হযরত উমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা ও উপস্থিত ছিলেন । আমি নামাযের পরে বসে গেলাম এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করলাম। তারপর আমি নবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করলাম এবং দুয়া প্রার্থনা করলাম , তখন নবীয়ে

কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি যা প্রার্থনা করবে সেটাই পাবে অর্থাৎ দুয়া কবুল হবে। (মিশকাত শরীফ)

৩. বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওলী উল্লাহ আলাইহির রহমা তাঁর হুজ্জাতুল্লাহি বালাগাত নামক কিতাবে উল্লেখ করেন নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করাকালীন অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাম পাঠ করার নিয়ম এ জন্য দেওয়া হয়েছে, যেন হাবিবে খোদার জিকির তা'জিম বা সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত হয় এবং নামাযের ভিতরে সালাম পেশ করার দরুন তাঁর রিসালাতের স্বীকারোক্তি হয়ে যায়। এতে আল্লাহর হাবিব আলাইহিস সালামের কিছুটা হক আদায় হয়ে যায়। অর্থাৎ নামাযী যে সত্যিকার হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের উপর ঈমান এনেছে তার প্রমাণ এবং তার ঈমান যেন কলবে অঙ্কিত

হয়ে যায়। মুস্তাফা কারিম আলাইহিস সালাম এর কিছুটা হক আদায় হয়ে যায়।

৪. আল্লামা ইমাম গাজ্জালী আলাইহির রহমত এহইয়ায়ে উলুমিদ্দিন কিতাবের বাতেনি শর্তের বয়ানে উল্লেখ করেন,‘তোমার কলব বা অন্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এবং তাঁর সুরত মোবারককে উপস্থিত জানবে এবং বলবে আস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীউ ওয়া রহমাতুল্লাহিহি ওয়া বারাকাতুহু’ এমতাবস্থায় তুমি বিশ্বাস রাখবে যে তোমার এ সালাম হাবিবে খোদার নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তার পক্ষ থেকে তোমার কাছে উত্তম সালামের জওয়াব আসছে এবং তুমি এ মহান নেয়ামতের মালিক হয়েছ।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহির রহমাহ তাঁর ‘মাদারিজুন নবুয়ত’ নামক কিতাবের উল্লেখ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

করেন,

ذکر کن اورا ودرود بفرست بروی صلی اللہ علیہ وسلم وباش درحال ذکرگویا حاضراست پیش تودر حالت حیات ومی بینی تو اورا متادب باجلال وتعظیم وہمت وحیا بدانکہ وے صلی اللہ علیہ وسلم می بیند ومی شنود کلام ترا زیراکہ وی متصف است بصفات اللہ تعالی ایکہ از صفات الھی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی-

ভাবার্থ:-
নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্মরণ করুন, তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করুন। আল্লাহর হাবিবের জিকির বা তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার সময় এমনভাবে অবস্থান করুন, যেন তিনি আপনার সামনে হায়াতে জিন্দেগিতে হাজির

আছেন, আর আপনি তাঁকে দেখছেন। সুতরাং দরূদশরীফ পাঠ করাকালীন আল্লাহর হাবিবকে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ শানের অধিকারী ঈমান রেখে আদব, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখে ভীত ও লজ্জিত থাকুন এবং এ আক্বিদা রাখুন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে দেখছেন, আপনার কথাবার্তা শুনছেন। কেননা তিনি খোদার গুণাবলীতে গুণান্বিত। আল্লাহ তা'য়ালার একটি গুণ হচ্ছে, আমি (আল্লাহ) আমার জিকিরকারীদের সঙ্গে সহাবস্থান করি।(আনওয়ারে মাদিনা)

……….. * ………..

দোয়া ও মোনাজাতে দরুদ

(1) হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন - নিশ্চই দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যে খানে ঝুলন্ত থাকে এবং তা থেকে কোনো বস্তু উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের নাবিয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পড়ে না নাও । (তিরমিজি , তাফসীরে রুহুল বয়ান)

(2) হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন ---যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ এর উপর দরুদ না পড়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে দোয়ার কবুলীয়ত বন্ধ হয়ে থাকে ।

(গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম, কানজুল আমাল, জামে সাগীর, আবুশ শায়েখ , মুজাম আউসাত)

(3) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করল , অতঃপর আমার উপর দরুদ পাক পড়ে তারপর নিজ প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করল , তবে সে মঙ্গল কে সেটার জায়গায় থেকে তালাশ করে নিল
(শুয়াবুল ইমান, আল কওলুল বদী)

(4) হজরত শাহ আব্দুল কাদের লিখেছেন যে-- আল্লাহর নিকট হুজুরের জন্য ও তার পরিবার পরিজন্য দোয়া করলে নিঃসন্দেহে উহা কবুল হয় । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লামের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁর উপর রহমত নাযিল হয়। (ফাযায়েলে দরুদ)

(5) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তুমি যখন দোয়া কর তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর কিছু দরুদ ও ওটার সঙ্গে সামিল কর। কেননা দরুদ তো নিশ্চয়ই কবুল হই আর এটি রহমতে খোদাওন্দীর শানের খেলাফ যে দোওয়ার কিছু অংশ কবুল হবে আর বাকী অংশ কবুল হবে না ।

(ফাযায়েলে দরুদ)

……….. * ………..

মাজালিশে দরুদ শরীফ পাঠ

(1) ফ্যারিস্তারা দরুদ পাঠকারীদের খুঁজে বেড়ান, যখনই কেউ দরুদ পাঠ করেন তখনই নাবীপাকের দরবারে পৌঁছে দেওয়া হয় । (নাসাঈ ,মিশকাত শরীফ ,হিসনে হাসীন , ,শানে হাবিবুর রহমান)

(2)রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন তোমরা তোমাদের মজলিস গুলোকে আমার উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো। কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ করা কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নুর হবে । [জামে উস সাগীর ,ফায়জানে সুন্নাত, ,গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম (হিন্দি)]

(3) হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেছেন, তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো।(তারিখে বাগদাদ)

(4)আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরোজাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন --যখন কোনো মজলিশে বস আর বল বিসমিল্লা-হির-রাহমা-নির ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ তো আল্লাহ তোমার উপরে একজন ফারিশতা নিয়োগ করেন যে তোমাকে গীবত থেকে বাঁচাবে। আর যদি উঠবার সময় তা বল তবে ফ্যারিস্তা তোমার গীবত করা থেকে লোককে বিরত রাখবে। (গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম, কওলুল বদী)

(5)যে সব লোক কোনো মজলিস এ বসে, আর

তাতে আল্লাহর জিকর করল না এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ ও পড়ল না কেয়ামতের দিন তার ঐ মাজালিস তাদের আফসোস এর কারণ হবে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে আযাব দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন ।(তিরমিজি)

মাসয়ালা:-

জীবনে একবার দরুদ শরীফ পড়া ফরজ । জিকরের জালসায় দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব নাম মুবারাক নিজে উচ্চারণ করুক বা অন্যজন থেকে শ্রবণ করুক । বারবার নাম মুবারক এলে প্রথমে কয়েকবার পড়ে নিলেই হবে। তবুও মুহাব্বাতের দাবী এটায় যে মজলিসে যদি শতবার নামে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম   উচ্চারণ হয়, প্রতেক বার ই দরুদ ও সালাম পড় । নাম মোবারক নিল বা শুনল সে

সময়ে পড়ল না তবে অন্য সময়ে পড়ে নেবে ।
(দুর্রুল মুখতার ,বাহারে শরিয়ত)

.... * ....

দরুদ ও আহলে বাইত

হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ এর বংশধর এর উপর দরুদ পড়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে দোয়ার কবুলিয়ত বন্ধ হয়ে থাকে।
[জামে সগীর ও মুজাম উল আউসাত]

সাহিবে রুহুল বায়ান বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার আল এ আতহার এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার দোয়া আর আল্লাহ পাকের মধ্যে পর্দার আড়াল থাকে। দরুদ পড়া মাত্রই পর্দা উঠে যায় আর দোয়া কবুলিয়াতে দাখিল হয়ে যায়।
(তাফসীরে রুহুল বায়ান)

অন্যত্র একটা হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার ওপর লেজ কাটা দুরুদ পড়ো না।সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অর্থ কি? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমার উপর দরুদ পড়বে তখন আমার

আহলে বাইত কেউ দরুদের মধ্যে শামিল করে নিও।

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আহলে বাইত এর ব্যাপারে খুব সুন্দর বলেছেন--

يا آلَ بَيتِ رَسولِ الله الله فى القُرآنِ أنزَلَهُكفاكُم مِن
عظيمِ القَدرِ أنّكُممَن لم يُصلِّ عَلَيكُم لَا صَلَاةَ لَهُ

ইয়া আলা বাইতি রাসুলিল্লাহি হুব্বাকুম ফারযুম মিনাল্লাহি ফিল কুরআনি আনযালাহু।
কাফাকুম মিন আযিমিল ক্বদরী আন্নাকুম মান লাম ইউ সাল্লি আলাইকুম লা সালাতা লাহু।।

হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহলে বাইত গন (বংশধর) আপনাদের মহাব্বাত আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করে ফরজ করে দিয়েছেন। আপনাদের বুজুর্গীর জন্য এতটায় যথেষ্ট যে আপনাদের উপর দরুদ

পাঠ করে না তার নামাজ ই হয় না।

বাগে জান্নাত কে হে বাহার মাদহাখানে আহলে বাইত।
তুমকো মুজদাহ নার কা ইয়ে দুষমানাণে আহলে বাইত।।

উনকে ঘার মে বে ইজাজাত জিবরাইল আতে নেহি।
কাদর বালে জানতে হে কদর ও শানে আহলে বাইত।।

……….. * ………..

দরুদ শরীফ লিখা

(1) খলিফায়ে আলা হজরত হযরত মওলানা আমজাদ আলী আযমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন --যখনই সারকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রতম নাম লিখবে, তখন দরুদ পাক অবশ্যই লিখবে। কোনো কোনো আলিমের মতে, তখন দরুদ শরীফ লিখা ওয়াজিব।
(দুররে মুখতার ,রদ্দে মুহতার ,বাহারে শরিয়ত)

(2)হজরত জাফর বিন মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কিতাবে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ লিখল যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর নাম ঐ কিতাবে থাকবে ততদিন ফ্যারিস্তারা সকাল সন্ধায় ঐ ব্যাক্তির উপর দরুদ পড়তে থাকবে ।
(আল কওলুল বদী, গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

(3) কেয়ামতের দিন আল্লাহ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ওলামায়ে দ্বীন দের কে উঠাবেন এমতাবস্তায় যে , তাঁদের কলমের কালি থেকে খুসবু প্রবাহিত হবে ।আর তারা আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন। তখন আল্লাহ আয্জা ওয়া জাল্লাহ তাদের কে বলবেন, তোমরা দীর্ঘদিন যাবত আমার হাবিব এর উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করেছিলে ।হে ফ্যারিশ্তারা তাদের কে জান্নাতে নিয়ে যাও। (সা আদাতুদ্দা রাঈন , ফায়জানে সুন্নাত)

(4) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ পাক লিখেছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম মুবারাক তাতে থাকবে, ফারিশ্তারা তার জন্য ইস্তেগফার করতে থাকবে । (সা আদাতুদ্দা রাঈন ,ফায়জানে সুন্নাত)

(5) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোনো ইলমের কথা লিখলো, আর সেটার সাথে দরুদ পাক ও লিখে দিলো তাহলে যতদিন পর্যন্ত ওই কিতাব পড়া হবে, তার সওয়াব সে পেতে থাকবে ।্য(সা আদাতুদ্দা রাঈন , ফায়জানে সুন্নাত)

$$ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর মুবারাক নাম লিখিবার সময় জবান ও আঙ্গুল উভয়কে একত্রিত করতে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হবে এবং এ ব্যাপারে আসল কিতাবের অনুসরণ করা জরুরি নয় । (ইমাম নববী ও ইমাম সিউতি)

$$ প্রশ্ন বা ফতোয়া লেখার সময় , লেখনীয় সময় , বিবাহের সময়, কর্জ বা ধার দেওয়ার সময়, কোনো বড় কাজ করার সময়, নাম মুবারাক যখন লিখবে তখন দরুদ শরীফ অবশ্যই লিখবে । অনেক আলেমদের মতে সে সময় দরুদ লেখা ওয়াজিব । (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুখতার , বাহারে শরিয়ত, বাংলা)

.... * ....

অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফের হাদিয়া প্রেরণ

(1) প্রত্যহ কম করে 1000 বার দরুদ শরীফ অবশ্যই পড়বে, অন্যথায় কম করে 500 বার পাঠ

করবেন। অবশ্য কোনো কোনো বুযুর্গ প্রতিদিন 300 বার, আর কেউ কেউ ফজর ও আসর নামাজের পর 200 বার পড়তে বলেছেন। তাছাড়া রাতে শোবার সময় কিছু সংখ্যক দরুদ শরীফ পড়ার অভ্যস করে নিন।(শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

(2) তিনি আরও বলেন কমকরে 100 বার দরুদ শরীফ অবশ্যই পড়া উচিত।(ফায়জানে সুন্নাত)

(3) আবার অনেকে বলেন বেশী পরিমান দরুদ শরীফ পাঠ করার পরিমাণ কম করে প্রতি রাত্রে 700 বার ও প্রতি দিনে 700 বার।
(মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে ইসমাইল নাবহানীর আফযালুস সালাওয়াত আলা সাইয়েদিস সাদাত , আব্দুল ওহাব শারানীর 'কাশফুল গুম্মাহ)

(4) অনেকে আবার সকাল সন্ধ্যায় এক হাজার থেকে দশ হাজার বার পাঠের কথা বলেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(আন ওয়ারুল ক্বদসিয়্যাহ)

(5) বারা শরীফের পীর সাহেব ও গদ্দিনশীন আওলাদে রাসুল পীরে তরিকত, রাহবারে শরীয়ত হযরত সৈয়দ শাহ মুহাম্মাদ আলী দস্তগীর আল ক্বাদেরী উর্ফে ছোটো হুজুর মাদ্দাজিল্লাহুল আলি নিজ মুরিদ মুতাকিদ দের কমপক্ষে প্রতিদিন 100 বার দুরুদ ও সালাম পড়তে বলেন আর বেশি যত পারো কোনো বাঁধা নেই।

(6) আল্লাম নাবহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অন্য এক বুযুর্গের মতে কম করে ঐ বেশী পরিমান এর সর্বনিম্ন হচ্ছে দিনে ও রাতে 350 বার করে ।

7) অনেক বুযুর্গানে দ্বীন 313 বার দরুদ শরীফ পড়ার কথা বলেন। কমপক্ষে 313 বার দরুদ শরীফ পড়লে তাকে বেশি দরুদ পাঠ কারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

.... * ....

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ নিঃসৃত দরুদ

(1) যে ব্যক্তি এটা বলে----★জাযাআল্লাহু আন্না মুহাম্মদান মা হুয়া আহলুহু--আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে এমন প্রতিদান প্রদান করুন , যেটার তিনি উপযুক্ত। 70 জন ফ্যারিস্তা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার নেকী লিখতে থাকে।(মুজাম আউসাত)

(2) হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলেইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে --যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তো বসার

পূর্বে আর যদি বসে থাকে তো দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ।

--আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা অ মাওলানা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম । (আফযালুস সালাওয়াত)

(3) যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে- আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আনযিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতে -তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব ।(আত তারগীব)

(4) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলেইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -যে ব্যক্তি জাযা আল্লাহু আন্না মুহাম্মদান মা হুয়া আনলুহ পড়বে 70 জন ফ্যারিস্তা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার নেকী লিখতে থাকবে । (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(5) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা

আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন -- যে ব্যক্তি জুম্মার দিন আসর নামাজের পর আশিবার এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে ।
আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি অ আলা আলিহী অ আসহাবিহি অ বারিক ওয়া সাল্লিম।
(নুজহাতুল মাজালিস)

.... * ....

মুসাফার সময় দরূদ পাঠের ফযীলত

(1) যখন দু'জন পরস্পর সাক্ষাত করে ও করমর্দন করে, আর সারকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

উপর দরুদ শরীফ পড়ে তবে তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্ব ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় ।
(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব , ফায়জানে সুন্নাত, সুররল কুলুব ,ওয়াযাইফ-এ-হাশেমীয়া)

.... * ....

বেশি দরুদ পড়া আহলে সুন্নাত এর আলামত

ইমাম জয়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পড়া

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় ।
(ফাজায়েলে দরুদ জাকারিয়া, গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

.... * ....

নাত শরীফ পাঠ করা ইবাদাত

১. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উপর দরুদ পড়তে থাকো কেননা এটি সাদকার সমতুল্য। (ফাজায়েলে দরুদ)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

২. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উপর দরুদ পড়া তোমাদের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং সাদকার সমতুল্য। (ফাজায়েলে দরুদ)

৩. দরুদে পাক সমস্ত পেরেশানি দূরীভূত করার জন্য এবং সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। দরুদে পাক গুনাহ সমূহের কাফফারা। সাদক্বাহর স্থলাভিষিক্ত বরং সাদক্বাহ থেকে উত্তম।
(ফায়জানে সুন্নাত, জজবুল কুলুব)

……….. * ………..

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দরুদ পাঠ পুলসিরাত পারের ও কাজে লাগবে

(1) একদিন সারকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন -- আজ রাতে আমি আজব ঘটনা দেখলাম। তা হচ্ছে আমার উম্মাতের এক ব্যক্তি কখনও পুলসিরাতের উপর পাছার ভর করে চলেছে, কখনও হাঁটুর উপর ভর করে চলেছে। কখনও আবার লেগে যাচ্ছে।হঠাৎ তার পড়া দরুদ তার কাছে আসল এবং তা হাত ধরে ফেলল এবং সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলো আর সে পুলসিরাত পার হয়ে গেল।(সুররল কুলুব , ওয়াযাইফ-এ-হাশেমীয়া)

(2) আমার উপর পড়া দরুদ শরীফ

পুলসিরাতে তোমাদের জন্য নুর হবে আর যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম কালে নুর প্রাপ্ত হবে সে কখনও দোজখ বাসী হবে না ।(দালাইলুল খায়রাত ,কওলুল বদী ,আল ফিরদাউস,)

.... * ....

কিয়ামতের দিন দরুদের বরকত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন --হে লোকেরা! নিশ্চই কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে

সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকে ।(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন যে,যে ব্যক্তি একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ হবার সময় আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তবে তার উচিত আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করা। (ফিরদাউসুল আখবার , কাশফুল গুম্মাহ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি এটা চাই যে কেয়ামতের দিন তাকে সওয়াবের পাল্লা ভরপুর করে দেওয়া হোক , তার উচিত সে যেন আমার উপর বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে । (সা আদাতুদ্দা রাঈন ,ফায়জানে সুন্নাত,)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

সরকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -- ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অবস্তাদি থেকে নাজাত প্রাপ্ত হবে, যে দুনিয়াই আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ কারী হবে ।(ফায়জানে সুন্নাত)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে হাওযে কাওসারের উপর আমি এমন এমন দল পাবো যাদের কে আমি বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করার কারনে চিনবো । (কাশফুল গুম্মাহ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, কেয়ামতের দিনে আমার নিকটতম হবে ঐ লোকটি, যে দুনিয়াই আমার উপর যত বেশী

পরিমানে দরুদ শরীফ পড়েছে ।
(তিরমিজি শরীফ, কানজুল উম্মাল , আল্লামা শাখাবীর -কওলুল বদী)

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন -- যে ব্যক্তি আমার উপর 100 বার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার ওপর 1000 বার রহমত নাযিল করবেন।আর যে আমার প্রতি তার প্রেম ও ভালোবাসার কারণে পড়বে আমি কেয়ামতের দিনে তাকে শাফায়াত করব এবং তার জন্য সাক্ষী হব। (কওলুল বদী)

……….. * ………..

দরুদ সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয়

(1) রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন --যদি কোনো ব্যক্তি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে সে ব্যক্তি যেন আমার উপর বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে । কেননা দরুদ শরীফ এর ওসিলায় চিন্তা ভাবনা ও দুঃখ দুর্দশা বিদূরিত হয় এবং রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজন পুরা হয় ।(দালাইলুল খায়রাত)

(2) যখন বান্দা আল্লাহর রেজামন্দীকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের আশা আখাংকাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু মেহবুবের জিকিরে মাশহুল হয় তখন আল্লাহ পাক তার যাবতীয় কাজ আন্জাম করে দেন । (মাজাহিরে হক তাবলীগীদের কিতাব ,

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ফাযায়েলে দরুদ, জাকারিয়া,)

এ লোগো আগার ঘারকি বারকাত চাহোতো
প্যারে দিলসে দরুদ পাড়হো
রিযিক মে বারকাত চাহোতো প্যারে দিলসে দরুদ
পাড়হো
টাল জায়ে হার বালা আগার কাসরাত সে দরুদ
পাড়হা কারো

……….. * ………..

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দরুদ ও সালাম পাঠ না করার ক্ষতি

(1) যে লোক নিজেদের মজলিস থেকে আল্লাহর জিকর এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলেইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ব্যতিত উঠে যায়, তবে সে দুর্গন্ধময় লাশ থেকে উঠল। (শুয়াবুল ইমান)

(2) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন --যার কাছে আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, তবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে

গেল ।(মুজাম কাবীর, ইবনে মাজাহ)

(3) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক , যার কাছে আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ পাক পড়ল না। (তিরমিজি শরীফ)

(4) হজরত মওলা আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত -রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ পড়ল না, তবে সে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি । (মুসনাদে আহমদ ,বোখারী ,তিরমিজি,নাসায়ী)

(5) ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দেখতে পাবে না যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনেছে অথচ দরুদ পড়ে নি।
(ফাযায়েলে দরুদ, মওলুবী জাকারিয়া সাহেব)

(6)হজরত জাবির রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন -আমার নাম কারো কাছে উচ্চারিত হলো, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না নিশ্চিতভাবে সে আমার প্রতি অত্যাচার করেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ ,মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক)

(7) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন -- আমি কি তোমাদের কে ঐ ব্যক্তির সন্ধান দিব যে সমস্ত কৃপণ এর চেয়ে বড় কৃপণ এবং কাপুরুষ। সে হল ঐ ব্যক্তি যার সামনে আমার নাম নেওয়া

হল অথচ সে আমার উপর দরুদ পড়ল না ।
(ফাযায়েলে দরুদ, কওলুল বদী)

(৪)হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না সে নিশ্চিত দুর্ভাগা হয়ে গেল ।(আমলুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাতি ইবনিস সুন্নী)

না পাড়হ সাকা এ আবু জেহেল কা মুকাদ্দার থা
নাবী কো দেখকে পাথ্থার দরুদ পাড়তে হে
গুলামে সাকিয়ে কাওসার দরুদ পাড়হতে হে।

.... * ....

জান্নাতে প্রবেশ করেও যাদের অনুশোচনা হবে

যেসব লোক এমন কোনো মজলিসে বসল যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার জিকর এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পড়ানো হয়না, ঐ সব লোক কেয়ামতের দিন যখন তাদের পরিণাম দেখবে তবে তাদের চরম অনুশোচনার সৃষ্টি হবে যদিও তারা জান্নাতে প্রবেশ করে ।(মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বাল)

.... * ....

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দরুদ পাক সর্বোত্তম আমল

বাহরুল ইরফান হজরত আব্দুল আযীয দাব্বাগ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন --নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা প্রতেকের পক্ষ থেকে নিশ্চিত কবুল হয় ।তিনি আরও বলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা সর্বোত্তম আমল ।আর এটা হচ্ছে ঐ সব ফ্যারিস্তাদের জিকর যাঁরা জান্নাতের চতুর্পাশে আবস্থান করেন । আর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন তখন তার

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বরকতে জান্নাত সুপ্রশস্ত হয়ে যায়।
(আফযালুস সালাওয়াত আলা সাইয়েদিস সাদাত ,ফায়জানে সুন্নাত)

……….. * ………..

মধু মিষ্টি হওয়ার কারণ

একদিন তাজদারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম মধু পোকার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন, তুমি মধু কিভাবে তৈরী করো? সে আরজ করল, হে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ! আমরা বাগানে গিয়ে সব ধরনের ফুলের

রস সংগ্রহ করি।তারপর ঐ রস নিয়ে আমরা মৌচাকের দিকে মুখে করে বহন করে আনি ।আর সেখানে বমি করে দিই ।তাই হলো মধু ।ইরশাদ করলেন ফুলের রস ফিকা হয় , কিন্তু মধু তো মিস্টি! একথা বল মধু মিস্টি হয় কিভাবে?

মধু পোকা আরজ করল ----
গোফত চোঁ খা-নেম বর আহমদ দুরুদ
মী শাওয়াদ শীঁ-রীঁ ও তালখী রা রাবুদ।

আমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন যেন বাগান থেকে ফুলের রস আহরন করে মৌচাকে নিয়ে ফেরার পথে আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকি। মধুর এ স্বাদ ও মিষ্টতা দরুদ শরীফেরই বরকতে আসে।
(মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মসনবী শরীফ ,ফায়জানে সুন্নাত ,শানে হাবিবুর রহমান)

"খুদা কা হুকুম সামাঝকার দরুদ পাড়হতে হে
গুলামে সাকিয়ে কওসার দরুদ পাড়হতে হে
বাতা এ শাহেদ কি মাক্ষী হে শাহেদ কিউ মিঠা
কাহা কে হামতো নাবী পার দরুদ পাড়হতে হে"

.... * ....

দরুদ শরীফ পৌছানো ফ্যারিস্তা

(1) হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যে আমার উপর একবার দরুদ পড়ে আমি তার

জন্য দোয়া করি এছাড়াও দশটি নেকি তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়।
(আত তারগীব ,নাসায়ী)

(2) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন আল্লাহর কিছু মনোনীত ফ্যারিস্তা আছে যারা জমিনে বিচরণ করে এবং আমার উম্মাতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয় ।(বাহারে শরিয়ত)

.... * ....

ফ্যারিস্তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা

(1) রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন ---দরুদ পাঠ কারী যখন আমার উপর দরুদ প্রেরণ করে, তখন ফ্যারিস্তা গন তার জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করেন। (কানজুল ইমান)

(2) যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় বেশী পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে , তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ তার সমস্ত সৃস্টিকে বলবেন, এ বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো (নুজহাতুল মাজালিস , ফায়জানে সুন্নাত)সুন্ন

.... * ....

হুজুর আলাইহিস সালামের উপর সালাম পাঠের ফযীলত

(1) হজরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন দরুদ ও সালাম পেশ কারীদের জন্য সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্যের বিষয় হলো এটা যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব আতা ফরমান। (জযবুল কুলুব ,গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

(2)ইবনে সোহাইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্নণা করেন - আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে জিয়ারত করি আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর যারা আপনার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আপনার উপর

সালাম করে থাকে আপনি কি উহা বুঝতে পারেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন হ্যাঁ বুঝে থাকি এবং তাদের সালামের উত্তর ও দিয়ে থাকি ।(ফাযায়েলে দরুদ, জাকারিয়া, আল্লাম সাখাবী কওলুল বদী)

(3)মাজাহেরে হক ওয়ালা লিখেছেন-- সালাম দূরে থেকে পড়া হোক বা নিকটে উভয় সুরতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে থাকেন ।(ফাযায়েলে দরুদ, জাকারিয়া)

(4)ইবনে ওহাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আমার উপর দশবার সালাম পড়ে সে যেন একটা দাস আল্লাহর রাস্তায় মুক্তি করল। (কাজী ইয়াজ,আাশশিফা)

(5)হযরত মাওলা আলী আলাইহিস সালাম বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যখন মক্কায় ছিলাম তখন একদিন তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শহরের দিকে চলে গেলেন। তাঁর সম্মুখে যে কোন বৃক্ষ ঢিলা ও পাথর পড়তো সে তাকে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলতো আমি শুনতাম। (হাকিম সহি বলেছেন, তিরমিজি হাসান বলেছেন, বায়হাকী, আবু নাঈম, তিবরানী)

(6) হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন তখন আমি যে কোন পাথর ও বৃক্ষের কাছে এগিয়ে যেতাম সে আমাকে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলত।
(বাযযার, আবু নঈম, সিভাত খাসায়েসুল কুবরা)

খুদা কা হুকুম সমাঝকার সালাম পাড়হতে হে
গোলামে সাকিয়ে কাউসার সালাম পাড়হতে হে
না পাড়হ সাকা এ আবু জেহেল কা মুক্কাদ্দার থা
নাবী কো দেখকার পাত্থার দরুদ পাড়হতে হে।।

.... * ....

প্রতিদিন রওজাতুন্নাবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ৭০ হাজার ফ্যারিস্তাদের আবতরন

(1)হজরত কাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন -- প্রতিদিন ৭০ হাজার ফ্যারিস্তা অবতরন করে

যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর রওজা পাক কে ঘেরে নেয় এবং নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় । আর রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পড়তে থাকে যখন সন্ধ্যা হয় তখন তারা উপরে উঠে যায় এবং তাদের মতো অন্য ফ্যারিস্তারা অবতরন করে তারাও এমনি কাজ করতে থাকে। এমন কি যখন মাটি উন্মুক্ত হবে তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ৭০ হাজার ফ্যারিস্তার সঙ্গে বের হবেন । যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম কে পৌঁছে দেবে।(মিশকাত, গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

(2)হজরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে কায়েনাত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - আমার কবরের উপরে নিয়োজিত

ফ্যারিস্তা আমার নিকট এমন ভাবে দরূদ পৌঁছায়, যেমন তোমাদের নিকট হাদিয়া পৌছানো হয় । (ফাযায়েলে দরুদ)

………. * ……….

বেশি দরুদ ও সালাম পাঠকারীর একটি ঘটনা

কুতিয়ানায় (জুনাগড় রাজ্য , ভারত) একজন পাথরের কারিগর ছিলো , যে জবরদস্ত আশিকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) এবং মদীনার পাগল ছিলো । দুরূদ - সালামের প্রতি তার খুব ভালবাসা ছিলো । দুরূদ - সালামের বিখ্যাত কিতাব ‘ দালাইলুল খাইরাত '

তার মুখস্থ ছিলো। তার নিয়ম ছিলো যে , যখনই কোন পাথর খোদাই করতো , তখন ইত্যবসরেই ‘ দালাইলুল খাইরাত ' - এর এক ‘ হিযব ' (অর্থাৎ অধ্যায়) পড়ে ফেলতো । একবার হজ্জের মৌসুমে , আশিক্বগণ কাফিলা করে হেরমাঈন শরীফাইনের দিকে রওনা হচ্ছিলো , তার সৌভাগ্যের তারাও উদিত হলো তাও ' এভাবে যে , এক রাতে যখন সে ঘুমিয়ে পড়লো , তখন তার হৃদয়ের চোখ খুলে গেলো । কি দেখতে পাচ্ছিলো ? সে তো মসজিদে নবভী শরীফ এর নিকট হাযির আর অসহায়দের অভিভাবক , মদীনার সুলতান , শেষ যমানার নবী ও বিশ্ববাসীদের রহমত (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) ও সদয় উপস্থিত রয়েছেন । তখন সবুজ গম্বুজের আলোয় মহাশূন্য পর্যন্ত আলোকিত ছিলো আর নুরানী মিনারাও নূর (আলো) ছড়াচ্ছিলো কিন্তু একটা বরকতময় মিনারার ছড়া ভাঙা ছিলো । ইত্যবসরে , বিশ্ব রহমত (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা

আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) - এর ওষ্ঠ মুবারক সদয় নাড়া দিলো তা থেকে প্রিয় বাণীরূপী ফুল ঝরতে লাগলো। শব্দাবলী কিছুটা এভাবেই বিন্যস্থ ছিলোঃ “ ওহে আমার পাগল ! দেখো , আমার আলো বিচ্ছুরিতকারী মিনারার একটা চূড়া ভেঙ্গে গেছে । তুমি আমার মদীনায় এসো ! আর ওই চূড়াটা নতুনভাবে তৈরী করে দাও ” যখন চোখ খুললো , তখনো মদীনার মালিক (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) - এর বরকতময় বাক্য গুলো কানে ভাসছিলো মদীনার ডাক এসে গিয়েছিলো ; কিন্তু একথা ভেবে চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিলো , আমিতো খুব গরীব লোক । আমার নিকট মদীনায় হাযির হবার উপায় - উপকরণ কোথা থেকে আসবে? কিন্তু ইশক মনে সাহস যুগিয়েছে অস্থির কামনা আশ্বাস দিয়েছে যে , তোমাকে তো খোদ সুলতানে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) ই ডেকেছেন তুমি উপায় - উপকরণের জন্য চিন্তা

করছে কেন ? আশা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে হবেও না কেন ?

বাস্তব তো এটায় যে "জাব বুলায়া আকা নে , খুদ হী ইন্তেজাম হো গ্যায়ে -- যখন মুনিব নিজেই ডেকেছেন , তখন যাবার ব্যবস্থাও আপনা আপনি হয়ে গেছে। সুতরাং মদীনার পাগল সফর - সামগ্রী প্রস্তুত করলো আর বিছানা - বিস্তারের থলে কাঁধের উপর তুলে নিলো। তারপর ‘ পৌর বন্দর ' নামক সমুদ্র বন্দরের দিকে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো গুনগুনিয়ে পড়তে পড়তে রওনা হয়ে গেলো ---" কাহাঁ কা মানসাব ! কাহা কী দওলত কসম খোদা কী হ্যায় ইয়ে হাকীকত ! জিনহে বুলায়া হ্যায় মুস্তাফা ওয়হী মদীনে কো জা রহে হ্যাঁয়"" অর্থ ও কোথাকার পদমর্যাদা ? কোথাকার মাল - দৌলত ? আল্লাহরই শপথ ! এটিই হচ্ছে বাস্তবতা যাদেরকে হুযুর মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) ডেকেছেন ,

তারাই যাচ্ছে মদীনায় । ওদিকে জাহাজ পৌর বন্দরের সমুদ্র বন্দরে মদীনাভিমুখী যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রী পূর্ণ হয়েছিলো, নোঙ্গর উঠিয়ে নেয়া হলো । কিন্তু এক আজব তামাশা ছিলো যে , ক্যাপ্টেনের পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্বেও মদীনাভিমুখী সফীনা (জাহাজ) নড়ার নামও নিচ্ছেনা । ইত্যবসরে , জাহাজের কর্ম্মরতাদের একজনের দৃষ্টি দূর থেকে হেলেদুলে আগমনরত ওই পাগলের উপর পড়লো । তারা মনে করলো যে , হয়তো একজন মদীনা গামী যাত্রী অবশিষ্ট রয়ে গেছে । জাহাজ যেহেতু গভীর পানিতে দণ্ডায়মান ছিলো , সেহেতু ওই মদীনার পাগলটিকে তুলে নেয়ার জন্য একটি নৌকা তীরে আসলো । ' পাগল ' নৌকার মাধ্যমে জাহাজে উঠে গেলো । সে উঠার সাথে সাথে জাহাজটি সবেগে মদীনাভিমুখে চলতে আরম্ভ করলো । কেউ না তার নিকট টিকেট ইত্যাদি চাইলো , না তার নিকট মওজুদ ছিলো । শেষ পর্যন্ত ' পাগল ' মদীনায় পৌছে গেলো । এখন ' পাগল ' খুশীতে

আটখানা । ঘনঘন পা ফেলে রওযা - ই - পাকের দিকে যেতে লাগলো। হেরম শরীফের কিছু সংখ্যক খাদেমের দৃষ্টি ‘ পাগল ' - এর উপর পড়তেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলো , “ আরে এতো ওই ব্যক্তি যার শারীরিক গড়ন আমাদেরকে দেখানো হয়েছে ! " (হেরম শরীফের খাদেমদেরকে যেন ‘ পাগলের দিদার ' করিয়ে দেয়া হয়েছিল)

মোটকথা , ' পাগল ' অশ্রুসজল অবস্থায় সোনালী জালিগুলোর নিকট হাজিরা দিলো । তারপর , বাইরে এসে যেই স্থানটি স্বপ্নে দেখানো হয়েছে , সেটা খুব গভীর দৃষ্টিতে দেখলো । বাস্তবিকই একটা চূড়া ভাঙ্গা ছিলো। সুতরাং নিজের কোমরে রশি বাঁধিয়ে খাদেমদের সহযোগীতায় ‘ পাগল ’ হাঁটুতে ভর করে (যেহেতু , নির্দেশ আদবের উপর প্রাধান্য রাখে) চড়ে গেলো । (যদি হুযূর মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ

বা অনুমতি না হয় , তবে কোন আশিক গম্বুজ ও মিনারার উপর যাবার দুঃসাহসতো দূরের কথা , তা করার কল্পনাও করতে পারেনা সুতরাং সে হুযুরের এরশাদ মোতাবেক মিনারার চূড়াটা নতুন করে নির্মাণ করলো । (ফায়যানে সুন্নাত)

বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠকারী দের সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য হলো তাদের মধ্যে বহু এমন খুশনাসিব রয়েছেন যাদের কে স্বপ্নে নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালামের পবিত্র চেহরার দর্শন করানো হয়। এবং কাসরাতের সঙ্গে দরুদ ও সালাম পাঠকারী দের মাদিনা শরীফ যাওয়া নসিব হয়। এরকম বহু ঘটনা দরুদ ও সালাম প্রেমিক দের জীবনি তে পাওয়া যায়।

……….. * ………..

জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ﷺ

রাওয়াবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যহ 40 হাজার বার দরুদ ও সালাম পাঠ করেছেন। তিনি বললেন আমার রুটিন অনুসারে খুব বেশি পরিমাণ দরুদ পাঠ কারী এর ফলশ্রুতিতে আলহামদুলিল্লাহ আমার জাগ্রত অবস্থায় সারকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত হয়। হুযুর আলাইহিস সালামের বরকত ময় সঙ্গ নসীব হতো বা হয়। আমি রাসূলে কায়েনাত আলাইহিস সালামের পবিত্র দরবারে দ্বীন ই বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম ও সে হাদিস সম্পর্কে জেনে নিতাম যেগুলিকে হাদিস বিশারদগণ দুর্বল বলে সাব্যস্ত

করেছেন। অতঃপর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলিশান ফরমান অনুসারে আমল করতাম। আমি যদি বেশি বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ কারী না হতাম তবে আমার এমন সৌভাগ্যপূর্ণ অবস্থা নসিব হতো না। (আফজালুস সালাওয়াত, ফায়জানে সুন্নাত)

২. হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দর্শণ করল সে শীঘ্রই আমাকে জাগ্রত অবস্থাতেও দর্শন করবে, শয়তান আমার আকার ধারণ করতে পারে না।(বোখারী কিতাবুত তাবির, মুসলিম, আবু দাউদ , মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী দালাইলুল নাবুয়াহ)

৩. শহীদ তাজউদ্দীন ইবনে আত্তাউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাই বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি শেখ আব্দুল আব্বাস মুরসিকে বললেন আপনি আপনার হাত দ্বারা আমাকে মুসাফার দ্বারা ধন্য

করেন আপনি বহু শহরের বহু নেককার লোকের সাথে সাক্ষাত করেছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন খোদার কসম এই হাত এর দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অপর কারো সহিত মুসাফাহ করিনি। তিনি আরো বলেন যদি চোখের পলক ফেলার মধ্যে যদি আমি তাঁর দর্শন করতে না পারি তাহলে নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে গন্য করি না। (লাতায়েফুল মানান, জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতেমুস্তফা)

……….. * ………..

জান্নাতের আশ্চর্য ফল

হজরত মওলা আলী আলাইহিস সালাম হতে বর্ণিত আছে যে --- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা জান্নাতে একটি গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়ো, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়ে ও মিষ্টি ও মুশকের চেয়েও খুশবুদার ।ওই গাছের শাখা প্রশাখা মোতির তৈরী কান্ড সোনার আর পাতা জাফরানের ওই গাছের ফল শুধু মাত্র সেই ব্যক্তিই খেতে পাবে, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর উপর কাসরাতের সাথে দরুদ শরীফ পড়বে(অত্যধিক পরিমাণে দরুদ ও সালাম পড়বে)।

(আল হায়ি ফাতওয়া , গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম হিন্দি)

.... * ....

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পড়া দরুদ কাজে এসে গেল

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন -কেয়ামতের দিন হযরত আদম আলাইহিস সালাম আরশ এর কাছে একটা বিরাট ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবেন ।উনার উপর দুটি সবুজ রঙের কাপড় থাকবে।এবং উনি নিজের বংশধরদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখবেন যাদেরকে জান্নাতে ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।ঠিক এরকম অবস্থায় একজন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।হযরত সাইয়্যেদেনা আদম আলাইহিস সালাম আওয়ায লাগাবেন ইয়া আহমাদু ইয়া আহমাদ।তখন নবীমুস্তাফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন" লাব্বাইক ইয়া আবুল বাশার"। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলবেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার একজন উম্মত কে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।এটা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাড়াতাড়ি দ্রুত দ্রুত কদম মুবারক ফেলে তাদের পিছনে যাবেন এবং বলবেন হে আল্লাহর ফারিস্তারা দাঁড়িয়ে যাও।উনারা বলবেন আমরা কাজে নিযুক্ত ফারিস্তা আল্লাহপাক আমাদেরকে যে কাজের হুকুম করেন আমরা তার নাফরমানী করতে পারি না। আমরা ঐ কাজটি করছি যেটা আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম এসেছে।হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দুঃখিত হবেন এবং নিজের দাড়ি মোবারক বাম হাতে ধরে আরশের দিকে তাকাবেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করতে করতে বলবেন "এ আমার পরওয়ার দিগার তুমি কি আমাকে ওয়াদা করোনি কি আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমাকে রুসওয়া (নিরাশ) করবে না"।আরশ থেকে

আওয়াজ আসবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতাআত করো এবং ওকে ফিরিয়ে দাও।অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঝোলা মোবারক থেকে একটা সাদা কাগজ বের করবেন এবং মিজানের পাল্লায় রেখে দেবেন। নেকির পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে।আওয়াজ আসবে খুশবাখত হয়ে গেছে সৌভাগ্যবান হয়ে গেছে, এর মিজান ভারী হয়ে গেছে একে জান্নাতে নিয়ে যাও।ও বান্দা বলবে হে আমার পরওয়ার দেগারের ফারিস্তারা দাঁড়িয়ে যাও। আমি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে কথা তো বলেনিই যে তার রাব্বের কাছে বড়ই কারামত রাখে।তারপরও বলবে আমার মা-বাপ আপনার উপর ফিদা হোক আপনার চেহারা মুবারক কতই না হাসিন, আপনার সুরাত কতই না সুন্দর,আপনি আমার পাপ সমূহ মাফ করিয়েছেন। আপনি আমার চোখের পানির উপর দয়া করেছেন। আপনি কে..?? তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলবেন -- আনা নাবিয়্যাকা মুহাম্মাদুন অ হাযীহি সালাতুকাল্লাতি কুনতা তুসাল্লী আলাইয়া অ ক্বাদ অফাতুকা আহওজা মা তা কুনু ইলাইহা -- অর্থাৎ আমি হলাম তোর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর এটা হল ওই দরুদ শরীফ যা তুই আমার ওপর পড়তিস। আমি তোর তামাম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দিয়েছি যখন তুই মুহতাজ ছিলিস। (গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম, হিন্দি,জাদুদ সায়িদ , থানবী ,ফাযায়েলে দরুদ, জাকারিয়া ,,মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া তাফসীরে কোশাইরী)

রাব্বে সাল্লিম কে কেহনে বালে পার
জান কে সাথ হো নিসার সালাম
বোহ সালামাত রাহা কায়ামাত মে
পাড়লিয়ে দিলসে জিসনে চার সালাম

.... * ....

মূসা আলাইহিস সালাম এর জানাযা পড়ানো

বনি ইসরাইলদের মধ্যে এক ব্যক্তি খুব গুনাহ-গার ছিল। যখন সে মারা যায় তার এলাকার লোকেরা তার লাশ কে ফেলে দেয়। আল্লাহ পাক হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কে জানাজা পড়ানো ও দাফন করার হুকুম করলে তিনি বললেন আল্লাহ সে এত পাপী যে তার এলাকার লোক তাকে পরিত্যাগ করেছে। তুমি কেন তার জানাজা পড়তে বলছ। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বলা হয় যখন সেই লোকটি তাওরাত পড়তো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম এলে সেটিকে শুনে চোখে রাখতো ও দরুদ ও সালাম পড়তো, তাই আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি। ওই বান্দার হক স্বীকার করেছি ও 70 জন হুর এর সাথে তার বিবাহ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দিয়েছি। (আল-ক্বাওলুল বাদি, সীরাতে হালবীয়া, হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নঈম)

.... * ....

দরুদ ও সালাম এবং হায়াতে মুস্তাফা

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা - এর হুজরার মধ্যে রওযা মোবারক তৈরী করা হয়। হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং নবী করীম [ﷺ]-এঁর আশ্রিত খাদেম হযরত সালেহ (রাদিআল্লাহু আনহু)-এই চারজন সাহাবী নবী করীম [ﷺ]-কে রওযা মোবারকে নামান। হযরত

আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) দেখতে পেলেন –কাফনের ভিতরে হুযুর[ﷺ]-এঁর ঠোঁট মোবারক নড়ছে – তিনি জীবিত। তিনি কান লাগিয়ে শুনতে পেলেনঃ- নবী করীম[ﷺ] “রাব্বি হাবলি উম্মতী" বলে কাঁদছেন। ইমাম বায়হাকীর সূত্রে ইমাম তকিউদ্দিন সুবকি রেওয়ায়াত করেনঃ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن فى قبره رد الله روحه واستمرت الر وح في جسده الى يوم القيامة ليرد على من سلم عليه (شفاء السقام في ريارة خيرلانام للعلامة تقي الدين سبكى رح)

অর্থঃ-“রাসূল [ﷺ]-কে রওযা মোবারকে দাফন করার পরপরই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ মোবারক ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং রূহ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করতে থাকবে – যাতে তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিতে পারেন" (ইমাম তকিউদ্দিন সুবুকী (৬২৭হিঃ) কৃত সিফাউস সিকাম ফী যিয়ারতে

খাইরিল আনাম)।

উপরে বর্ণিত ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর রেওয়ায়াতখানা একথাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম [ﷺ]-এঁর রূহ মোবারক সোমবার দ্বিপ্রহের কিছু পূর্ব হতে মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় ৪০ ঘণ্টা দেহ মোবারক থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথক থাকার পর ঐ রাত্রেই পুনরায় ফেরত দান করা হয়। কাজেই নবী করীম [ﷺ] এখন সশরীরে রওযা মোবারকে হায়াতুন্নবী হিসাবে জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন।

দেওবন্দের হেড মোহাদ্দেস শাহ্ আনওয়ার কাশ্মিরী তাঁর রচিত ফয়জুল বারী শরহে বোখারী ১ম খন্ড ১ম পারায় উল্লেখ করেছেনঃ-

اتفق العلماء على حيات الانبياء عليهم السلام-

অর্থঃ- “পূর্ব জামানার সমস্ত ওলামগণের ঐকমত্য হচ্ছেন নবী করীম[ﷺ] সশরীরে জীবিত এবং অন্যান্য নবীগণও।"

রাসূলে কায়েনাত [ﷺ] ইরশাদ করেছেন- “যে কোন মুসলমান যে কোন স্থান থেকে আমাকে সালাম জানায়- আল্লাহ তায়ালা আমার রূহানী তাওয়াজ্জুহ তার দিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আমি তার ছালামের জবাব দেই" (আবুদাউদ ও মিশকাত)।

বুঝা গেল, দুনিয়ার সব সালাম পাঠকারীর সালাম তিনি একসাথে শুনতে পারেন এবং একসাথে জবাবও দিতে পারেন।
জালালুদ্দীনসুয়ূতি আল-হাভী গ্রন্থে নবী করীম [ﷺ] কর্তৃক রওযা মোবারক থেকে ৫টি দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দুটি হলোঃ- “উম্মাতের যাবতীয় আমল প্রত্যক্ষ করা

এবং অলী-আল্লাহদের জানাযায় শরিক হওয়া।" ওয়াহাবী নেতা ইবনে কাইয়েম রচিত “জাল্লাউল আফহাম" নামক গ্রন্থে একখানা হাদীস এরূপ বর্ণিত হয়েছে “আনা আছমাউ ছালাতাকুম আলাইয়া বিলা ওয়াছিতাতিন"- অর্থাৎ, “আমি ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তোমাদের সালাম শুনতে পাই।" (মূল নোছখা)

বুঝা গেল, করীম [ﷺ] সদা জাগ্রত এবং প্রেমিকদের সালাম সরাসরি শুনেন। ফেরেশতাগণ তাদের ডিউটি হিসাবে পরে তা পৌঁছান। মোহাদ্দেসীনগণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -“মহব্বতের সালাম তিনি নিজে শুনেন এবং মুখের সালাম ফেরেশতারা পৌঁছায় (আবূ দাঊদ; নাসায়ী ; জাআলহক,আনওয়ারে মাদিনা) [অধ্যক্ষ হাফিজ মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল সাহেবের 'নূর নাবী']

.... * ....

দরুদের ইসালে সওয়াব ও কবরের আজাব মাফ

হযরত আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ মালিকী কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাই হতে বর্ণিত, হযরত হাসান বাসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে একজন মহিলা আরজ করল আমার যুবতী কন্যা মারা গেছে। কোন পদ্ধতি বলুন যাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পায়। উনি আমল (এশার নামাজ পড়ে চার রাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা র পর সূরা আল হাকু মুত্তাকাসুর পড়বে, তারপর ঘুম না আসা পর্যন্ত দরুদ শরীফ পড়তে থাকবে) দিলেন মহিলাটি আমলটি করল এবং স্বপ্নে তার কন্যাকে আগুনের পোশাক পরিহিত ও গার্দানে ও পায়ে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আগুনের জিঞ্জির দেখে মহিলাটি কেঁপে উঠল। দ্বিতীয় দিন সে খাজা হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কে পুরো ঘটনা শোনাল। তাতে তিনি দুঃখিত হলেন কিছুদিন পর হাসান বাসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে এক কন্যাকে দেখলেন জান্নাতে একটি তক্তের উপর এবং তার মাথায় নূরের তাজ ছিল। সে বলল আমি ওই মহিলা যার জন্য আমার মা আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিল।উনি বললেন ওর কথা মত তো তুই দোযখে ছিলি কিভাবে এত পরিবর্তন হলো। মেয়েটি বলল আমাদের কবরস্থান এর পাশ দিয়ে এক নেক ব্যক্তি যাচ্ছিলো আর তখন মুস্তাফা জানে রাহমত সাঃ এর উপর দরুদ পড়েছিল। ওর দরুদ পড়ার বরকতে আল্লাহ আযযাওয়া জাল্লাহ ৫৬০ টির কবরবাসীর আজাব উঠিয়ে নিয়েছেন। (গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম ,ফাযায়েলে দরুদ, কওলুল বাদী)

.... * ....

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দরুদ ও লাশ সংরক্ষণ

১) সাদরুশ শারীয়াহ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আমজাদ আলী আজমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন ঐ সমস্ত লোক যারা নিজের সমস্ত সময় দরুদেই অতিবাহিত করে তাদের দেহ মাটি খেতে পারবে না। (বাহারে শরীয়ত ,গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

২. হযরত শেইখ জাযুলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ইন্তেকালের 77 বছর পর তার শরীর মোবারকের সাওস থেকে মারাকুসে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আর তার লাশ মোবারক অক্ষত ছিল। উনি দরুদের ফজিলত এর উপরের

দালাইলুল খাইরাত (দরুদ শরীফের বিখ্যাত কিতাব) লিখেছিলেন।(ফায়জানে সুন্নাত বাংলা)

জামিঁ মেইলি নেহি হোতি জামান মেইলা নেহি হোতা।
মুহাম্মাদ কে গুলামো কা কাফান মেইলা নেহি হোতা।।

……….. * ………..

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কবরের ফুলের সুবাস

একজন মুর্দাকে দাফন করার জন্য একটি কবর খনন করা হলো। তাতে পাশের কবরের মাটি সরে গেল এবং দেখা গেল সে কবরে মুর্দার ডানে-বাঁয়ে নানা রকমের ফুল ছড়িয়ে আছে। সেই ফুলের সুবাস ছিল অত্যধিক মন মাতানো। খবর নিয়ে জানা গেল সে কবরে যাকে দাফন করা হয়েছে, তিনি সব সময় দরুদ শরীফ পাঠ করতেন। (সুন্নাত রাসুল ও আধুনিক বিজ্ঞান, হাকিম মোহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাই)

.... * ....

জোরে জোরে দরুদ শরীফ

জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার একজন প্রতিবেশী ছিল বড় পাপী ছিল। আমি তাকে তওবা করার জন্য তাগীদ করলাম, সে কিছুতে আমার কথা শুনল না। সে যখন মারা গেল আমি তাকে বেহেস্ত এর মধ্যে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেসা করলাম তুমি কিভাবে এই মর্যাদা পেয়েছ? সে বলল আমি একজন মুহাদ্দিসের দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি বললেন, যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপরে জোরে জোরে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার ওপর জান্নাত ওয়াজিব। তখন আমি জোরে জোরে দরুদ শরীফ পড়তে লাগলাম এবং আমার সাথে সবাই দরূদ পড়তে লাগল আল্লাহপাক ওই মজলিসের সকলকে ক্ষমা করে দেন। (ফাজায়েলে দরুদ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

জাকারিয়া)

খামোশ বেইঠে হো ক্যা মুমিনো দুরুদ পাড়হো
শাফিয়ে রোজে জাযা পার পাড়হো দুরুদ পাড়হো
জিনান কি হো জো তালাব তালিবো দুরুদ পাড়হো
বেহেস্ত পাওগে এ সাহিবো দুরুদ পাড়হো।।

.... * ....

পশম মোবারক এর ঘটনা

বলখ দেশে একজন বিখ্যাত ধনী সৌদাগার ছিল। তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন হয়ে যায়। ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর তিনটা পশম মোবারক ও ছিল। দুই ভাই একটা করে নিয়ে নিল। তৃতীয় পশম মোবারক এর ব্যাপারে বড় ভাই বলল এটিকে কেটে সমান ভাগে ভাগ করা হোক। ছোটভাই বলল খোদার কসম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পশম মোবারক কাটা যাবে না। বড় ভাই বলল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ দিয়ে তুমি এই তিনটে পশম মোবারক নিয়ে যাও। ছোট ভাই আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করলো। সেগুলি সব সময় পকেটের মধ্যে রাখত এবং বারবার দেখতো ও দরুদ শরীফ পাঠ করতো। কিছুদিনের মধ্যে বড় ভাইয়ের সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেল আর ছোট ভাই বড় সম্পদশালী হয়ে গেল। ছোট ভাই এর মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করল। হুজুর আলাইহিস সালাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিবে সে যেন এই ব্যক্তির কবরে কাছে গিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এদিকে বড় ভাই যখন ফকির হয়ে গেল তখন একদিন স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত লাভ করে নিজের অভাব এর বিষয়ে অভিযোগ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, " ওরে হতভাগা তুমি আমার পশম এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছ আর তোমার ভাই এটি গ্রহণ করেছে, সে যখনই দেখে তখনই আমার উপর দরুদ পড়ে " আর যে আল্লাহ পাক তাতেই তাকক দুনিয়াতে ও আখেরাতে সুখী করেছেন । যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে সেখানে এসে আসিয়া ছোট ভাইয়ের খাদেমদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।
(কওলুলবদী , আবু হাফস, সামারকান্দী , তাঁর রওনাকুল মাজালিস, নুজহাতুল মাজালিস, ফাজায়েলে দরুদ জাকারিয়া, গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম)

……….. * ………..

দুরুদ শরীফের বরকতে মৃত ব্যক্তির চেহেরা সুন্দর হয়ে গেল

হযরত সুফিয়ান সাওরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একবার কাবা শরীফে তাওয়াফ করার সময় আমি একজন ব্যক্তিকে দেখলাম সে প্রত্যেক পদে পদে দুরুদ শরীফ পাঠ করছিল। আমি বললাম এখানে তাসবিহ তাহলিল করা

দরকার কিন্তু আপনি শুধু দুরুদ শরীফ পাঠ করছেন ! তখন সে বলল এক বছর আমি এবং আমার আব্বা হজ্জ করার জন্য যাচ্ছিলাম , রাস্তায় এক জঙ্গলের মধ্যে আমার আব্বার ইন্তেকাল হয়ে গেল এবং তার চেহরার রং কালো হয়ে গেল । তখন আমি দেখলাম ঘোড়ায় চেপে এক নাকাব পরিহিত ব্যক্তি এলেন এবং তিনি

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আমার আব্বার চেহরাতে হাত বুলালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চেহেরা সাদা (উজ্বল) হয়ে গেল । তিনি যখন যেতে আরম্ভ করলেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে...? যিনি এই জঙ্গলের মধ্যে এই কষ্টের সময়ে আমার সাহায্যকারী হয়েছেন!! তখন তিনি বললেন ;তুমি কি আমাকে চেনো না ? আমি হলাম আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার আব্বা আমি (আলাইহিস সালাম)এর উপরে বেশী বেশী করে দুরুদ শরীফ পাঠ করতো যে আমার (আলাইহিস সালাম) উপরে বেশী বেশী করে দুরুদ শরীফ পাঠ করে আমি এই দুনিয়াতে হলাম তার সাহায্যকারী।
(তাফসীরে রুহুল বায়ান)

.... * ....

কাসিদা বুরদা শরীফ এর ওয়াকিয়া

হজরত ইমাম শরফুদ্দিন বুসিরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি হজরত হাসসান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরে কাসীদা খানীতে জগৎ জোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন । তিনি ৬০৮ গ্রী ৮ই মার্চ ১২১৩ খ্রীঃ মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৯৬ হীঃ বেসাল লাভ করেন । 'কাসিদা - এ- বুরদা' তার বিশ্ববিখ্যাত রচনা আর এরই কারণে তিনি বিখ্যাত হন । ঘটনা হল একদিন তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং শরীরের নিম্নভাগ একেবারে অবস ও অসাড় হয়ে যায় । বহু হাকিম - ডাক্তার দেখিয়েও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না । বরং দিনদিন শরীর আরও খারাপ হয়ে যেতে লাগল এবং রোগা ও দুর্বল হয়ে যেতে লাগলেন ।

যার ফলে তিনি সর্বদা চিন্তিত ও মনমরা হয়ে থাকতেন । এমনি এক দিনে মনের আবেগ ও ভক্তি ভরা চোখের পানি তে নবীপাকের শানে আরবী কবিতা রচনা আরম্ভ করে দিলেন আর এই অবস্থায় নিদ্রা চলে আসলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন । এরপর স্বপ্নে দেখলেন যে , তিনি ওই কবিতাওলি দরবারে রিসালাতে পাঠ করছেন এবং স্বয়ং দয়ার নবীপাক আলাইহিস সালাম তা শ্রবণ করছেন এবং খুশী আনন্দিতঅনুভব করছেন । পড়তে পড়তে যখন তিনি এইস্থানে — “ কাম আবরায়াত আসিবান্ বিলাসে হাতুহু " . . . । অর্থাৎ কত বিমার মানুষ তার পবিত্র ছোঁয়ার পরশে ভাল হয়ে গিয়েছে । ” যখন পড়লেন তখন সাথে সাথে শাফীউল মুজনেবীন রহমাতুল্লীল আলামীন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম একখানা ধারী দার ইয়ামনী চাদর তার শরীরের উপর রেখে দিলেন । যাকে আরবীতে “ বুরদা ” বলা হয় । ইমাম জেগে গেলেন এবং নিজেকে এমন ভাবে সুস্থ মনে

করলেন যে তার কখনও কোন রোগ আদৌও হয়নি এবং শরীরের উপর সেই আতায়ে নবীর পবিত্র চাদর বা বুরদাকে অক্ষত অবস্থায় পেলেন । এরপর তিনি সুস্থ হয়ে বাজারে গেলেন তখন একজন দরবেশ তার সামনে এসে সালাম করে কসিদার অনুলিখন চাইলেন । তিনি তাকে বললেন বহু কসিদা আছে কোনটি দেব তখন দরবেশ বললেন সেই কসিদা যার প্রথম লাইন “ আমি তাজারি জিরানি বিশ সালামি ” তখন ইমাম বুসিরী অবাক হয়ে বললেন এখনও পর্যন্ত তো এই কসিদা , কেউ শোনেনি আপনি সত্যি করে বলুন কোথা হতে পেয়েছেন ? তখন দরবেশ বললেন খোদার কসম আপনি গত রাতে যখন বারগাহে নাবীতে পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন তখন আমি ও ওখানে ছিলাম এবং স্বয়ং আপনার কাছ থেকে শুনেছি । এরপর তিনি তাকে তার অনুলিপি দান করলেন এবং ধীরে ধীরে চারিদিকে তার প্রচার হয়ে গেল । যখন এ খবর রাজ্যের বাদশার কানে পৌছালো তখন তিনি

অতি মোহাব্বত ও ভালবাসায় খালি পায়ে ইমাম সাহেবের কাছে এলেন এবং কসিদা পাক শ্রবণ করলেন এবং চোখে মুখে লাগালেন। কসিদাতে মোট ১৬২টি শের। আছে যা বুর্জগানে দ্বীনগণ খুবই ইজ্জতের সাথে মুখস্থ করেন এবং পাঠ করেন ও মুরিদানদের আদেশ ও দান করেন। তুরস্কের শাসনকালে দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে নববী ও মাজার পাকের সবুজ গম্বুজের মধ্যে চারিদিকে সোনা দিয়ে পাথরে লিখানো হয়ে ছিল। সম্পূর্ণ কসিদাটি আজ ও তার মাজার শরীফের মধ্যে চারিদিকে সোনা দ্বারা লিখিত আছে। (সিরাতুন নবী) । কিন্তু পরবর্তীকালে ওয়াহাবী শাসন আমলে এখন তা মুছে ফেলা হয়েছে। (আফসোস)

কাসিদা বুরদা শরীফ সংক্ষিপ্ত

মওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়িমান আবাদান
আলা হাবিবিকা খাইরিল খালকি কুল্লি হিমি।।

হুওয়াল হাবিবুল্লাযী তুরজা শাফায়াতুহু
লি কুল্লি হাওলিম মিনাল আহওয়ালি
মুকতাহিমি।।

মুহাম্মাদুন সাইয়েদুল কওনাইনি ওয়াস
সাকালাইন
ওয়াল ফারিক্বাইনি মিন উরবিঁউ ওয়া মিন
আজামি

সুম্মার রিদা আন আবি বাকরিঁউ ওয়া আন
উমারিন
ওয়া আন উসমানা ওয়া আন আলিয়্যিন জিল

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কারামি।।

ইয়া রাব্বি বিল মুস্তাফা বাল্লিগ মা ক্বাসিদানা
ওয়াগ ফিরলানা মামাদ্বা ইয়া ওয়াসিয়াল
কারামি।।

ফাইন্না মিন জুদিকাদ্ দুনিয়া ওয়া দাররাতাহা
ওয়া মিন উলুমিকা ইলমাল লওহি ওয়াল
ক্বালামি।।

আলহামদুলিল্লাহি মুনশিল খলকী মিন আদামি
সুম্মা সলাতু আলাল মুখতারি ফিল কিদামি।।

……….. * ………..

দরুদ আতা করার ওয়াকিয়া

১) মিরাঠের বাসিন্দা গোলাম সরওয়ারের পুত্র হাজী মোহাম্মদ মমতাজ আলী খান সাহেব যারা সেই যুগে খান্দানী বংশ হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। একদা তিনি হারনীয়া রোগে আক্রান্ত হন। যার কারণে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পেতেন। বহু ডাক্তার দেখিয়ে কোন লাভ হয়নি। সেই সময় ভরতপুরে মিঞা বেদারশাহ নামে একজন দরবেশ থাকতেন। তিনি তাকে বললেন তুমি - পাক ও পবিত্র শরীর ও খানা এমনকি রন্ধনকারীও যেন পাক হয় তার ব্যবস্থা কর এবং প্রত্যহ পাঁচ হাজার বার করে দরুদ শরীফ পাঠ কর। এইভাবে তিনি শুরু করে দিলেন। দেওয়ার ৪০ দিন পার হতে পারল না একদিন খান সাহেব স্বপ্নে দয়ার নবী আলাইহিস

সালামের যিয়ারত লাভ করলেন এবং ঈশার নামাজ তিনি নবী পাকের সাথে পাঠ করলেন এবং সকাল হতে দরবেশ সাহেব বললেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন এবং আর কখনও ওই রোগ হয়নি।

দরুদ শরীফটি হল – আল্লা হুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন বেদিদে কুল্লে শাইয়িন্ মালুমিন লাক। (উমরা , সিরাতুন নবী)

২) হজরত মাওলানা শামসুদ্দিন কেশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর জমানায় প্রচণ্ডভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তিনি দয়ার নবী পাক কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন কোন দোওয়া শিখিয়ে দিন যার বরকতে আমি এই কলেরা হতে নিজে রক্ষা লাভ করতে পারি । দয়ার নবী আলাইহিস সালাম

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বললেন আমার উপরে যে কেউ এই দরুদটি পাঠ করবে সে মহামারি কলেরা হতে নাজাত পাবে। দরুদ শরীফটি হল — আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন বি আদাদে কুল্লে দায়িন ও দাওয়ায়ীন। (সালাতে নাসেরী, সিরাতুন নবী) ।

.... * ....

নবী পাক ﷺ স্বপ্নে দেখার ঘটনা

(১) হজরত আবু হাযিম (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বর্ণনা করেন যে , এক ব্যক্তি তার নিকটে

এল এবং বলল আমি হুজুর পুর নুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম কে স্বপ্নে যিয়ারত করেছি । তিনি আমাকে বললেন — যাও আবু হাজিম কে গিয়ে বল , যে তুমি কেন তোমার নবীর কাছ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাও!! সালাম ও করনা ? এই কথা শ্রবণ মাত্র হজরত আবু হাজিম সাহাবীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে , যখনই মাযার পাকের দিক হতে যেতেন প্রথমে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করে তারপর তিনি আগে অগ্রসর হতেন । মাওলানা জাকারীয়া সাহেব দেওবন্দী বলেন যে , সর্বদা এই কথা খেয়াল রাখা দরকার যে যখনই নাবীর কবর শরীফের দিক হতে চলে যাবে , তখন যেন দাঁড়িয়ে সালাম করে তবে আগে বাড়ে । (ফজায়েলে হজ্ব , সিরাতুন) ।

২)   আব্দুর রাহিম বিন আব্দুর রহমান বলেন , একদা হামমাম খানায় পড়ে গিয়ে আমার হাতে খুব আঘাত লাগে যার কারণে হাত ফুলে যায় ।

এবং রাতটা আমি খুব অস্থিরতার সঙ্গে কাটাই। যখন আমার চোখ লেগে যায় , তখন আমি স্বপ্নে নাবী পাকের যিয়ারত লাভ করলাম এবং আরজ করলাম হুজুর আলাইহিস সালাম ! . . . . এতখানি বলার সাথে সাথে দয়ার নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার অত্যাধিক দরুদ পাঠ করা আমাকে বিচলিত করে দিয়েছে। আমার তখন চোখ খুলে যায় এবং দেখলাম আমার হাতও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। (কওলুল বদী , সিরাতুন নবী) ।

৩) সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখে চুমু খেয়ে ফেলেছেন।

ইমাম সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ (রাহিমাহুমুল্লাহু তা ' আলা) থেকে বর্ণিত , হযরত মুহাম্মদ ইবনে সা 'আদ (রহমাতুল্লাহি তা ' আলা আলাইহি) শয়ন করার পূর্বে একটা

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

নির্ধারিত সংখ্যায় দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিতেন । তিনি একরাতে আমিনার নয়নমণি (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) - কে স্বপ্নে দেখলেন , হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ এনেছেন এবং আমার ঘরকে উজালা করেদিলেন । আর আমাকে ফরমাচ্ছিলেন , “ তোমার ওই মুখমণ্ডল কাছে আনো , যা দিয়ে তুমি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে থাকো , যাতে আমি সেটায় চুমু খাই ! ” বললেন , “ আমার লজ্জাবোধ হচ্ছিলো - আমি কিভাবে আমার মুখ আকা আলাইহিস সালামের এর নিকটে নিয়ে যেতে পারি ? তখন আমি আমার চেহারা হুযুরের মুখ মুবারকের নিকটে নিয়ে গেলাম । হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) আমার চেহারায় চুমু খেলেন । যখন আমি জাগ্রত হলাম , তখন আমার গোটা ঘর মুশকের খুশবুতে ভরে গেলো । তখন থেকে দীর্ঘ আটদিন যাবৎ ওই খুশবু বিরাজ করছিলো ।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আমার চেহারা থেকে ও আট দিন যাবৎ খুশবু ছড়াচ্ছিলো। (জযবুল কুলুব)

কে আরজু মদিনে কি মেরা দিল লুভাতি হে
কিয়া কারু গারিবি মে বেবাসি রুলাতি হে।

কি কারবাটে বাদালতি হে হাসরাতে মেরে দিল মে
গুলসানে মদিনা কি যাব ভি ইয়াদ আতি হে।

অর ফুরকাতে মাদিনে মে রাত ভার মেরে মওলা
নিন্দঁ মেভী আখোঁমে আতি অর জাতি হে।

অর সুবহা ভী মাদিনে কি শাম ভী মাদিনে কি
মুস্তাফা কে জালবোমে হার ঘাড়ি নাহাতি হে।

.... * ....

দুআঙ্গুলের কারণে মাগফিরাত হয়ে গেলো

হযরত আবুল ফযল আল - কিন্দী (রহমাতুল্লাহি তা ' আলা আলাইহি) - কে ঈসা ইবনে আব্বাদ (রহমাতুল্লাহি তা ' আলা আলাইহি) স্বপ্নে দেখে বললেন " আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আপনার সাথে কি ধরণের আচরণ করলেন ? " তিনি বললেন , " আমার হাতের শুধু দু ' টি আঙ্গুলই আমাকে মুক্তি দিয়েছে । ঈসা ইবনে আব্বাদ (রহমাতুল্লাহি তা ' আলা আলাইহি) আশ্চর্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে বললেন , " এর অর্থ কি ? " তিনি বললেন , " কথা হচ্ছে এই যে আমি যখন কিতাব লিখার সময় নবী - ই - আকরাম সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম - এর নাম মুবারক লিখতাম তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া

আলিহী ওয়া সাল্লাম - এর মহান নামের পর "সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' লিখতাম । " (আল্ - বদী)

২) খতীব বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন — আল্লামা আবু ইসহাক নহণল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন — যখন আমি হাদিস শরীফ লিখে থাকি তখন প্রতিটি হাদিস পাকের সাথে " কালান - নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমা " লিখতাম । একদিন আমি নবী পাক আলাইহিস সালাম কে স্বপ্নে দেখলাম যে তাঁর পবিত্র হাতে আমার একটা কিতাব আছে তিনি দেখছেন এবং বলছেন যে খুব সুন্দর হয়েছে । (ফাযায়েলে আমাল , জিলাউল ইফহাম)

.... * ....

দালায়েলুল খায়রাত এর লেখকের ঘটনা

হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান আল জাজুলি আলাইহির রাহমা কোন এক সময় সফর অবস্থায় পানির দারুণ অভাব এর সম্মুখীন হন।এদিকে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হতে চলেছে অথচ ওজু করার জন্য কুয়োঁ থেকে পানি তুলতে হবে কিন্তু বালতি দড়ি কোন কিছু না পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।ঠিক সেই সময় একটা মেয়ে তার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করে এবং কুয়াঁর মধ্যে থুতু ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পানি কুয়োঁর মুখ পর্যন্ত উঠে চলে আসে এবং উছলে পড়তে থাকে। এতে আশ্চর্য হয়ে তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন সেটা কিভাবে সম্ভব হলো।সে বলে এটা দুরুদ শরীফের বরকতে সম্ভব হয়েছে।তখন সাইয়্যেদ সুলাইমান আল জাজুলি

আলাইহি রাহমাত মনস্থির করেন যে তিনি দরুদ শরীফের উপর একটা কিতাব লিখবেন এবং সুবিখ্যাত কিতাব দালায়েলুল খাইরাত রচনা করেন।

.... * ....

ইমাম শাফেয়ীর দরুদ এর ঘটনা

কোন একজন বুজুর্গ হযরত ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহপাক আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন...? তিনি বললেন আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা

করে দিয়েছেন এবং আমার জন্য জান্নাত কে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেমন দুলহানের জন্যে সাজানো হয়। এবং আমার উপর এত নাজ ও নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে যেমন দুলহান এর উপর বর্ষিত হই।আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি এই মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছেছেন আমার কাছে এক ব্যক্তি বলেছে কিতাবে বিসাল' এ আপনি একটি দরুদ লিখেছেন ওর বরকতে নাকি আপনি ঐ মর্যাদায় পৌঁছেছেন।আমি জিজ্ঞেস করলাম হুজুর সে দরুদ টা কি...? আমাকে বলে দেওয়া হলো এটি হলো এই--

"সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন আদাদা মা জাকাহারুজ জাকিরুনা অ আদাদা জাকিরুনা অ আদাদা মা গাফালা আন জিকরিহিল গাফিলুন।"

আমি ভোর বেলায় জেগে উঠে কিতাবুল বেসাল এ সেই দরুদ শরীফ ঠিক ওই ভাবে

দেখতে পাই।

.... * ....

নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম দের দরুদ পাঠ

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূল নাবীয়্যে আখিরুজ্জামাঁর আগমনের শীর্ষ সংবাদ ও ভবিষ্যৎ বাণী নিজ নিজ উম্মত দের শুনিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবে যখন হুযুর আলাইহিস সালাতু সালাম এর নাম মুবারক নিয়েছেন তখন দরুদ পাঠ করেছেন। এছাড়াও তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দরুদ শরীফ পাঠ করেছেন। যেমনঃ--

১.হযরত আদম আলাইহিস আলাইহি সালাম - এর মহর দশ বার দুরূদ শরীফ ।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা) যখন হযরত আদম (আলা নবীয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) - কে সৃষ্টি করলেন , তখন চোখ খুলতেই আরশের উপর মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) - এর মহান নাম লিপিবদ্ধ দেখতে পেলেন । আরয করলেন , “ হে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) ! তোমার দরবারে কি আমার চেয়েও কেউ সম্মানিত রয়েছেন ? " মহান স্রষ্টা (আযযা ওয়া জাল্লাহ) এরশাদ ফরমালেন , “ হ্যাঁ , এ নামের ধারক প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) , যিনি তোমার সন্তান দের অন্তর্ভুক্ত হবেন আমার নিকট তোমার চাইতেও বেশী প্রিয় । হে প্রিয় আদম ! আমি যদি আমার প্রিয় হাবীবকে সৃষ্টি না করতাম , তবে না

আসমান সৃষ্টিকরতাম , না যমীন , না জান্নাত সৃষ্টি করতাম , না দোযখ । " অতঃপর যখন আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) হযরত আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) - এর মুবারক ছাতিমা থেকে হযরত হাওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা ' আলা আনহা) - কে সৃষ্টি করলেন , তখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম) তাকে দেখতে পেলেন । যেহেতু আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) হযরত আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) - এর পবিত্র তম শরীরে জৈবিক প্রবৃত্তি ' (শাহওয়াত) ও সৃষ্টি করেছিলেন , সেহেতু হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস ওয়াস্ সালাম) আরয করলেন , “ হে আল্লাহ ! (আযযা ওয়া জাল্লা) তার সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দিন ! ” আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো - মহর পরিশাধ করো ” আরয করলেন , “ মুনিব ! তার মহর কি ? ” এরশাদ হলো “ আরশের উপর যেই বরকতময় নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে , ওই নামে আমার হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি

ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করো ! ” আরয করলেন , “ হে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) যদি আমি দুরূদ শরীফ পাঠ করি তবে কি হাওয়ার সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দেবেন ? " এরশাদ ফরমালেন , “ হাঁ " । তখন হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) দুরূদ শরীফ পাঠ করলেন । আর আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) হযরত হাওয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু তা ' আলা আনহা) ' র সাথে তাঁর বিয়ে করিয়ে দিলেন ।

২) বেশী পরিমাণে দুরূদ শরীফ ও হয়রত মূসা আলাইহিস সালামঃ-- হযরত ইমাম আবুল কাসেম আল - কোশাইরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ' র পুস্তিকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা ' আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত , আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) - এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন , আমি যদি

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

তোমার মধ্যে দশ হাজার কান সৃষ্টি করে দিই , যেগুলো দ্বারা তুমি আমার কথা শুনো , দশ হাজার জিহ্বা সৃষ্টি করে দিই , যেগুলো দ্বারা তুমি আমার সাথে কথা বলো , তবুও তুমি আমার নিকট বেশী প্রিয় ও নৈকট্য ধন্য তখনই হবে , যখন তুমি মুহাম্মদ - ই - আরবী (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) - এর প্রতি বেশী পরিমাণে দুরূদ শরীফ প্রেরণ করবে ।

৩) হে মূসা (আলাইহিস সালাম) ! তুমি কি একথা পছন্দ করো যে , তুমি কিয়ামতের দিন পিপাসার্ত হবেনা ? " আরয করলেন , হে আল্লাহ ! (আযযাওয়া জাল্লাহ) “ অবশ্যই । " এরশাদ করলেন , “ তাহলে , আমার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদমুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা ' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) - এর উপর বেশী পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করো । "

.... * ....

আউলিয়ায়ে কেরামদের দরুদ শরীফ পাঠ

১. হুজুর গওস পাক রাদিয়াল্লাহু আনহুঃ-- হুজুর নফল নামাজের পরে সোম, বৃহস্পতি, রবিবারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অজিফার সঙ্গে আগে ও পরে দরুদ পড়তে বলেছেন। এবং কথিত আছে যে হুজুর নিজেও কাসরাতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পড়তেন ও বিভিন্ন দরুদ রচনা করেছেন। যেমন তাঁর রচিত একটি দরুদের নাম দরুদে কিবরীতে আহমার।

২. হুজুর গারিব নেওয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুঃ-- যখন খাজাবাবা হযরত খাজা ওসমান হারুনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাতে মুরিদ হন তখন তিনি তাকে নামাজ সূরা বাকারা সূরা এখলাছ ইত্যাদি পড়তে বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে 21 বার পরে

হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠের হুকুম করেন হুজুর মইনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহিহে খতমে খাজেগাণের মধ্যেও দরুদের ওজিফা পড়তে বলেছেন।

৩. হজরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া আলাইহির রাহমাঃ-- হযরত সাইয়্যেদেনা খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহি রাহমা প্রত্যেকদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এশার নামাজের পরে দরুদ ও সালাম পাঠে নিমগ্ন থাকতেন ।

৪. হযরত শাইখ নুর উদ্দিন শারানি রহমাতুল্লাহি আলাইহিঃ-- আল্লামা নাবহানীর বর্ণনায় ইনি প্রত্যহ ১০০০০ বার করে দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন।

৫.শেখ আহমদ রাওয়াভী রহমতুল্লাহ আলাইহিঃ--প্রত্যহ ৪০০০০ বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করতেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বিরদে থা গওসে পাক কা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন
সাল্লে আলা নাবীয়েনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন
না'তে জানাবে গওস যাব লিখনে লাগা বাসাদ আদব
নায়ে কলম সে ভি শুনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন
আপ হে এ্যাইসে নামওয়ার আপকে নামে পাক পার
পাড়হতে সারে আওলিয়া   সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন।।

……….. * ………..

বুযুর্গানে দ্বীন দের ওসিয়ত দরুদ শরীফ এর ব্যাপারে

হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন আমি

মাজারে আনোয়ার জিয়ারত করার পর মদিনা-মুনাওয়ারার জন্য রওনা হলাম তখন শেইখ আব্দুল ওয়াহহাব মুত্তাকী রহমাতুল্লাহি আলাই বিদায় দেওয়ার সময় বললেন তুমি বিশ্বাস করো এই রাস্তার ফরজের পরে এমন কোন ইবাদত নেই যা দরুদ শরীফের মতো। আমি বললাম আমি কতটা পরিমাণ দরুদ পড়বো। উনি বললেন কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই এত বেশি পরিমাণে পড়ো যেন তাতে নিমজ্জিত হয়ে যাও এবং দরুদের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নাও।
(জাযবুল কুলুব, গুলদাস্তায়ে দরুদ ও সালাম, মিশকাত, দেহলবী)

……….. * ……….

বুখারী শরীফে বর্ণিত দরুদ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

বাংলা উচ্চারণ:

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা

হামিদুম মাজীদ।

বাংলা অর্থঃ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর আহলে বাইত (বংশধর) প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ আপনি বরকত নাযিল করুন, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর আল (বংশধর) প্রতি যেভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সাল্লাম) ও তাঁর বংশধর দের প্রতি, নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

.... * ....

শুধু কি একটি দরুদ শরীফ পড়তে হবে ?

পূর্বে বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদিসের ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন দরুদে ইব্রাহিম ছাড়া অন্য আর কোন দরুদ পড়া নিষেধ। কিন্তু এরকম ধারণা করা ঠিক নয়।যদি এটা মনে করা হয় যে, নামাজে যে দরুদ ও সালাম পড়া হয় নামাজের বাইরেও ঐ দরুদ ও সালাম ই পড়তে হবে। আর অন্য গুলি পড়া বিদআত বা হারাম, তাহলে মুহাদ্দিসগণ হুযুর আলাইহিস সালাতু সালাম এর নাম মুবারকের পরে যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখেন তাও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

এই ব্যাপারে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যদি হাদিস শরীফে বর্ণিত দরুদ ছাড়া অন্য সব দরুদ পড়া

নিষিদ্ধ হয়। তাহলে খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধের ব্যাপারে শুধুমাত্র হাদিসে বর্ণিত গুলি খাওয়া বৈধ হবে। কিন্তু যেভাবে ওই সমস্ত খাদ্য যা শরীয়ত কর্তৃক নিশ্চিত ভাবে হারাম হয়নি তা খাওয়া জায়েজ আছে। ঠিক তেমনি ভাবে যে সমস্ত দরুদ কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী সরাসরি ভাবে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়নি তাও পড়া জায়েজ হবে। "কেননা খাও ও পান করো " এর মাঝে খাওয়া-দাওয়া কে সাধারণ বা শর্তহীন রাখা হয়েছে। ঠিক তেমনভাবে "সল্লু আলাইহি" বা দুরুদ পড়ো এই হুকুমের মাঝেও দরুদ কে মুতলাক শর্তহীন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন দরুদ পড়লে সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ হাদিস শরীফে বর্ণিত দরুদ অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে। দালাইলুল খাইরাত কিতাবে অনেক দরুদ বর্ণিত আছে(শানে হাবিবুর রহমান)

যতক্ষণ না কোরআন হাদিসে বর্ণিত আক্বীদার বিরুদ্ধে কারো রচিত দরুদ যাবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত

সে দরদ পড়া যাবে...।

সুরা আহযাবের ৫৬ নম্বর আয়াতে 'সল্লু' বা দরুদ পড়ো কথাটিকে আল্লাহ পাক শর্তহীন রেখেছেন। কোন দরুদ পড়তে হবে তার উল্লেখ করেন নি। কাজেই দরুদে মুকাদ্দাস, দরুদে তাজ,দরুদে মাহি বা যে কোনো দরুদ পড়তে অসুবিধা কোথায়....??

বেশি পরিমাণ দরুদ পাঠকারীর কিয়ামতের দিনে দুশ্চিন্তা থাকবে না একথা হাদিস থেকে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে। কাজেই যার যে দরুদ ভালো লাগছে পড়ুক.. এটা নিষিদ্ধ হবে না। জায়েয হওয়ার জন্য দলিল দেখাতে হবে এমনটি উসুল নয়। হারাম হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট দলিল প্রয়োজন।

পাবান্দ ক্যা লাগেগি দরুদো ও সালাম পার
কিউঁ ডালতে হো পেহরা ইবাদাত কে কাম পার
বাতিল কো কেহদো আশিক কা ইমতেহান না লে
হাম জান দেঙ্গে আপনে মুহাম্মাদ কে নাম পার

.... * ....

আযানের আগে ও পরে দরুদ

অনেক মাসজিদে দেখা যায় আযানের আগে ও আযানের পরে দরুদ পাঠ করা হয়।- এ ব্যপারে কিছু আলেমরা বাঁধাও দিয়ে থাকেন। তবে এ বিষয়ে বহু ওলামায়ে কেরাম গণ বলছেন যে --

যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা দরুদ পাঠের বিষয়টি মুতলাক রেখেছেন। তাতে কোন সময়,স্থান ও ইত্যাদির শর্ত জুড়ে দেননি, সুতরাং কেউ যদি দরুদ শরীফ আযানের আগে পাঠ করে বা আযানের পরে পাঠ করে, সকালে পড়ে অথবা সন্ধ্যায় পড়ে, রাতে পড়ে কিংবা দিনে পড়ে তাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আযানের আগে দরুদ পাঠ করার নিয়ম পূর্বযুগে এত বেশি চালু ছিল না। তবে এ ব্যপারে যেহেতু নিষেধাজ্ঞাও কুরআন সুন্নাহ তে নেই, অতএব এটা জায়েজ। তবে এটাকে ফরয অথবা ওয়াজিবও মনে করা ঠিক নয়। বরং মুস্তাহাব কাজ কেউ যদি আযানের আগে দরুদ ও সালাম পড়ে নেকীর অধিকারী হবে আর না পড়লে গুনাহগার হবে না। আযান দেয়ার কিছুক্ষণ আগে ৩/৪ মিনিট আগে দরুদ পড়লে ভালো যাতে কেউ দরুদ ও ছালামকে আযানের অংশ না ভেবে নেই।

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে কেউ যদি আযানের আগে দরুদ ছালাম পড়ে তাকে নিষেধ করা যাবে না।

অনেকে বলতে চাইছেন আযানের আগে ও পরে দরুদ পাঠ করলে সেটি আযানের অংশ হয়ে যায় তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন আপনারা যে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের পর "সদাকাল্লাহুল আজিম"পড়েন এটা আপনাদের দলিল মতে কোরানের আয়াতেরবৃদ্ধি নয়....?? যদি তা না হয় তাহলে আযানের আগে ও পরে দরুদ পড়লে তা আযানের শব্দ কিভাবে বৃদ্ধি করল...!!

আযানের পরে দরুদ পাঠের ব্যাপারে কিছু হাদীস ও রয়েছে, যেমন ---হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম)বলেছেন হে

মুসলমানেরা যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন তার অনুরূপ শব্দ তোমরাও বলবে।

অতঃপর যখন আযান শেষ হবে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে।
কেননা যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে তাকে আল্লাহ ১০টি নেকী বা প্রতিদান দান করবেন। [মুসলিম, মেশকাত]

.... * ....

যে সময় দরুদ পড়া যাবেনা

(1)সাত জায়গায় দরুদ পাঠ করা মাকরুহ

- **স্ত্রী সহবাসের সময়**
- **প্রস্রাব পায়খানার সময়**
- **ব্যবসায়ীক সামগ্রী প্রসিদ্ধির জন্য**
- **ধোঁকাবাজি করার সময়সময়**
- **হতবাক হওয়ার স্থলে**
- **জবেহর সময়**
- **হাঁচি আসার সময়**

.... * ....

কখন কখন দরুদ শরীফ পড়তে হবে

১ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক নিলে বা শুনলে।

২. মদিনা পাকের ঘর বাড়ি বা গাছ পালা দেখতে পেলে। মুস্তাহাব হলো দরুদ শরীফ বেশি বেশি করে পড়তে হবে এবং যত বেশি নিকটবর্তী হতে থাকবে দরুদ শরীফ ও তত বেশি পরিমাণে পড়তে থাকবে।
(আল্লামা সাখাবি ও ফাজায়েলে দরুদ জাকারিয়া)

৩. আজান শোনার পর

৪. মসজিদে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় (গুনিয়াতুত তালেবীন)

৫. অজু ও তায়াম্মুম শেষ করার পর।

৬. ফরজ গোসল ও হায়েজ হতে পাক হওয়ার পর।(আল্লামা সাখাবি)

৭. প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্মিলিত কাজ যা দরুদ ও জিকির ছাড়াআরম্ভ হয় তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে (মাত্বালিউন মসাররাত)

৮. কোন মজলিশে বসলে(কওলুল বদী)

৯. মাশরুমের নতুন কোন ফল দেখলে, ফুলের গন্ধ শুঁকলে।

১০. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন তাবাররুকাত দেখলে

১১. দিন- বৃহস্পতিবার রাত ,জুম্মার দিন ,শনিবার ,রবিবার

……….. * ………..

ফায়যানে দরুদ ও সালাম

১. পাঠ কারীর অন্তরে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত সৃষ্টি হয়।

২.মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠকারী কে ভালবাসেন।

৩. হুযুর আলাইহিস সালাতু সালাম এর জিয়ারত লাভ হয়।

৪. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য লাভ হয়।(তিরমিযি)

৫ পাঠক ও তার পিতার নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বারগাহে পেশ করা হয়।(জযবুল কুলুব)

৬ বালা মুসিবত রোগ-ব্যাধি ও ভয় ভীতি দূর হয়।

৭. শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয়।

৮. হৃদয় প্রাণ ও আসবাবপত্র এবং ধন-সম্পদের পবিত্রতা হাসিল হয়।(জযবুল কুলুব)

৯. পাঠকারী সচ্ছল হয়ে যায়, বরকত সমূহ অর্জিত হয় এবং চার পুরুষ পর্যন্ত বরকত থাকে। (জযবুল কুলুব)

১০. পারিশানি দূর হয়, দুঃখ দূর হয়। (মিশকাত)

১১ .গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।(মিশকাত)

১২. পুলসিরাতের উপর অন্ধকারের সময় দরুদ শরীফ নুর হবে এবং সাবিত কদম থাকবে।(জামেউস সাগীর)

১৩. বেশি দরুদ ও সালাম পাঠ কারী আরশের ছায়া পাবে। (আফজালুস সালাওয়াত আলা সাইয়েদিস সাদাত)

১৪ . জান্নাতের সর্বাপেক্ষা বেশি হুর পাবে যে বেশি দরুদ শরীফ পড়বে।

১৫. সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত নসিব হবে। (সাআদাতুদ্দারাইন)

১৬. কিয়ামতের দিন পিপাসিত হবে না। (ফায়জানে সুন্নাত)

১৭. যতক্ষণ দরুদ পাঠ করে ফেরেশতাগণ ততক্ষণ তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন। (মুসনাদে ইমামে আজম)

১৮. প্রেমিকদের দুরুদ হুজুরে পাক আলাইহিস সালাতু সালাম নিজে শুনেন। (দালাইলুল খাইরাত)

১৯. তাকে নেফাক্বী ও দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

২০. ওই ব্যক্তির দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে

দেওয়া হবে। (আত্তার গীব ওয়াত্তার হীব)

২১. দোয়া কবুল হয় দুই দারুদের মাঝে।

২২. বেশি পরিমাণ দরুদ পাঠ কারীকে কেয়ামতে শহীদের সঙ্গে উঠানো হবে।(আত্তার গীব ওয়াত্তার হীব)

২৩. বেশি পরিমাণে দরুদ ও সালাম পাঠ কারীর বিপদ আপদ দূর হয়। (আল কওলুল বাদী)

২৪. পাঠকারী কে বনের পশুরা ও সম্মান করে।(ফায়জানে সুন্নাত)

২৫. স্বপ্নেও জাগরনে নবীয়্যে আখিরুজ্জামাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিদার লাভ হয়।

২৬. কথার প্রভাব বৃদ্ধি পায়, বাক্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। গালিগালাজ ও গীবত থেকে বাঁচা যায়।

২৭. ইলম অনুযায়ী আমল করার তৌফিক হয়।

২৮. নেক কাজের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। দিল জিন্দা হয় বা তৌফিক লাভ হয়।

২৯. বেশি দরুদ পাঠ কারীর আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ হবে।

৩০. বেশি দরুদ শরীফ পাঠ কারী বখিল হবে না।

৩১. কিয়ামতের লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে যাবে।

৩২. মালায়ে আলাতে ওই ব্যক্তি প্রশংসা হয়।

৩৩ . ওই ব্যক্তির বয়সে ও সময়ে আল্লাহ বরকত আতা করেন।

৩৪. মিজানের পাল্লা ভারী হবে।

৩৫. ব্যবহার ভদ্র হয়, রাগ কমে যায়। তাবিয়াত এর নর্মি সৃষ্টিহয়, টেনশন হাই ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

৩৬. ব্রেনের সমস্যা দূর হয়, স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।

৩৭ . ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়।

৩৮. দরুদ স্বয়ং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে।

৩৯. বেশি পরিমাণ দরুদ ও সালাম পাঠ কারীর লাশ পর্যন্ত পচে না।

৪০ . দরুদ শরীফ এমন এক মাধ্যম যা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

৪১. একবার দরুদ পড়লে দশটি নেকী লেখা হয়, দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়, ১০ টি দরজা বুলান্দ করা হয়, দশটি রহমত নাযিল করা হয়, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ দশবার দরুদ প্রেরণ করেন এবং সমস্ত ফেরেশতা রা দশবার তার জন্য দোয়া করবে। অথবা আল্লাহ ৭০ টি রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতারা ৭০ বার দোয়া করেন।

৪২. যে দরুদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দরুদ প্রেরণ করেন। যে সালাম পরে আল্লাহ তার ওপর সালামতি নাযিল করেন।

৪৩. জুলুম, নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

৪৪. দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।।

৪৫. আর্থিক সংকট দূরীভূত হয়ে যায়।

৪৬. ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ হয়।

৪৭. ফেরেশতাগণ দরুদ শরীফ পাঠ কারী কে ঘিরে থাকে।

৪৮. দরুদ ও সালাম এর জবাব হিসাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কল্যাণ ও শান্তির জন্য দোয়া

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

করেন।

৪৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সহজে হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সওয়াবের পাল্লা ভরপুর করে দেওয়া হয়।

৫০. দরুদে পাক সমস্ত পেরেশানি দূরীভূত করার জন্য এবং সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

৫১. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য লাভ হবে জান্নাতের দরজায়।

৫২. চোখের পলক মারতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

৫৩ . বেশি পরিমাণে দরুদ ও সালাম পাঠ কারি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এর স্পর্শ লাভে ও ধন্য হয়। তার হাত মুবারক থেকে তাবাররুকও পাওয়া যায়। মদিনা শরীফ ও যাওয়া নসিব হয়।

৫৪. দরুদ পাঠের ফলে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

যা থেকে কাফেররা ঈমান প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্ণ ও রুপা সৃষ্টিহয় দুনিয়াতে।

৫৫. দরুদ শরীফ ই সব দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং গুনাহের কাফফারা হবে।

৫৬. বেশি পরিমাণ দরুদ পাঠ করা সুন্নির পরিচয়।

৫৭ . তরিক্বত পন্থীদের জন্য দরুদ শরীফের ওজিফা মহা বিজয়ের কারণ।

৫৮. বেশি পরিমাণে দরুদ পাঠ কারী কবরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চিনতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে।(ইনশাআল্লাহ)

৫৯ . যখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর সঙ্গে কিয়ামতে সাক্ষাৎ হবে তখন মহান রব সন্তুষ্ট থাকবেন ওই ব্যক্তির প্রতি যে বেশি দরুদ পাঠ

কারী হবে।

৬০. হাওযে কাওসার এ হুজুর আলাইহিস সালাম তাকে চিনবেন । কেয়ামতের দিনে শহীদের সাথে থাকবে।

৬১. অল্প আমলেই কঠিন থেকে কঠিন সমস্যা ও মুসিবত দূর হয় এবং সমস্ত প্রয়োজন আদি পূরণ হয়।

৬২. ১ লাখ ৬০০০০ হজের সওয়াব হয় একবার দরুদ পড়লে।

৬৩. মজলিসে দরুদ পড়লে কিয়ামতের নুর হবে।

৬৪ . সে দোযখে যাবে না।

৬৫ . মুসাফার সময় দরুদ পড়লে আগে ও পরে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

৬৬. একবার দরুদ পড়লে ওহুদ পাহাড় এর

সমান নেকী দেওয়া হয়। (কওলুল বাদী)

৬৭. দরুদ ও সালাম এর মেহফিলে প্রচন্ড হারে দোয়া কবুল হয়।

৬৮. তার মৃত্যুর সময় সমস্ত সৃষ্টি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৬৯. আল্লাহ মানুষের মনে তার প্রতি ভালোবাসার ঢেলে দেন, আর মুনাফিক ছাড়া কেউ তার প্রতি শত্রুতা রাখে না।

৭০. এক বার দুরুদ পড়লে তিনদিন পর্যন্ত কাঁধের দুই ফ্যারিস্তা কোন গুনাহ লেখেন না।

৭১. শবে বরাত এর মধ্য রাতে ইস্তেগফার এর পরে দরুদ শরীফ পড়লে দোয়া কবুল হয়।

৭২. জুম্মার দিনে ১০০ বার দরুদ পড়লে ৮০

বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন তার সাথে এমন একটি নুর থাকবে যদি তা সমস্ত সৃষ্টি কে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।

৭৩. ফুল শুঁকে চোখে লাগিয়ে দরুদ পড়লে ফুলটি মাটিতে রাখার আগেই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৭৪. কোন সময় সাদকা দিতে না পেরে দরুদ পড়লে তা সাদকার কায়েম মুকাম হয়ে যায়।

৭৫. লোকের গীবত থেকে বাঁচা যায় এবং লোকেরাও পাঠকারীর গীবত করে না।

৭৬. বেশি দরুদ পাঠ কারী কে মুস্তাযাবুত দোয়া বানিয়ে দেওয়া হয়।

৭৭. বন্ধু বান্ধব প্রিয় জন ও আত্মীয়-স্বজনদের

সাথে সাক্ষাতের সময় দরুদ পড়লে পরস্পরের মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

৭৮. কোন দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার সময় দরুদ পড়লে সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং বরকত হয়।

৭৯. মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দরুদ পড়লে মৃতব্যক্তির আরাম হয়।

৮০. ওয়াজ করার সময় দরুদ পড়া ইলম বৃদ্ধির আলামত।

৮১. কবরস্থানে ঢোকার সময় দরুদ পড়ার দ্বারা ক্ষমা লাভ হয়।

৮২. বিবাহের সময় দরুদ শরীফ পড়লে নতুন স্ত্রীর সাথে মহব্বত বেশি হয় ।কল্যাণ ও বরকত লাভ হয়।

৮৩. দরুদ শরীফ হলো যাকাত ও পবিত্রতা,

গরিব লোকের জন্য সদকার সমতুল্য।

৮৪. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম দোয়া করেন দরুদ ও সালাম পাঠকারী দের জন্য।

৮৫. দরুদ সবচেয়ে উত্তম আমল। দিন ও দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি উপকৃত আমল।

৮৬.শহীদের সওয়াব পাওয়া যায় গুনাহের জাররাও বাকি থাকে না।

কাবে কে বাদরুদ্দুজা তুমপে কারোড়ো দুরুদ
তাইবা কে শামসুদ্দুহা তুমপে কারোড়ো দুরুদ
আশ হে না কোই পাশ এক তুমহারি হে আশ
বাস এহি হে আশরা তুমপে কারোড়ো দুরুদ।

……….. * ………..

জিকরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই প্রকৃতপক্ষে জিকিরে খোদা আযযা ওয়া জাল্লাহ

অ রাফা না লাকা জিকরাক -আমি আপনার আলোচনা কে সমুন্নত করে দিয়েছি (সূরা - ইনশিরাহ)

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন --একদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করলেন আমার ও আপনার রব জিজ্ঞেস করেছেন কোন জিনিসের সাথে আপনার মর্যাদা কে সমুন্নত করেছেন। আমি বললাম এর সম্পর্কে আল্লাহ পাক ই সর্বাধিক অবহিত। তখন জিবরাঈল আলাইহিস

সালাম বললেন আল্লাহ বলেছেন আপনার নাম আমার নামের সাথে উচ্চারিত হবে।
(ইবনে আবি হাতেম তাফসীরে~ ইবনে আবি হাতেম, ইমাম সিউতি~দূররে মনসুর ,শিফা শরীফ)

২. ইমাম ইবনে আতা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি পরিপূর্ণ ঈমানকে নির্ভরশীল করেছি আমার নামের সাথে আপনার(রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামের উচ্চারণ এর বিধান দিয়ে। অর্থাৎ আপনার নাম বাদ দিয়ে শুধু আমার ওপর ঈমান আনলে কখনো মুমিন হবে না। তিনি আরও বাড়িয়ে বলেছেন, শুধু তাই নয় আপনার জিকির কে আমার জিকির অর্থাৎ যে আপনার যিকির করল সে মূলত আমার ই জিকির করল। আপনার নাম বাদ দিয়ে আমার জিকিরে কোন লাভ হবে না।(আশ শিফা)

৩. ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বলেন,আল্লাহ বলেন, যে রিসালাতের সাথে আপনার জিকির করল সে মূলত রাবুবিয়াতের সাথে আমার জিকির করলো ।(আশ শিফা)

৪. হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহান আল্লাহর বাণী "আলা বি জিকরিল্লাহি তাতমায়িন্নুল কুলুব " শুনে নাও আল্লাহর জিকিরে অন্তরে প্রশান্তি রয়েছে (সূরা রাদ) অর্থ হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের স্মরণ দ্বারা অন্তরকে প্রশান্ত করে নেওয়া।(আশ শিফা)

৫. ইমাম সাখাবী আলাইহির রাহমা বলেন যেহেতু দরুদ শরীফ আল্লাহর জিকির ও হুজুরের দরুদের ও সমষ্টি কাজেই শুধুমাত্র দরুদ পড়লে আল্লাহ পাক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করে দেন। (কওলুল বাদী, ফাজায়েলে দরুদ)

.... * ....

দরুদ শরীফে যা যা আছে

১.আল্লাহর জিকির।বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'আল্লাহুম্মা' দিয়ে। বহু সুফিয়ানে কেরাম আল্লাহুম্মা শব্দটিকে ইসমে আজম মনে করেন।আমরা অনেক মাসনুন দোয়ার আগে আল্লাহুম্মা শব্দটি দেখতে পায় বিশেষ করে হেফাজতের দোয়ার আগে। অনেক আল্লাহর ওলীদের ধারণা মতে কেউ যদি আমাদের রব কে 'আল্লাহুম্মা' বলে স্মরণ করল সে যেন সমস্ত আল্লাহ পাকের সমস্ত পবিত্র নামের মাধ্যমে স্মরণ করল।

২. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিকির।অনেক দরুদে হুজুর আলাইহিস সালামের যাত ও সিফাতের ব্যাপারেও বর্ণনা থাকে।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর জন্য দোয়া এবং তার আহলে বাইতের (বংশধর) জন্য দোয়া।

৪. বহু দরুদে হুজুর আলাইহিস সালাম এর সাহাবীদের জন্য দোয়া রয়েছে।রয়েছে।

৫. কিছু দরুদে মুমিন- মুমিনাত, মুসলিমিন- মুসলিমাত দের জন্য দোয়া রয়েছে।

. ইমাম সাখাবী আলাইহির রাহমা বলেন যেহেতু দরুদ শরীফ আল্লাহর জিকির ও হুজুর আলাইহিস সালামের দরুদের ও সমষ্টি কাজেই শুধুমাত্র দরুদ পড়লে আল্লাহ পাক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করে দেন।
(কওলুল বাদী, ফাজায়েলে দরুদ)

.... * ....

দরুদের মেহফিল

১. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তির জুম্মার দিনে বা রাতে আমার ওপর ১০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তার ১০০ টি হাজাত(চাহিদা)পূরণ করেন ।৭০টি আখেরাতে আর ৩০ টি দুনিয়াতে। (শূয়াবুল ঈমান, ওয়াযাইফ এ হাশেমীয়া)

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জুম্মার দিনে ও রাতে আমার ওপর বেশি পরিমাণে দরুদ প্রেরণ করো, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে। আমি তোমাদের পক্ষ থেকে দোয়া ও ইস্তেগফার করি। (ওয়াযাইফ এ হাশেমীয়া)

৩. নাবীয়ে আখিরুজ্জামাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ দরুদ এর ওপর একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন যে আমার রওজাতে তা পৌঁছায়। যেমন তোমাদের নিকটে হাদিয়া আনা হয় তেমন ভাবে তার নাম বংশ এবং সম্প্রদায়ের নাম আমাকে বলা হয়। আমি সেটা সাদা সহীফায় (পুস্তিকা বিশেষে) তা সংরক্ষন করি।

(সুররুল কুলুব, ওয়াযাইফ এ হাশমীয়া)

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি জুম্মার দিন আমার ওপর ১০০ বার দরুদ পাঠ করে যখন কেয়ামতের দিন আসবে তখন তার সাথে এমন একটি নুর থাকবে যে, যদি তা সমস্ত সৃষ্টি কে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।

(দালাইলুল খাইরাত, ফায়জানে সুন্নাত)

৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার ওপর জুম্মার দিন ও জুম্মার রাতে দরুদে পাক বেশি পরিমাণে পাঠ করে নাও। কেননা অবশিষ্ট দিনগুলিতেও ফেরেশতারা তোমার দরুদে পাক পৌঁছাতে থাকে কিন্তু জুম্মার দিন ও রাতে যে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তা আমি নিজেই শুনে থাকি। (নুজহাতুল মাজালিস, ফায়জানে সুন্নাত, ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানি , হুজ্জাতুল আলামিন)

৬. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জুম্মার দিন ও জুম্মার রাতে আমার ওপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করো। কেননা যে এমনটি করবে আমি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।
(জামে ই সগির ,ফায়জানে সুন্নাত ,শুয়াবুল ঈমান)

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, যে ব্যাক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করল নিঃসন্দেহে সে নিজের সত্তার উপর রহমতের ৭০ টি দরজা খুলে নিল। আল্লাহ মানুষের মনে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। সুতরাং তার সাথে সেই শত্রুতা রাখবে যার অন্তরে মুনাফিকি থাকবে। (কাশফুল গুম্মাহ, ফায়জানে সুন্নাত)

৮. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জামায়াত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে ফেরেশতারা সেটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে নেয়। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়। তাদের ওপর সাকিনা নাযিল হয়। আর আল্লাহ নিজের মজলিসে গর্ব করে তাদের আলোচনা করেন । (দূররে মানসুর, তিরমিজি ,হীসনে হাসিন, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

৯. সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যেসব লোক আল্লাহর জিকিরের জন্য জমায়েত করে আর তাদের উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের হয়। তবে আসমান থেকে একটা ফারিস্তা আহবান করে বলে তোমাদের কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের পাপ গুলোকে পূণ্যে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছে। (তাবারানী, দূররে মানসুর, ফায়জানে সুন্নাত ,আহমদ)

১০. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কিছু লোকের হাশর এমনভাবে করবেন যে তাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। তারা মতির মিম্বারে বসা থাকবে। অন্যান্য লোক তাদের প্রতি ঈর্ষা করতে থাকবে তারা নবী ও হবেন না শহীদ হবেন না। কেউ আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবস্থা বলে দিন যাতে আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। তিনি বললেন তারা ঐ সমস্ত লোক

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হবে যারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং বিভিন্ন খানদান থেকে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়েছে।
(দুররে মানসুর , তারগীব , তাবরাণী)

১১. জান্নাত ইয়াকুত পাথরের খুঁটি সমূহ হবে।এর উপর যাবারজাস (যুমুররুদ) পাথরের বালাখানা হবে।এতে চারিদিকে দরজাসমূহ খোলা থাকবে। এটি অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝলমল করতে থাকবে। এই সব বালা খানার মধ্যে ওই সব লোক থাকবে যারা একে অপরের সহিত আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখে। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে এক জায়গায় জমা হয় এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। (জামে সগীর , মিশকাত)

১২.সাহাবী হযরত আবু রাযীন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন তোমাকে দিনের শক্তি

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বৃদ্ধিকারী বস্তু বলে দেবো কি ? যার দ্বারা তুমি উভয় জাহানের ভালাই লাভ করবে। এটি হল জিকিরের মজলিস এটিকে মজবুত করো। আর যখন তুমি একাকী হও তখন যত পারো আল্লাহর জিকির করতে থাকো।

১৩. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমিয়েছেন-- তোমরা যখন জান্নাতের বাগান সমূহের কাছ দিয়ে যাও তখন সেখানে খুব বিচরণ করো । কেউ আরজ করল হে রাসূলাল্লাহ জান্নাতের বাগান সমূহ কি ? এরশাদ ফরমালেন জিকিরের হালকা সমূহ। (আহামাদ ,তিরমিজি)

১৪. কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন মেহফিল যদি হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, তবে সেই মেহেফিল থেকে এক সুগন্ধ বের হয় যা

আসমান পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন ফেরেশতারা বলেন এটি হলো সেই মেহফিল যাতে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করা হচ্ছে ।

(দালাইলুল খাইরাত)

……….. * ………..

দরুদ শরীফের মাহফিলে যেতে নাবী মুস্তাফা ﷺ হুকুম দিয়েছেন

হযরত রশিদ আত্তারর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আবু সায়িদ খাইয়্যাত রহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্জনে অবস্থান কারী বুযুর্গ ছিলেন। লোকজনের সাথে মেলামেশা একেবারে বন্ধ

করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর হযরত আবু সায়ীদ খাইয়্যাত কে লোকজন অস্বাভাবিক ভাবে ইবনে রশীক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে আসা যাওয়া করা দেখতে পাই। এটা দেখে সকলে আশ্চর্য বোধ করল এবং হঠাৎ করে মজলিসে আসার কারণ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন আমার স্বপ্নে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিয়ারত করেছি।আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইবনে রশীক্ব রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহির মজলিসে যাও কারণ সে তার মাহফিলে আমার ওপরে বেশি পরিমাণে দরুদ পাঠ করে।(কওলুল বদী)

দরুদ শরীফ এর মহফিল করার পদ্ধতি

(আপনারা চাইলে অনুসরণ করতে পারেন)

১) পবিত্র স্থানে, সুগন্ধি দ্রব্য ছিটিয়ে নিন।

২) বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি বা আপনাদের সুবিধা মতো সপ্তাহের যে কোনো দিন করতে পারেন।

৩) আমরা হলকায়ে দরুদে কোনো রকম খাবারের ব্যবস্থা করিনি যাতে খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কারণে মেহফিল বন্ধ না হয়ে যায়।

৪) মোটামুটি এভাবে পরিচালিত হয়--
প্রথমে ইস্তেগফার --৫ মিনিট
তারপর, কুরআন তিলাওয়াত --১০ মিনিট
তারপর দরুদ শরীফ --২৫ মিনিট
তারপর হামদ/ নাত/ মানকাবাত-- ১০ মিনিট
কোনো ইসলামিক কিতাব স্টাডি--১০ মিনিট
সালাম ও মুনাজাত--১৫ মিনিট

একসাথে পড়া যেতে পারে

ইস্তেগফার---

استغفر الله هل اجي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حيل يا قيوم

আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ইয়া হাইয়্যুল ইয়া ক্বাইয়্যুম।

জিকির-

لا اله الا الله محمد رسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

দরুদ--

اللهم صلي على سيدنا و مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদেনা ওয়া মওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।।

الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك ياحبيب الله

আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ
আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবীব আল্লাহ।।

مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

মওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়িমান আবাদান
আলা হাবিবিকা খাইরি খলকী কুল্লি হিমি ।।

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।।

……….. * ………..

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

৪২টি দরুদের উচ্চারণ ও ফজিলত

১. কাদেরীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠ দুরূদ শরীফ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লি সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম)

ফযিলত: এই দুরূদ শরীফ সকাল ও সন্ধ্যা একশত বার পাঠ করলে বিপদ আপদ দূর হয়।

* বারা গদ্দির ওজিফা দুরুদ *

اللهم صلي على سيدنا و مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবীয়্যাকা ওয়া হাবিবাকা ওয়া রাসুলাকান নাবীয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবীহী আজমাঈন।।

২. জিয়ারতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম :-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلٰي جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلٰي قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা রুহি মুহাম্মাদিন্ ফিল আরওয়াহি ওয়ালা জাসাদিহি ফিল আজসা-দি ওয়ালা ক্বররিহি ফিল ক্বুবুর)

৩.যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্য পড়ুন:-

قَلَّتْ حِيْلَتِيْ اَنْتَ وَسِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ক্বল্লাত হিলাতী আন্তা ওয়াসিলাতি আদ্ রিকনি ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৪.হিসাব নিকাশ ও আযাব থেকে মুক্তি লাভের দরুদ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذّٰكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কুল্লামা যাকারা হুজ্জাকিরুনা ওয়া আলা মুহাম্মাদিন কুল্লামা গাফালা আন্ যিকরিহিল গাফিলু-ন)

ফযিলত: ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই দুরূদ শরীফ পড়তেন। এই দুরূদ শরীফের ওসিলায় হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তি পাবেন। বুযুর্গানে দ্বীন দের মতে প্রতিদিন ১১১ বার পাঠ করলে ঈমানের হিফাজত এবং ঈমানের সাথে ইন্তেকাল হবেইনশাআল্লাহ।

৫. দরুদ এ সাদক্বাহ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلٰي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সল্লি আলাল মু'মিনীনা ওয়া মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা

ওয়াল মুসলিমাতি)

ফযিলত: সাহিবে তাফসীরে রুহুল বয়ান বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করবে তার ধন-সম্পদ দিন রাত বৃদ্ধি হতে থাকবে। এর আরও ফযীলত হলো

(1)দুনিয়ার ফাকর দূর হয়,মনের ফাকর দূর হয় অর্থাৎ অভাব সমূহ দূর হয়ে যায় ।

(2) পড়নেওয়ালার বংশের জন্যও রিজিকের দরজা খুলে যায়।

৬. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির দরুদ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلٰي اٰلِهٖ كَمَا لَانِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা

সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল কামিলি ওয়া আলা আলিহি কামা-লা-নি হায়াতা লিকামালিকা ওয়া আদাদা কামালিহি)

ফযিলত: মাগরিব এশার মধ্যবর্তী সময়ে এই দুরূদ শরীফ পাঠ করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৭. ঈমানের সাথে মৃত্যু:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْطَلِقِ عِنَانِ جَوَادِ الاِيْمَانِ فِي مَيْدِانِ الاِحْسَانِ مُرْسِلاً مُرْشِدًا اِلٰي رِيَاحِ الكَرَمِهِ فِي رَوْضِ الجَنَانِ وَعَلٰي اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মুনতালিকি ইনানি জাওয়াদিল ঈমানি ফি মিদানিল ইহসানি মুরসিলাম্ মুরশিদান ইলা রিয়াহিল কারামিহি ফি রাওদিল জানানি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম)

ফযিলত: উক্ত দুরূদ শরীফের উছিলায় ঈমানের সহিত মৃত্যু নসিব হবে ইনশাআল্লাহ ।

৮.দরুদে গাউসিয়া:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিম মাআদিনিল যুদি ওয়াল কারামি ওয়া আলিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।)

ফযিলত: এ দুরূদ শরীফ পাঠ করলে- ১.জীবিকায় বরকত হবে ২.সমস্ত কাজ সহজ হবে ৩.মৃত্যুকালে কলেমা নসীব হবে ৪.প্রাণ বায়ু সহজে বের হবে ৫.কবর প্রশস্ত হবে ৬.কারো মুখাপেক্ষী থাকবেনা ৭.আল্লাহর সৃষ্টি তাকে ভালোবাসবে। (ইনশাআল্লাহ)

৯. দরুদে রাযাবিয়্যাহ:-

صَلّي اللهُ عَليٰ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلٰوةً
وَّسَلاماً عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله۔

(সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম সালাতাঁও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ)

ফযিলত: এ দুরূদ শরীফ প্রত্যেক নামায ও জুমার নামাযের পর খাস করে মদীনা মনোয়ারার দিকে মুখ করে ১০০ বার পাঠ করলে অগণিত ফযিলত অর্জন হয়।

১০.বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার দরুদ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اَنْبِيَائِكَ وَاَكْرَمِ اَصْفِيَائِكَ مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُوْرِهٖ جَمِيْعِ الْاَنْوَارِ وَصَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ وَصَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

(আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আফ্দালি আম্বিয়ায়িকা ওয়া আকরামি আসফিয়াইকা মান ফাদাত মিন্ নূরীহি জামিয়্যিল আনওয়ারী ওয়া সাহিবিল মুজিযাতি ওয়া সাহিবিল মাক্বামিল মাহমুদি সৈয়্যেদিল আওয়ালিনা ওয়াল আখিরিনা)

ফযিলত: এই দুরূদ শরীফ অধিক পরিমানে পাঠ করলে যে কোন অপকর্ম করা থেকে বাঁচতে পারবেন। ইবাদত বন্দেগীতে স্বাধ পাবেন।

১১. উভয় জাহানের নেয়ামত অর্জন:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَّسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّعَلٰي اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللهِ وَاَفْضَالِهٖ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহি আদাদা ইনআমিল্লাহি ওয়া আফদ্বালিহি)

ফযিলত: এই দুরূদ শরীফ পড়লে অগণিত নেয়ামত অর্জিত হয়।

১২. দরুদে শিফা:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلٰي اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন তিব্বিল কুলুবি ওয়া দাওয়া-ই হা ওয়া আফিয়াতিল আবদানি ওয়া শিফায়িহা ওয়া নুরীল আবছারি ওয়া দ্বিয়ায়িহা ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহ্বিহি ওয়া সাল্লিম)

ফযিলত: *এ দুরূদ শরীফ যে কোন জটিল ও কঠিন রোগ মুক্তির জন্য পড়া যাবে।

* প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ৩বার করে পড়লে অনেক রোগ থেকে নিরোগ থাকা যায়।

১৩. দরুদে শাফায়াত:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍوَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও আন্ যিলহুল মাক্বয়াদাল মুর্কারাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাতি)

ফযিলত: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পড়বে তার জন্য

আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

১৪.প্রিয় নবীর নৈকট্য লাভের উপায়:-

تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ كَا

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া ত্বারদ্বা লাহু)

ফযিলত: একদিন এক ব্যক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি তাকে সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং নিজের মাঝখানে বসালেন। তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন কেন উনাকে এত নিকটে বসালেন? তিনি বললেন যে সে এই দুরূদ শরীফ নিয়মিত পড়ে।

১৫. দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদ থাকার উপায়: -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَا فِي جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَّبِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম বি আদাদি মাফি জামিয়িল কুরআনই হারফান্ হারফাঁও ওয়া বি আদাদি কুল্লি হারফিন আলফান আলফান)

ফযিলত: যিনি কোরআন তেলাওয়াতের পর এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদ থাকবেন।

১৬. হাজত পুরনের একটি দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِي السَّارِىْ فِي جَمِيْعِ الْاٰثَارِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদি নিন্ নূরিয্ যাতিস্ সারি ফি জামিইল আসারি ওয়াস সিফাতি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম)

ফযিলত: ৫০০ বার পড়লে যে কোন নেক হাজাত পূর্ণ হবে। ইনশা আল্লাহ

১৭. নেকবখত হওয়ার দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ صَلٰوةً دائمة بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি

সালাতান্ দায়িমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ)

ফযিলত: শায়খুদ দালাইল সৈয়দ আলী বিন ইউসুফ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি থেকে বর্ণনা করেন, এ দুরূদ শরীফ ১বার পড়লে ছয় লক্ষ দুরূদ শরীফের ছাওয়াব মিলবে। যিনি ১০০০ বার পড়বে দুনিয়া ও আখিরাতে নেক্ বখ্ত হবে।

১৮. এগার হাজার দুরূদ শরীফ পড়ার ছাওয়াব:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلٰوةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّهُوَ لَهَا اَهْلٌ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহি ছালাতান আনতা লাহা আহলুও ওয়া হুয়া লাহা আহলুন)

ফযিলত: হাফিজ আল্লামা সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি

আলাইহি থেকে বর্ণিত এই দুরূদ শরীফ ১বার পড়লে এগার হাজার বার পড়ার ছাওয়াব মিলবে।

১৯ অন্য একটি দুরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَّسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَا لِ اللهِ وَكَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহি আদাদা কামালিল্লাহি ওয়া কামা ইয়ালিকু বি কামালিহি)

২০. মুখের দুর্গন্ধ দূর করার উপায়:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলান নবিয়্যিত ত্বাহিরি)

ফযিলত: এক নিশ্বাসে ১১বার এই দুরূদ শরীফ পাঠ করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় বলে কথিত আছে।

২১. বৃষ্টির সময় এই দুরূদ শরীফ পড়ুন:-

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَّسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ علٰی اٰلِہٖ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ الْأَمْطَارِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন্ বি আদাদি ক্বাতরাতিল আমতার)

২২.**অন্তরকে আলোকিত করার উপায়:-**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُوْرِ الاَنْوَارِ وَسِرِّ الاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الاَبْرَارِ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নূরীল আনওয়ারি ওয়া র্সিরিল আসরারি ওয়া সাইয়্যিদিল আবরার)

ফযিলত: এ দুরূদ শরীফ নিয়ামিত পাঠ করলে নিজ ক্বলবে নূর পয়দা হবে।

২৩. আশি বছরের গুনাহ মাফ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিই ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ফযিলত: রাসূলে পাক ইরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর ৮০বার এই দুরূদ শরীফ পড়বে আল্লাহ তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

২৪. মাগফিরাতের দুরূদ শরীফ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম)

ফযিলত: তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান --যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পড়বে যদি দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে এবং বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

২৫. সারাদিন দুরূদ শরীফ পড়ার ছাওয়াব:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ فِي اَوَّلِ كَاَيمِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اَوْسَطِ كَاَ مِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اٰخِرِ كَاَ مِنَا

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ফি আউয়ালি কালামিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ফি আওসাতি কালামিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ফি আখিরি কালামিনা।)

ফযিলত: যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ দিনে ৩বার এবং রাতে ৩বার পাঠ করবে সে যেন দিন-রাত দুরূদ শরীফ পড়ার ছাওয়াব পবে।

২৬. দরূদে মাহী:-

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ اَفْضَلِ الْبَشَرِ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمِ الْحَشَرِ وَالنَّشَرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰي جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন খাইরিল খালায়িক্বি আফদ্বালিল বাশারি শাফীয়িল উম্মাতি ইয়াওমাল হাশারি ওয়ান্নাশরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বিআদাদি কুল্লি মালুমিল্লাকা ওয়া সাল্লি আলা জমীয়্যিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীনা ওয়াল মালায়িকাতিল মুর্ক্বারাবীনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীনা ওয়ারহাম্না মাআহুম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীনা।)

ফযিলত: * খুব কঠিন বিপদে কিংবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে ক্রমবৃদ্ধি করে ২১ দিন বা ৪১

দিনে সোয়া লক্ষ বার এই দুরূদ শরীফ পড়িলে সাথে সাথে ফল পাওয়া যায়।

*প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর ৭বার পড়লে স্বাস্থ্য অটুট থাকে, দেহশ্রী লাবণ্যময় থাকে এবং বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

২৭. দরূদে তুনাজ্জিনা:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰيٰ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰيٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰيٰ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصىٰ الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ- اِنَّكَ عَلٰيٰ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লি সায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান তুনাজ্জিনা বিহা মিন

জামীয়িল আহ্ওয়ালি ওয়াল আফাত, ওয়া ত্বাক দিলানা মিন জামীয়িল হাজাত। ওয়া তুতাহ্হিনরুনা বিহা মিন জামীয়িস্ সাইয়্যিআত। ওয়া তারফাউনা বিহা ইন্দাকা আ আলাদ্দারাজাত। ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আকসাল গাইয়াত মিন জামীয়িল খাইরাত ফিল হায়াতি ওয়া বাদাল মামাত। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীরুন।বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন

ফজিলত :

দালাইলুল খাইরাতের শরাহ 'মানাহিজুল হাছানাত' নামক কিতাবে রয়েছে ইবনে ফাকেহানী স্বরচিত 'ফজরে মুনির' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ সালেহ মুসা নামী একজন দৃষ্টিহীন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আমার নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, একদিন একটি জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ জাহাজে আমি নিজেই ছিলাম।

তন্দ্রাবস্থায় আমি হঠাৎ দেখলাম, হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ দরূদশরীফ শিক্ষা দিলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, জাহাজে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ যেন একহাজার মর্তবা এ দরূদশরীফ পাঠ করে নেয়। মাত্র তিনশ মরতবা এ দরূদশরীফ পাঠ করতে না করতেই জাহাজটি খোদার মর্জিতে বিপদ থেকে মুক্তি পেল। (আমালে রেজা)

* পাক সাফ স্থানে বসে ১হাজার বার পাঠ করলে গুরুতর মোকাদ্দামায় ও আশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়।

** প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের পর ১১বার এই দুরূদ শরীফ পাঠ করলে কখনো চাকরি যাবেনা ও রিযিক বন্ধ হবেনা।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

**হুজুর সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলেইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনের জন্য এ দরূদ শরীফ এশার নামাজের পর ১০০০ বার করে ৪০ দিন পড়বে ।

** সকাল সন্ধ্যায় ১০ বার করে পড়লে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন । সব ধরনের দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে ।

২৮. দরূদে খাইর:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰي اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীয়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।)

ফযিলত: যিনি সর্বদা এই দুরূদ শরীফ আমল করবেন- তিনি অবশ্যই দেশের সর্দার হবেন। যদি তা না হয়, তবে অন্তত স্বীয় বংশের সর্দার রূপে বা শ্রেষ্ঠ ধনী রূপে ইজ্জত পাবেন। প্রত্যহ চাশ্ত নামাযের পর ২১বার পড়লে ইন্শাআল্লাহ ধনী হয়ে যাবে।

২৯.দরূদে ফুতুহাত:-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا وَعَلٰي اٰلِهٖ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ يَابَاسِطَ الَّذِيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًاوَاسِعًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ - مِنَّةٍ مَّخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলিহি বি আদাদি আনওয়াইর রিজক্বি ওয়াল ফুতুহাতি ইয়া বা-সিতাল্লাযী ইয়াবসুতুর রিয্কা লিমাঁই ইয়াশাউ বিগাইরি

হিসাব।উসবুত আলাইনা রিয্কাঁও ওয়াসিআম্ মিন কুল্লি জিহাতিম মিন খাযায়িনি গাইবিকা বিগাইরি মান্নাতিম্ মাখলুক্বিম বিমাহ্দি ফাদ্বলীকা ওয়া কারামিকা বিগাইরি হিসাব)

ফযিলত: এই দুরূদ শরীফ ৩বার পাঠ করলে জীবনে কখনো অবনতি ঘটবে না ও ধনে-জনে সমৃদ্ধ শালী থাকবে।

২৯. দরূদে রুইয়াতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম):-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِيِّ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনি ন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি)

ফযিলত: হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অর্থাৎ বড় পীর সাহেব

রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু গুনিয়াতুত্তালিবীন এ লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে দুই রাকাত নফল নামাজ এই নিয়্যতে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১বার আয়াতুল কুরসী ও ১৫বার সূরা ইখলাস এবং নামাজ শেষে এই দুরূদ শরীফ ১০০০ বার পড়বে অবশ্যই সে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে। যদি ঐ রাতে না দেখে তবে ২য় শুক্রবার আসার পূর্বে দেখতে পাবে। এবং তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৩০. সাইয়্যেদা ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু রচিত দুরূদ শরীফ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مَنْ رُوْحُهُ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكَوْنِ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مَنْ هُوَ اِمَامُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادَ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মান রুহুহু মিহরাবুল আরওয়াহি ওয়াল মালাইকাতি ওয়াল কাউনি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মানহুয়া ইমামুল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মানহুয়া ইমামু আহলিল জান্নাতি ইবাদিল্লাহিল মুমিনীন।)

৩১. দরূদে নারিয়া বা সালাতে নারিয়া:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَي الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ الْكَرِيْمِ وَعَلٰي اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ছালাতান কামিলাতান ওয়া সাল্লিম সালামান তাম্মান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী তানহাল্লু বিহীল উক্বাদু ওয়া তানফারিজু বিহীল কুরাবু ওয়া তুক্বদ-বিহীল

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হাওয়ায়িজু ওয়া তুনালু বিহীর রাগাইবু ওয়া হুসনুল খওয়াতিমু ওয়া ইউস্ তাস্কাল গামামু বিওয়াজ হিহিল কারীম, ওয়া আলা আলিহী ওয়া ছাহবিহী ফী কুল্লি লাম্হাতিন ওয়া নাফাসিম বিআদাদি কুল্লি মালুমল্লাক্)

ফযিলত: দরুদে নারিয়া একটি শক্তিশালী দরুদ।এই দরুদ প্রত্যেকদিন পাঠকারী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে।
কঠিন রোগ,বিপদ-আপদ ও রিজিকে বরকত লাভের জন্য ও যে কোন আশা পূরণে কাজ করে।

৩২. দুনিয়াতে জান্নাত দেখার দুরূদ শরীফ:-

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰي حَبِيْبِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

(সাল্লাল্লাহু আলা হাবীবিহী মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

ফযিলত: যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ একাধারে এক হাজার বার পাঠ করবে, তার মৃত্যুর পূর্বে সে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে তার স্থান ও জান্নাতের ঘর দেখতে পাবে।

৩৩. দোজখের আযাব মাফ হওয়ার দুরূদ শরীফ:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَصْبَحْتُ اَشْهَدُكَ وَاَشْهَدُ حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتِكَ وَجَمِيْعِ خَلْقِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدً عَبْدَكَ وَرَسُوْلُكَ-

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আসবাহতু আশহাদুকা ওয়া আশহাদু হামালাতি আরশিকা, ওয়া মালাইকাতিকা, ওয়া জামী-ই খলক্বিকা ইন্নাকা আন্তাল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা আন্তা, ওয়াহ্দাকা লা-শারীকালাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা)

ফযিলত: হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম   ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ সকালে বা সন্ধ্যায় ১বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার এক চতুর্থাংশ দোজখের আজাব মাফ করবেন এবং দুইবার পাঠ করলে অর্ধেক আজাব মাফ করবেন এবং তিনবার পাঠ করলে তিন চতুর্থাংশ এবং ৪বার পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পূর্ণ দোযখের আযাব থেকে রেহাই দেবেন।

৩৪. দরূদে ফাতিহ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اَلْفَاتِحِ لِمَا اَغْلَقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِا لْحَقِّ وَالْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمُقْدَّرِهٖ الْعَظِيْمِ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, আল ফাতিহি লিমা আগ্লাক্বা ওয়াল খাতিমি লিমা সাবাক্বা, ওয়ান্ না-ছিরিল হাক্কি বিল হাক্কি ওয়াল হাদী ইলা সিরাতিক্বাল্ মুসতাক্বীম। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহী হাক্কা ক্বাদরিহী ওয়া মিক্বদারিহিল আযীম)

ফযিলত: ভীষণ মুসিবতে পড়লে ৫ ওয়াক্ত নামাজ বাদ এই দুরূদ শরীফ ১০০ বার এবং ইয়া লাত্বীফু ১০০ বার পাঠ করলে ইন্শাআল্লাহ যত বড় বিপদই হোক বিপদ মুক্ত হবে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হজ্জ- ওমরাহ যিয়ারতে গিয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে ১ বার পাঠ করেন তবে আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে। আর মদীনা শরীফে পড়ার সাওয়াব লিখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

৩৫. দরূদে জাওহারূল কামাল:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰي عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْيَاقُوْتَةِ
الْمُتَحَقِّقَةِ الْحَائِطَةِ بِمَرْكَزِ الْفُهُوْمِ وَالْمَعَانِيْ نُوْرِ الْاَكْوَانِ
الْمُتَكَوِّنَةِ الْأٰدَمِيِّ صَاحِبُ الْحَقِّ الرَّبَّانِيِّ الْبَرْقُ الْاَسْطَحُ بِمَزْنِ
الْاَرْيَاحِ الْمَائِلَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِّنَ الْبُحُوْرِ وَالْاَوَانِى نُوْرِكَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلٰي عَيْنِ الْحَقِّ -اللَّامِعُ الَّذِيْ مَلَائَةِ الْمَكَانِ
الَّتِي تَتَجَلّٰى مِنْهَا عُرُوْسُ الْحَقَائِقِ عَيْنِ الْمَعَارِفِ الْاَقْدَمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ -صِرَاطُكَ التَّامُّ اَقْوَمُ
الْكَنْزِ الْاَعْظَمِ اَفَاضَتُكَ مِنْكَ اِلَيْكَ اَحَاطَةَ النُّوْرِ الْمُسْطَلِمِ صَلّي
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً تَعْرِفُنَا بِهَا اِيَّاهُ-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা আইনির রাহমাতির রাব্বানিয়াতি। ওয়াল ইয়াকু-তাতিল মুতাহাক্বাক্বাতিল হা-য়িত্বাতি বিমারকাজিল ফুহুমি ওয়াল মাআনী, নূরিল আকওয়ানিল মুতাকাওয়ানাতিল আদিমি সাহিবিল হাক্বির রাব্বানী। আল বারক্বুল আস্ত্বাহি বিমান্যিল আরইয়াহিল মায়িলাতি লিকুল্লি মুতাআররিদ্বিম মিনাল বুহুরি ওয়াল আওয়ানি নুরিকাল ল্লামিউ ল্লাযী মালাআত্ বিহি কাওনুকাল হায়িত্বু

বিআম্কানাতিল মাকান।

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা আইনিল হাক্কিল্লাতী তাতাজাল্লামিনহা উরুসূল হাক্বায়িক্বি আইনুল মাআরিফিল আক্বদামি সিরাত্বুক্বাত্ তাম্মু আক্বওয়াম।

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা ত্বালআতিল হাক্কি বিল হাক্কিল্ কানাযিল আযমি আফাদ্বাতক্বা মিনক্বা ইলাইকা ইহাতাতিন্ নূরিল মুত্বালসামি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ছালাতান তারিফুনা বিহা ইয়্যাহু।

ফযিলত: যে ব্যাক্তি এই দুরূদ শরীফ অন্তঃকরণে ৭ বার পাঠ করবে, পাঠ কালীন অধিকাংশ সময় তার নিকট স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বিশিষ্ট চার সাহাবী রূহানি ভাবে উপস্থিত থাকবেন। এবং যে ব্যক্তি ৭ বারের অধিক পাঠ করবেন তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস ভাবে মহব্বত করবেন। আউলিয়ার দরজা লাভ করে দুনিয়া থেকে যাবেন। এবং যে নিদ্রার পূর্বে ৭ বার পড়ে পাক বিছানায় ঘুমাবে সে স্বপ্নে পেয়ারা নবীর দীদার নসীব হবে। সুবহানাল্লাহ

৩৬.দরূদে ইব্রাহীমী:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ
عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ-
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ
عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লি সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহীমা ওয়ালা আ-লি সয়্যিদিনা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লি সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহীমা ওয়ালা আ-লি সয়্যিদিনা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

ফযিলত-- এর ফজিলত অগণিত।এই দরুদ পাঠের ফলে সন্তান সন্ততি ও পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত প্রাপ্তি হয়। যাদের সন্তান হয়না বা সন্তান হয়ে মারা যায় তারা এই দরুদ পড়ে উপকার পাবেন। এর বরকতে খারাপ স্বভাব দূর হয়,পরহেজগারীতা অর্জন হয়। কিছু আল্লাহ ওয়ালাদের মতে হজ্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পড়লে হজ্ব নসীব হয়।

৩৭. বরকতময় দুরূদ শরীফ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوۃً دَائِمَۃً مَّقْبُوْلَۃً تُؤَدِّيْ بِهَا اَنَّ حَقَّهُ الْعَظِیْمِ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ছালাতান্ দায়িমাতান মাক্ববুলাতান তুওয়াদ্দী বিহা আন্না হাক্কাহুল আযীম)

৩৮.দরুদে তাজ:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالمِعْرَاجِ
وَالْبُرَاقِ وَالعَلَمِ دَافِعِ البَلَاءِ وَالوَبَاءِ وَالقَحَطِ وَالمَرَضِ وَالاَلَمِ
اِسْمُهُ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالقَلَمِ سَيِّدِ
العَرَبِ وَالعَجَمِ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي البَيْتِ
وَالحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدَّجٰى صَدْرِ العُلٰى نُوْرِ الهُدٰى
كَهْفِ الوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ
الجُوْدِ وَالكَرَمِ وَاللهُ عَاصِمُهُ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهُ وَالبُرَاقُ مَرْكَبُهُ
وَالمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهُ
وَالمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهُ وَالمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ
النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنَبِيْنَ اَنِيْسِ الغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ
العَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ العَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ
مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ
الحَرَمَيْنِ اِمَامِ القِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ

قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلىٰ الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نُوْرٍ مِنْ نُوْرِ اللهِ يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন, সাহিবিত্ তাজি ওয়াল মিরাজি ওয়াল বুরাক্বি ওয়াল আলাম। দা-ফিয়িল বালায়ি, ওয়াল ওবায়ি, ওয়াল ক্বাহাতি, ওয়াল মারাদ্বি, ওয়াল আলাম। ইসমুহু মাক্বতুবুন, মারফুউন, মাশফুউন, মানকূশুন, ফিল-লাওহি ওয়াল ক্বালাম। সায়্যিদিল আরাবি ওয়াল আজম। জিসমুহু মুক্বাদ্দাসুন, মুয়াত্তারুন, মতাহ্হারুন, মুনাও-ওয়ারুন, ফিল বাইতি ওয়াল হারাম। শাসছিদ্দুহা, বদরিদ্দুজা, সাদরিল-উলা, নু-রিল হুদা, কাহফিল ওয়ারা, মিসবাহিয্ যুলাম। জামীলিশ্ শিয়ামি শাফিয়িল উমামি, সা-হিবিল জু-দি ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছিমুহু, ওয়া জিব্রীলু খাদিমুহু, ওয়াল বুরাক্বু মারকাবুহু, ওয়াল

মিরাজু ছাফারুহু, ওয়া সিদরাতুল মুন্তাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বাবা ক্বাওসাইনি, মাতলুবুহু ওয়াল মাতলুবু, মাক্বসুদহু ওয়াল মাক্বসুদু মাওজুদুহু, সায়্যিদিল মুরসালীনা, খা-তামিন নাবিইয়্যীনা, শাফিয়িল মুযনিবীনা, আনীছিল গারীবীনা রহ্মাতাল-লিল আলামীনা, রহাতিল আ-শিক্বীনা, মুরাদিল মুশ্তাক্বীনা, শামছিল আ-রিফীনা, সিরাজিছ্ ছা-লিকিনা, মিছবাহিল্ মুর্ক্বারাবীনা, মুহিব্বিল্ ফোক্বারায়ি ওয়াল গোরাবায়ি, ওয়াল মাছাকীনা, সয়্যিদিছ্ ছাক্বলায়নি, নাবিয়্যিল হারামায়নি, ইমামিল ক্বিবলাতাইনি, ওয়াসীলাতিনা ফিদ্দারায়নি, ছাহিবি ক্বা-বা ক্বাওছাইনি, মাহ্বূবি রাব্বিল মাশরিকায়নি ওয়াল মাগরিবাইনি, জাদ্দিল হাসানি ওয়াল হুসাইনি (রাদ্বিআল্লাহু আন্হুমা) মাওলানা ওয়া মাওলাছ্ সাক্বলাইনি, আবিল ক্বাছিম মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহি নূরিম মিন নূরিল্লাহ। ইয়া আয়য়ূহাল মুশতাকুনা বিনূরি জামালিহী সাল্লু আলায়হি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা)

ফযিলত

1) চান্দ্রমাসের প্রথম জুম্মার রাত থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী এগারো রাত পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে পবিত্র জামাকাপড় পরে খুশবু লাগিয়ে ক্বিবলা মুখী হয়ে 180 বার এ পবিত্র ও বরকতময় দরুদ শরীফ পাঠ করে শয়ন করলে ইনশাআল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলেইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারাত লাভ করে ধন্য হবে ।

(2) ক্বালবের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভের জন্য প্রতিদিন ফজর নামাজের পর 7বার আসর নামাজের পর 3 বার এবং এশার নামাজের পর 3বার পাঠ করা যায় ।

(3) এ দরুদ শরীফ জাদু টোনা ও জিন শয়তানের প্রভাব থেকেও মুক্ত রাখে (11বার

পড়ে ফু দেবে)

(4) এ দরুদ শরীফ 11 বার করে পড়ে ফু দিলে মহামারী ও বসন্ত রোগগ্রস্তে বিশেষ উপকৃত হয় ।

(5) প্রত্যেক দিন ফজর নামাজ পর নিয়মিত ভাবে পড়লে রিয্ক প্রশস্ত হয় (প্রতিদিন 7বার পড়লে)

(6) ঈসালে সওয়াবের সময় খতম শরীফের মধ্যে এটি পাঠ করা যায় ।

(7) 21টি খোরমার প্রতেকটিতে 7বার করে পাঠ করে ফু দিয়ে প্রতিদিন একটি বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে খাওয়ালে অতঃপর স্ত্রী হায়য/মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন ও গোসল করার পর সহবাস করলে আল্লাহর অনুগ্রহে নেককার সন্তান জন্মলাভ করবে ।

(৪) গর্ভবতী মহিলার গর্ভজনিত কোনো অসুবিধা দেখা দিলে 7 দিন যাবৎ 7 বার করে লাগাতার পানির উপর ফু দিয়ে তা পান করানো হলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(9) পারস্পরিক শরিয়ত সম্মত বন্ধুত্ত স্থাপনের জন্য অর্ধরাতের পর ওজু করে খালেস অন্তঃকরণে 40 বার এ দরুদ শরীফ পাঠ করলে ভালো উদ্দেশ্য হাসিল হবার বিশেষ আশা করা যায়।

(10)কোনো আল্লাহর ওলীকে স্বপ্নে দেখতে চাইলে এই দরুদের ওজীফাতে তা সম্ভব।

(11)যেকোন উদ্দেশ্য পুরনে রাতের শেষার্ধে ওজু অবস্থায় 40 বার পাঠ করবে।

(12) সাপে দংশন করলে ক্ষতস্থান হাত বুলাতে বুলাতে পড়তে থাকবে। দরুদ শরীফ পাঠ শেষে

হাত ঝেড়ে নেবে। এভাবে যতক্ষণ বিশের প্রভাব না শেষ হয় ততক্ষণ পড়তে ও ঝাড়তে থাকবে তিনদিন পর্যন্ত।

(13) দুশমান , অত্যাচারী,হিংসুক, ওহাকিমের ক্ষতি এবং গরিবী ও দুঃখ দূর করতে ৪০দিন এশার নামাজ বাদ ৪১ বার করে পড়বে।

(14)মনের পবিত্রতা লাভের জন্য ফজরের নামাযের পর ৭বার, আছরের নামাযের পর ৩বার, ইশার নামাযের পর ৩ বার পড়তে হয়। এই দুরূদ শরীফ সর্বদা পড়লে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

৩৯. হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দুরূদ শরীফ:

صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَاَنْبِيَائِهٖ وَرَسُلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

(সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া আম্বিয়ায়িহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া জামীয়-ই খলকিহি আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলায়হি ওয়া আলায়হিম আস্সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।)

৪০.হযরত মুসা আলায়হিস সালামের দুরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَعْدَنِ الْأَسْرَارِ وَمَنْبَعِ الْأَنْوَارِ وَجَمَالِ الْكَوْنَيْنِ وَشَرَفَ الدَّارَيْنِ وَسَيِّدَ الثَّقَلَيْنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابَ قَوْسَيْنِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন খাতামুল্ আম্বিয়া-ই ওয়া মাদানিল আসরারি ওয়া মানবাইল আনওয়ারি ওয়া জামালিল কাওনায়নি ওয়া শরাফাদ্ দা-রায়নি ওয়া সায়য়াদাস্ সাক্বলায়নিল মাখসুসি বিক্বাবা

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কাওসায়নি।)

৪১.হাউজে কাউসারের পানি পান করার দুরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْحَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّهٖ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বায়তিহি ওয়া আসহারিহি ওয়া আরসারিহি ওয়া আশইয়ায়িহি ওয়া মুহিব্বিহি ওয়া উম্মাতিহি ওয়া আলায়না মাআহুম আজমাঈন ইয়া আরহামার রাহিমীন।)

ফযিলত: হযরত হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বলেন, আল্লাহর যে বান্দা এবং

রাসূলের যে উম্মত হাউযে কাউসারের পানি পরিতৃপ্ত সহকারে পান করতে চায়, সে যেন এই দুরূদ শরীফটি পাঠ করে।

.... * ....

হুজুর ﷺ এর বরকতময় নাম মুবারক

প্রত্যেক নামের পরে দুরূদ শরীফ পড়ে নেবেন।

১। ﷺ محمد, ২। احمد (আহমদ) [ﷺ],

৩। محمود (মাহমুদ), ৪। نور (নূর)

৫। منير (মুনির), ৬। اول (আউয়াল),

৭। اخر (আখির), ৮। ظاهر (যাহির)

৯। باطن (বাত্বিন), ১০। بر (বাররুন),

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

১১। رؤوف (রাউফুন), ১২। رحيم (রাহিমুন)
১৩। حق (হাককুন), ১৪। بين (বাইয়েনুন),
১৫। عظيم (আযীমুম), ১৬। عزيز (আযিযুন)
১৭। جبار (জাববারুন), ১৮। عليم (আলীমুন),
১৯। حليم (হালীমুন), ২০। خبير (খাবীরুন)
২১। كريم (কারীমুন), ২২। رشيد (রাশীদুন),
২৩। بصير (বাছিরুন), ২৪। شكور (শাকুরুন)
২৫। حبيب (হাবীবুন), ২৬। حسيب (হাছীবুন),
২৭। مجيب (মুজীবুন), ২৮। مؤمن (মু'মিনুন)
২৯। امين (আমীনুন), ৩০। مامون (মা'মুনুন),
৩১। مؤتمن (মু'তামিনুন), ৩২। حافظ (হা-ফিযুন)
৩৩। ناصر (না-ছিরুন), ৩৪। كامل (কা-মিলুন),
৩৫। منصور (মানছুরুন), ৩৬। قريب (ক্বারীবুন)
৩৭। متين (মাতীনুন), ৩৮। شهيد (শাহীদুন),
৩৯। شاهد (শা-হিদুন), ৪০। شفيع (শাফীউন)
৪১। شافع (শা-ফিউন), ৪২। يتيم (ইয়াতিমুন),
৪৩। شارع (শা-রিউন), ৪৪। ولى (ওয়ালিয়্যুন)
৪৫। وفي (ওয়াফিয়্যুন), ৪৬। صفي (ছাফিয়্যুন),
৪৭। نقي (নাকিয়্যুন), ৪৮। قوي (ক্বাভিয়্যুন)

৪৯। حفي (হাফিয়্যুন), ৫০। امر (আ-মিরুন)
৫১। ناهي (না-হিয়ুন), ৫২। امی (উম্মিয়্যুন)
৫৩। احيد (উহীদুন), ৫৪। اولی (আওলা),
৫৫। اكرم الناس (আক্ রামুন্নাছ), ৫৬। امام الخير (ইমামুল খাইরী)
৫৭। امام المتقين (ইমামুল মুত্তাক্বীন), ৫৮। امام) النبيينইমামুন নাবিয়্যীন), ৫৯।) بشير বাশীরুন,(
৬০। نذير (নাযীরুন)৬১। برهان (বুরহানুন),
৬২। (نارقليط বারক্বালীত), ৬৩। تهامي (তিহামিয়্যুন),
৬৪। جواد (জাওয়াদুন)৬৫। حاشر (হা-শিরুন),
৬৬। حامد (হা-মিদুন), ৬৭। حماد (হাম্মাদুন),
৬৮। حجاذي (হিজাযিয়্যুন)৬৯। حنيف (হানীফুন),
৭০। حمطايا (হামত্বায়া), ৭১। خليل (খালীলুন),
৭২। خاتم (খা-তামুন)৭৩। خليفة (খালীফাতুন),
৭৪। خير البرية (খাইরুল বারিয়্যাহ),
৭৫। خيرةالله (খিয়ারাতুল্লাহ), ৭৬। خطيب الانبياء (খাতীবুল আম্বিয়া)৭৮। (دليل الخيرات দালীলুল খাইরাত), ৭৯। دارالحكمة (দারুল হিকমাহ্),

৮০। رسول (রাছুলুন),৮১। رسول الرحمة (রাছুলুর রাহমাত), ৮২। روح القدس (রুহুল কুদ্দুছ), ৮৩। رحمة للعالمين (রাহমাতুল্লিল আলামিন)

৮৪। سراج (ছিরাজুন), ৮৫। سعيد (ছায়ীদুন), ৮৬।) مسعودমাছউদুন), ৮৭।) سيد ছাইয়েদুন,(

৮৮। شمس (শামছুন)

৮৯। قمر (ক্বামারুন), ৯০। شاف (শাফিন), ৯১।) صادقছাদিকুন), ৯২।) مسدوق মাছদূকুন)t

৯৩। صالح (ছালিহুন), ৯৪। مصلح (মুছলিহুন), ৯৫। صفوة (ছাফওয়াতুন), ৯৬। صفوح (ছাফুহুন)

৯৭। صاحب الواء (ছাহিবুল লিওয়া), ৯৮। صاحب) الحوض الكوثرছাহিবুল হাউযিল কাউসার(

৯৯। صاحب المقام المحمود (ছাহিবুল মাক্বামিল

মাহমুদ), ১০০। صاحب المعجزات (ছাহিবুল মুজিযাত)

১০১। ضحاك (দাহ্‌-হাকুন), ১০২। طيب (ত্বাইয়িবুন), ১০৩। طاهر (ত্বা-হিরুন), ১০৪। مطهر (মুত্বাহ্‌হারুন)

১০৫। طه (ত্বা-হা), ১০৬। طاب طاب (ত্বাবত্বাব), ১০৭। عادل (আ-দিলুন), ১০৮। عاقب (আ-ক্বিবুন)

১০৯। عبدالله (আবদুল্লাহ), ১১০। علم اليقين (ইলমুল ইয়াক্বীন), ১১১। عروة وثقى (উরওয়াতুন উছক্বা)

১১২। عطوف (আতূফুন), ১১৩। عفو (আফ্‌উন), ১১৪। فاتح (ফা-তিহুন), ১১৫। فاروق (ফা-রুকুন)

১১৬। قاسم (ক্বা-ছিমুন), ১১৭। قرشي (ক্বারশিউন), ১১৮। قثم (কুছামুন), ১১৯। مزمل (মুযাম্মিলুন)

১২০। مدثر (মুদাচ্ছিরুন), ১২১। ماحي (মা-হিয়ুন), ১২২। مصباح (মিছবাহুন), ১২৩। مخمنا (মুখমিনান)

১২৪। مشفح (মুশাফফিহুন), ১২৫। مقيم السنة (মুক্বীমুছ ছুন্নাত), ১২৬। ماذماذ (মাযমায)

১২৭। موذموذ (মুযমুয), ১২৮। مذكر (মুজাক্কিরুন), ১২৯। مبلغ (মুবাল্লিগুন), ১৩০। ميسر (মুয়াছছিরুন)

১৩১। مبشر (মুবাশশিরুন), ১৩২। منذر (মুনযিরুন), ১৩৩। مبارك (মুবারাকুন), ১৩৪। مختار (মুখতারুন)

১৩৫। مولى (মাওলা), ১৩৬। مکی (মাক্কিয়্যুন), ১৩৭। مد يي (মাদানিয়্যুন), ১৩৮। عربي (আরাবিয়্যুন)

১৩৯। مصطفى (মুস্তাফা), ১৪০। مجتبى (মুজতাবা), ১৪১। مرتضى (মুরতাদ্বা), ১৪২। مؤيد

(মুআইয়িদুন)

১৪৩। مخلص (মুখলিছুন), ১৪৪। مقدس (মুক্বাদ্দাছুন), ১৪৫। معصوم (মা’ছুমুন), ১৪৬।) مكينমাকীনুন(

১৪৭। منج (মুনজিন), ১৪৮। مفتاح الجنة (মিফতাহুল জান্নাত), ১৪৯। مدينة العلم (মাদীনাতুল ইলম)

১৫০। نقيب (নাক্বীবুন), ১৫১। نبى (নাবিয়্যুন), ১৫৭। هادي (হা-দিয়ুন), ১৫৮। الهدى (আলাহুদা)

১৫৯। هدية الله (হাদ্ইয়াতুল্লাহ), ১৬০। يس (ইয়াছিন), ১৬১। حم (হা-মীম)tt

আল্লাহর যেমন যাতি ও সিফাতি নাম আছে -

তদ্রুপ নবী করীম-[ﷺ] এঁরও যাতি এবং সিফাতি নাম আছে। আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নাম। রাসূলে পাকেরও ৯৯ নাম। আবু বকর ইবনে আরবী(رحمة الله عليه) বলেছেন- সুফিয়ায়ে কেরামের মতে আল্লাহর এক হাজার নাম এবং রাসূলে পাকেরও এক হাজার নাম। কাযী আয়ায (رحمة الله عليه) বলেন- আল্লাহ তাঁর ৯৯ নাম থেকে ৩০ টি নবীজীকে দান করেছেন। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী(رحمة الله عليه) তাঁর মাদারেজ গ্রন্থে এবং আল্লামা কাসতুলানী তাঁর মাওয়াহিব গ্রন্থে বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা ৯৯ নাম থেকে ৭০ টি নাম রাসূল-[ﷺ] কে দান করেছেন। (দেখুন আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া)

وَسَمّاهُ مِنْ اَسْمَائِهِ الحُسْنيِ بِنَحْوِ سَبْعِيْنَ اِسْمًا (اَلْاَنْوَارُ الْمُحَمَّدِيَّةُ)

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে হুযুর আলাইহিস সালামের ১৪০০ সিফাতি নাম রয়েছে। ঐ সব

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

পবিত্র নাম সমুহ বিভিন্ন কিতাবে একত্রিত করা হয়েছে। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাবে আল্লামা শিহাবুদ্দিন কাস্‌-তুলানী শারেহে বোখারী এরূপ চার শতাধিক নামের তালিকা লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে আল্লামা ইউসুফ নাব্‌-হানী(رضي الله عنه) তাঁর আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া গ্রন্থে কতিপয় নামের উল্লেখ করেছেন। ইমামে আহ্‌-লে সুন্নাত শাহ আহ্‌-মদ রেযা খান(رضي الله عنه) তার তাফসীর "কানযুল ঈমানে" হুযুর-[ﷺ] এঁর কতিপয় নাম লিখেছেন। উক্ত দুটি গ্রন্থ হতে নিম্ন তালিকা পেশ করা হলো।

মেরি কিসমাত জাগানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে
হাজারো গাম মিটানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

গামো কি ধুপ হো ইয়া ফির

হাওয়ায়ে তেজ চালাতে হো
মেরে ইস আসিয়ানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

খুশি হো ইয়া কোই গাম হো
নাবী কা নাম লেতি হুঁ
কে হার ইক গাম ভুলানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

যো পুছা প্যারে আকা নে
কাঁহা সিদ্দিকে আকবার নে
কে মেরে সারে ঘরানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

সুলাগতি আগ পার হাবশী
কে হোঁটো সে সাদা আয়ি
মেরি বিগড়ি বানানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

এহি কাহতে হে সাহিদ ভি
এহি সাব লোগ কাহতে হে
কে ইস সারে জামানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।
গারিবি হে হামারে ঘার

মে আকা দিজিয়ে হাম কো
কে গুরবাত মিটানে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

দুশমান হে জামানে ভার
পার এ ক্বাদেরী তু না ডার
তেরে হাসিদ সে বাচাঁনে কো
নাবী কা নাম কাফি হে।।

.... * ....

হুযুরের জানাযার ধরণ

নবী করিম [ﷺ]-এঁর ক্ষেত্রে জানাযার বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য ছিল। হুযুর [ﷺ]এর বেলায় কোন ইমাম ছিলো না। মোক্বতাদীও ছিলো না। কেবলামুখী হওয়াও ছিলো না। হাদীস শরীফে

শুধু সালাত শব্দের উল্লেখ আছে। এখানে সালাত অর্থ দোয়া ও দরূদ। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) -এঁর প্রতি নবী করিম [ﷺ] যে অসিয়ত করে গেছেন, সে অনুযায়ী সাহাবীগণ নবী করিম [ﷺ]-এঁর হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে রওযা মোবারকের কিনারায় রক্ষিত খাটের কাছে গিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করে বের হয়ে আসতেন। একদল বের হওয়ার পর আর এক দল প্রবেশ করতেন এবং দরূদ ও সালাম পেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর ছোট ছোট বালকগণ, তারপর আশ্রিত দাস-দাসীগণ ও মাওয়ালীগণ ব্যক্তিগতভাবে হুজরায় প্রবেশ করে দরূদ ও সালাম পেশ করেছিলেন। সাধারণ জানাযা নামায হলে মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

আল্লামা সোহায়লী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন - আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের সুরা আহযাবে যেভাবে দরূদ ও সালাম পড়ার জন্য

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

মু'মিনগণকে নির্দেশ করেছেন,বিসাল শরীফের পরও অনুরূপভাবেই শুধু দরূদ ও সালাম পেশ করা হয়েছিল (আল বেদায়া অন নেহায়া)।

মাওয়াহিব-লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা শিহাবুদ্দিন কাসতুলানী শারেহে বোখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেনঃ-

ومن خصا ئصه صلى الله عليه وسلم انه صلي علبه الناس افواجا افواجا بغير امام وبغير دعاء الجنازة المعروف ذكره البوهقي وغيره ـ

অর্থঃ- "নবী করিম [ﷺ]-এঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লোকেরা দলে দলে এসে ইমাম ছাড়াই দরূদ পাঠ করতেন। তাঁরা প্রচলিত জানাযার দোয়া ও তাকবীর পড়েননি। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য

মোহাদ্দিসগণ এরূপই বর্ণনা করেছেন”
(আন্ওয়ারে মুহাম্মদীয়া মিন মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া পৃষ্ঠা ৩২০। হুযুর [ﷺ] হায়াতুন্নবী, সেজন্যই প্রচলিত জানাযা হয়নি।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (رضي الله عنه) কর্তৃক জানাযা সালাতের ধরণঃ

হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) কিভাবে জানাযার পরিবর্তে শুধু দরূদ ও সালাম পাঠ করেছিলেন - তার একটি পরিষ্কার বর্ণনা আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় সাহাবীর আমল মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম নামে জনৈক রাবী লিখে রেখেছিলেন। ওয়াকেদী ঐ দলীলখানার ভাষ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন-

لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره دخل ابوبكر وعمن رضي الله عنهما ومعهما نفر

من المها جرين والانصار بقدر ما يسع البيت فقالا : السـ
لام عليك ايها النبي ورحمة اللّٰه وبر كاته وسلم المها
جرون والا نصار كما سلم ابوبكر وعمر ثم صفوا صفوا
صفوفالايؤمهم احد ـ فقال ابوبكر و عمر وهما فى
الصف الاول حيال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم
اللّٰهم انا نشهد انه قد بلغ ما انزل اليه ونصع لا مته و
جا هد فى سبيل اللّٰه حتى اعز اللّٰه دينه وتمت كلمته
وأومنبه وحده لاشر يك له فا جعلنا الهنا ممن يتبع
القول الذي انزل معه واجمع بيننا وبينه حتى تعر
فنابنا و تعر ـ تنابه فانه كان بالمؤ منين رؤوفا رحيما لا
نبتغي بالايمان به بديلا ونشترى بهثمناامدا فيقول
الناس : امين امين ويخر جون ويدخل اخرون حتى
صلى الر جال ثم النساء ثم الصبيان ـ

অর্থঃ- ”নবী করিম [ﷺ]-কে কাফন পরিধানের পর খাঁটের উপর রেখে ঐ খাঁট (হুজরার ভিতর) রওযা মোবারকের পাশে রাখা হলো। হযরত আবু বরক ও হযরত ওমর (رضي الله عنه) হুজরার

ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকজন মোহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দু'জনে প্রথমে এভাবে সালাম আরয করলেন - “আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।” হযরত আবু বকর ও ওমর (رضي الله عنه)-এঁর ন্যায় মোহাজির ও আনসারগণও সালাম আরয করলেন। তারপর সকলে সারি বেঁধে খাটের চতুর্দিকে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইমাম ছিলেন না। রাসূল করিম [ﷺ]-এঁর খাটের চতুর্পাশ্বে দন্ডায়মান কাতারগুলোর মধ্যে প্রথম কাতারে হযরত আবু বকর ও ওমর (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে এভাবে মুনাজাত করলেনঃ

“হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ দিচ্ছি যে, নবী করিম [ﷺ]-এঁর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। উম্মতকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহর পথে তিনি জেহাদ পরিচালনা করেছেন।তাঁ প্রচেস্তার

ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর কলেমা পূর্ণতা লাভ করেছে। লা শারীক আল্লাহর উপর লোকেরা ঈমান এনেছে। হে আমাদের মাবুদ! তুমি আমাদেরকে তাঁর উপর অবতীর্ণ যাবতীয় বাণীর অনুসরণকারী বানিয়ে দাও। তুমি আমাদের ও উনার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দাও। তুমি আমাদের (কার্যকলাপের) দ্বারা যেন তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ্য পরিচয় পাও এবং তাঁর মাধ্যমেও আমাদের প্রকাশ্য পরিচয় পাও। কেননা, তিনি মু'মিনদের প্রতি রউফ এবং রাহীম। তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিনিময়ে আমরা কিছুই প্রতিদান চাইনা এবং তাঁর নাম ভাঙ্গায়েও আমরা কখনও দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল করতে চাইনা।" কাতারে দাঁড়ানো লোকজন শুধু আমীন আমীন বলেছেন। তাঁরা বের হয়ে যাওয়ার পর অন্য একদল প্রবেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর শিশুগণ ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে সালাম ও দরূদ পেশ করেছেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া কৃত

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ইবনে কাছির)।

মঙ্গলবার দিন গোসল ও কাফনের পর হতে মধ্যরাত পর্যন্ত এভাবেই পালাক্রমে দরূদ ও সালামের অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম বিহীন এবং চার তাকবীর বিহীন শুধু দরূদ, সালাম ও মোনাজাতের মাধ্যমেই জানাযার কাজ সমাধা করা হয়েছে।

অন্যদের বেলায় প্রচলিত জানাযার নিয়ম নবীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এরূপ করার অন্য একটি কারণ এও ছিল যে, নবী করিম [ﷺ] ইন্তিকাল করলেও তাঁর সাথে রুহ মোবারকে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। তাই তিনি ইন্তিকাল অবস্থায়ও ঠোঁট মোবারক নেড়ে নেড়ে ইয়া উম্মাতী! ইয়া উম্মাতী! বলে কেঁদেছিলেন। এজন্যই একথার উপর সকলে

একমত পোষণ করেছেন যে, ”নবী করিম [ﷺ] হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী। এই ইজমার অস্বীকারকারী কাফির।” তাই তাঁর জানাযা হয়নি - শুধু সালাম ও দরূদ পড়া হয়েছে।

উক্ত হায়াত বরযখী - না দুনিয়াবী, এ নিয়ে ইখতিলাফ থাকলেও শেষ সমাধান হলো - দুনিয়াবী হায়াতেই তিনি জীবিত আছেন। (আদিল্লাতু আহলিস সুন্নাহ, শিফাউস সিক্কাম, ফতহুল বারী শরহে বোখারী, দ্বারু কুতনী, জাআল হক, খলীল আহমদ আম্বেটীর প্রতারণামূলক গ্রন্থ “আত তাসদীকাত’ এ বলা হয়েছে - নবীজী দুনিয়ার হায়াত রওযা পাকে শুয়ে আছেন)।
[অধ্যক্ষ হাফিজ মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল সাহেবের 'নূর নাবী']

……….. * ………..

দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ বা কিয়াম করা

কিয়াম অর্থাৎ দণ্ডায়মান হওয়া অনেক রকমের হয়। যেমনঃ---
ফরয-- পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ ওয়াজিব নামাজে দাঁড়ানো ফরজ।

সুন্নাত-- তাবার্রুক(ধর্মীয় মর্যাদাশীল জিনিস) এর সম্মানার্থে দাঁড়ানো। এজন্য জমজমের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। এবং হুযুর আলাইহিস সালাম এর রওজা পাকে উপস্থিত হওয়া যদি আল্লাহ নসিব করেন, তখন নামাজের মতো হাত বেঁধে দাঁড়ানো সুন্নাত।

মুস্তাহাব-- নফল নামাজে দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

অবশ্য বসেও পড়া যায়। তবে দাঁড়িয়ে পড়াতে সওয়াব বেশি।

জায়েজ-- পার্থিব প্রয়োজনে দাঁড়ানো জায়েজ। এর হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে, যেমন দাঁড়িয়ে ঘর বাড়ি তৈরি করা বা অন্যান্য দুনিয়াবী কাজকর্ম করা।

মাকরুহ--- কয়েক জায়গায় দাঁড়ানো মাকরুহ।
 প্রথমতঃ জমজম ওযুর পানি ব্যতীত অন্যান্য পানি পান করার সময় বিনা কারণে দাঁড়ানো মাকরুহ।

দ্বিতীয়তঃ পার্থিব লালসায় বিনা কারণে দুনিয়াবী লোকের সম্মানে দাঁড়ানো মাকরুহ।

 তৃতীয়তঃ ধন দৌলতের কারণে কাফিরের সম্মানার্থে দাঁড়ানো মাকরুহ।

মহব্বত এর কারণে এবং সম্মানের কারণে কিয়াম করা বা দন্ডায়মান হওয়া

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত সাইয়েদা ফাতিমা আলাইহাস সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসতেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে যেতেন। এবং হযরত ফাতিমা সালামুল্লাহে আলাইহার হাতে চুম্বন দিতেন এবং তাঁকে নিজের জায়গায় বসাতেন।আর যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে যেতেন তখন সাইয়েদা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তার হাতে চুম্বন দিতেন।

[ইমাম নাসাঈর সুনান উল কুবরা,সহি ইবনে হিব্বান,তাবারাণীর মুজাম উল আউসাত, মুসতাদরাকে হাকিম, ইমাম বুখারীর আল আদাবুল মুফরাদ, নাসাঈর ফাযায়েলুস সাহাবা, বাইহাকীর সুনান উল কুবরা,ইবনে হজর আসকলানীর ফাতহুল বারী,তিরমিযী]

সুতরাং নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর সম্মানার্থে কিয়াম করা জায়িয। তাঁর রওজা পাকে হাজিরী নসীব হলে সেখানে বেশিরভাগ মুসলমান দাঁড়িয়েই সালাম পড়েন। তাহলে আপনার এখানে দাঁড়িয়ে সালাম পড়তে অসুবিধা কোথায়...!! আমরা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ি, এজন্য কাবাকে দেখা শর্ত নয়। সেই ভাবে আমরা না দেখিয়ে রওজায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে মুখ করে যদি সালাম পড়ি তাহলে অসুবিধা কোথায়..?? আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আল্লাহ আয্‌জা ওয়া জাল্লাহ এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে তিনি আমাদের সালাম শোনার ক্ষমতা রাখেন। এব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাছাড়াও কেউ যদি শুধু মুস্তাফা কারিম আলাইহিস সালামের নামের তাযীমে কিয়াম করে তাহলেই বা অসুবিধা কোথায়..!!

এ ব্যাপারে দেওবান্দী আলেম দের গুরু, দেওবন্দী আলেমদের শিরোমণি মওলানা আশরাফ আলি থানবী সাহেব এর এবং তৎসহ বহু ওলামায়ে দেওবান্দ এর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী সাহেব খুব সুন্দর বলেছেন, যদি নাবীর নাম আগমন কালে কেউ কিয়াম করে.. তাতে কি ত্রূটি রয়েছে?? যখন কেউ আসে তখন লোকেরা তার সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। যদি সে বিশ্বনেতা(আমার জীবন তার প্রতি উৎসর্গিত) এর পাক নামের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয় তাহলে কি পাপের কাজ হল !!

(ইমদাদুস সুলুক)

যে সমস্ত ব্যক্তি নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপরাধ মনে করেন তাদের কাছে আমার খুব সহজ একটা প্রশ্ন.....ভাই আপনি যখন কবরস্থানের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকেন তখন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর বলার সময় কি বসে যান...!! না যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় সালাম দেন।

দেখুন সালাম বসে দেওয়া বা দাঁড়িয়ে দেওয়া কোনোটাতেই আমাদের সমস্যা নেই।আপনি চাইলে বসেই দিন। কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে সালাম দিচ্ছে তাদের বিরোধিতা করছেন কেন....??

আপনি আমি নামাজে বসে যে আত্তাহিয়াতু পড়ি এবং "আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবী" পড়ি সেটাকেই একটু অন্যভাবে

বললে বলা হয় "ইয়া নাবী সালাম আলাইকা"। এতে অর্থগত কোনো সমস্যা নেই। এতে কোনো মিনিং চেন্জ হয় না দুটোরই অর্থ হলো 'হে নাবী আপনাকে সালাম'।

এখন কেউ বলতে পারেন যেহেতু আমরা নামাযে বসেই দরুদ সালাম পড়ি, কাজে সবসময় বসেই সালাম পড়তে হবে।তাদের কাছে আমি খুব আদবের সঙ্গে জানতে চাই আপনি কি সব সময় দাঁড়িয়ে কোরআন মাজীদ পড়ার জন্য প্রস্তুত। তারা অকপট ভাবে উত্তর দেবেন না তারা প্রস্তুত নন। সবসময় দাঁড়িয়ে পড়তে তারা পারবেন না অথচ নামাজের মধ্যে সবাইকে দাঁড়িয়েই কোরআন মাজিদ পড়তে হয়। অতএব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মত হলো কিয়াম করা মুস্তাহাব। আমাদের প্রেম আমাদের কে নাবী পাক আলাইহিস সালামের নামে দাঁড় করিয়ে সালাম পড়িয়ে নেয়।

এক কথায় নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সালাম পড়া কিয়াম করা জায়েজ।এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী আলাইহির রাহমার কিতাব "জা-আল-হক" পড়ুন।

.... * ....

নাত শরীফ পাঠ করা ইবাদাত

নাত শরীফ বলতে বোঝায় হজরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর শানে লিখিত প্রশংসা সূচক কবিতা বা প্রশংসা গীতি।

১) হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে --- যে হুজুর রাহমাতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে একটি মিম্মর স্থাপন করেছিলেন যাতে হজরত হাসসান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নাবীয়্যে আখিরুজ্জামাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম এর শানে প্রশংসা মূলক কবিতা (নাত)পড়তেন। এতে আকা আলাইহিস সালাম তাঁকে দোয়া করতেন....!! {মিশকাত শরীফ}

২)তাবুকের যুদ্ধের পর মসজিদে নববীতে অনেক সাহাবার উপস্থিতিতে হুজুর আলাইহিস সালাতু সালাম এর নিজ চাচা হজরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আরজ করলেন..... ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম " যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার

প্রশংসা গীতি গাইব....। এতে আকা কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে অনুমতি প্রদান করলেন। হজরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা গীতি গাইতে শুরু করলেন। তিনি নাবী পাকের জন্ম ও তাঁর আগমন,মোজেজা,শ্রেষ্ঠত্ব,বিশেষত্ব ও গুণাবলি বর্ণনা করতে লাগলেন। তখন নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম হজরত আব্বাস এর জন্য তাঁর চেহরা ও জবান সালামত এর দোয়া করলেন আর বললেন আপনি আমার মর্যাদা বর্ণনা করতে থাকুন আল্লাহ আপনার চেহরা ও জবান সালামত রাখবেন...!!
{ খাসায়েসে কুবরা, ১ম খন্ড, পৃঃ--৯৭ ;
মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়া,১ম খন্ড,পৃঃ--৫৮৫ }}

৩)আরবে বহুদিন অনাবৃষ্টি হওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া

সাল্লাম এর দোয়ার বরকতে বৃষ্টি চালু হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা জান হজরত আবু তালিব লিখিত নাত শরীফ টি কারোর স্মরণ আছে কিনা জানতে চাইলেন..... তখন হজরত উমর ও হজরত আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা দাঁড়িয়ে নাতটি পড়তে চাইলেন..! অতঃপর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে মওলা আলি কার্রামুল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম নাতটি পড়লেন. { বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড,কিতাবুল ইসতিসকা, পৃঃ--- ১৩৭}

৪)বহু সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম একে অপরকে নাত শরীফ শোনাতেন এমনটিও আমরা কিতাবে পাই..(মিশকাত শরীফ)

সুতরাং উপরিউক্ত হাদিসে পাক ও ওয়াকিয়া গুলো থেকে বোঝা গেল যে...* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাত পড়ার হুকুম করেছেন, নাত শরীফ পাঠ করাকে পছন্দ করেছেন এবং

নাত পাঠ কারীদের দোয়াও করেছেন। অতএব এটি সুন্নাত... যেহেতু এটি সুন্নাত তাই সুন্নাত আদা করলে সওয়াব হয়।

এছাড়াও একটি হাদিসে পাক আছে---- উম্মুল মুমিনিন সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা সালামুল্লাহে আলাইহা হতে বর্ণিত, রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন যে "" মওলা আলির জিকির করাও ইবাদাত""
{{ ইমাম দাইলামির আল ফিরদাউস, ২য় খন্ড, পৃঃ -- ৩৬৭ হাঃ--২৯৭৪ ; কানজুল উম্মাল, ১১ তম খন্ড,পৃঃ--৬০১, হাঃ--- ৩২৮৯৪}}

যদি মওলা আলি আলাইহিস সালামের জিকর ইবাদাত হয় তাহলে যে মহান নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হজরত আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মওলা হলেন,ঈমানের পেহচান হলেন তাঁর জিকর কেন ইবাদাত হবেনা......!!!!

আমরা জানি দরুদ শরীফ পাঠ করলে সওয়াব মিলতে থাকে, পাপ কমতে থাকে .... স্বয়ং রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবীব এর উপর দরুদ প্রেরণ করছেন.....! আর আমাদের কে দরুদ পাঠ করতে হুকুম দিয়েছেন সুরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে। ইমাম বোখারী,হাফিজ ইবনে কাসির, ইমাম আবুল আলিয়া, ইমাম রাগেব,ইমাম ইবনে হাকিম,ইমাম তাবারানী রহমাতুল্লাহ তায়ালা আলাইহিম আজমাইন তৎসহ আরও অনেকেই অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেছেন---- আল্লাহর দরুদ পাঠানোর অর্থ হলো আল্লাহ আয্জা ওয়া জাল্লাহ ফ্যারিশ্তাদের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও আজমাত বর্ননা করেন......... এ থেকে বোঝা গেল নাত শরীফ পাঠ হুকমে খোদা,হুকমে রাসুল, সুন্নাতে সাহাবা,সুন্নাতে আহলে বাইত...... নাত শরীফ পাঠের মাধ্যমে ইসকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ে... এটাই ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান ফাযিলে বেরেলবি

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আলাইহির রহমাহর শিক্ষা। আর ক্বাদেরীয়া তরিকার পীর সাহেব বারা গদ্দির বর্তমান সাজ্জাদানশিন হজরত সাইয়েদ শাহ মুহাম্মাদ আলি আল ক্বাদেরী দাস্তেগীর মাদ্দাজিল্লাহুল আলি কে বলতে শুনেছি....."" নাত ইয়া কালাম লিখনা ভি ইবাদাত,নাত ইয়া কালাম পাড়হনা ভি ইবাদাত,নাত ইয়া কালাম শুননা ভি ইবাদাত...।।

.... * ....

সালাম এর ছন্দ

১. তুমি যে নূরেরি রবি,নিখিলের ধ্যানের ছবি,
তুমি না এলে দুনিয়ায় আঁধারে ডুবিত সবি।।

২. চাঁদ সুরুজ আকাশে আছে,সে আলোয় হৃদয় না হাসে,
এলে তাই হে নব রবি মানবের ধ্যানের আকাশে।

৩. তোমারি নূরের আলোকে জাগরণ এল ভুলোকে,
গাহিয়া উঠিল বুলবুল ফুটিল কুসুম পুলকে।

৪.নবী না হয়ে দুনিয়ার, না হয়ে ফেরেশতা খোদার,
হয়েছি উম্মত তোমার তার তোরে দরুদ হাজার বার।

৫. উ দিল মরুর ভালে দ্বাদশ রবিউল আউয়ালে
এসো গো করি সকলে সালাম নবী হেলালে

৬.উ দিল আল্লাহর বাণী পোহালো দুঃখ রজনী
হইল জগত নূরানী আমিনার নয়ন মনি ।।

৭. তোমারি নূরের আলোকে গাহিছে বুলবুল পুলকে
চাঁদ সুরুজ আকাশে হাসে স্মরণ করি তোমাকে।।

৮.আপকা তাসরিফ লানা ওয়াক্ত ভি কিতনা সুহানা
জাগমাগা উঠা জামানা হুরে গাতি থি তারানা।।

৯.তুমি যে হলে খোদার নূরে হল ধরা তোমার নূর থেকে
তুমি না এলে ভুবনে না হতো খুশবু গোলাপে।।

১০.তুমি যে হলে নূরের কলি পাপড়ি হযরত আলী
তাঁর খুশবু গাওসে সামদানি মুয়াত্তার হল জগৎখানি।।

১১. হো কারাম মাহবুবে দাওয়ার সাইয়েদি

মুহাম্মাদ আলী পার।
উমর মে বারকাত আতা কার
দ্বীন কি খিদমাত লিয়া কার।।

১২.মন যখন হয় উতলা
পড়িয়া নাম সল্লে আলা
গাঁথিয়া দরুদের মালা
ভুলে যায় মনের জালাজালা

১৩.আমি এক নিঃস্ব সাওয়ালি
এনেছি দুরুদের ডালি
চুমিয়া রওজার ও জালি
মুছিব মনের ও কালি।।

* তাজদারে হারাম *

তাজদারে হারাম এ শাহেনশাহে দ্বীন
তুমপে হারদাম কারোড়ো দুরুদ ও সালাম

হো নিগাহে কারাম হামপে সুলতানে দ্বীন
তুমপে হারদাম কারোড়ো দুরুদ ও সালাম।।

দুর রাহকার না দাম টুট যায়ে কাঁহি
কাশ তেইবা মে এ মেরে মাহেঁ মুবিঁ
দাফান হো নে কো মিল যায়ে দো গাজ জামিঁ
তুমপে হারদাম কারোড়ো দুরুদ ও সালাম।।

কোই হুসনে আমল পাশ মেরে নেহি
ফাঁস না যাঁউ কায়ামত মে মওলা কাঁহি
এ শাফীয়ে উমাম লাজ রাখনা তুমহি
তুমপে হারদাম কারোড়ো দুরুদ ও সালাম।।

তেরি ইয়াদো সে মামুর সিনা রাহে
লাব পে হারদাম মাদিনা মাদিনা রাহে
বাস মে দিওয়ানা বান যাঁউ সুলতানে দ্বীঁ
তুমপে হারদাম কারোড়ো দুরুদ ও সালাম।।

ফির বুলালো মাদিনে মে আত্তার কো
ইয়ে তাড়াপতা তে তেইবা কি দিদার কো
কোই ইসকে সিওয়া আরজু হি নেহি
তুমপে হারদাম কারোড়ো দুরুদ ও সালাম।।

* মুস্তাফা জানে রাহমাত *

মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখো সালাম
শাময়ে বাজমে হিদায়াত পে লাখো সালাম।

শাহরে ইয়ারে ইরামে তাজদারে হারাম
নওবাহারে শাফায়াত পে লাখো সালাম।

হাম গারিবোঁ কি আকা পে বেহাদ দরূদ
হাম ফাকিরোঁ কি সরওয়াত পে লাখো সালাম

কিতনে বিখরে হুয়ে হে মদিনা কি ফুল
কারবালা তেরি কিসমাত পে লাখো সালাম।

জিস তারাফ উঠ গেয়ি দাম পে দাম আগায়া
উস নিগাহে এনায়েত পে লাখো সালাম।

গওসে আ'যম ইমামুত তুকা অন নুকা
জালওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখো সালাম।

সাইয়েদি মুর্শিদি শাহে গোলাম আলী আল
ক্বাদেরী
সাইয়েদি মুর্শিদি শাহে মহতিশাম আলি আল
ক্বাদেরী
সৈয়েদি মুর্শিদি শাহে মঈনুল হক আল ক্বাদেরী
সৈয়েদি মুর্শিদি শাহে মুহাম্মদ আলী আল ক্বাদেরী
হাদিয়ে দ্বীনও মিল্লাত পে লাখো সালাম।

ডালদি কালব মে আজমাতে মুস্তাফা
সাইয়েদি আলা হাজরাত পে লাখো সালাম

ওই জুবা জিসকা সাব কুঞ্জি কাহে
উনকি নাফিজ হুকুমাত পে লাখো সালাম

এক মেরা হি রেহমাত পে দাওয়া নেহী
শাহ কি সারি উম্মাত পে লাখো সালাম।